জীবন সৌন্দর্য
কাজী দীন মুহম্মদ

জীবন সৌন্দর্য

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্কুল টেক্‌স্ট বুক বোর্ড কর্তৃক ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর
জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী বই হিসেবে অনুমোদিত।
দ্রষ্টব্য ঃ ১২০-প্রকা/১ বি-১০৭/৭৫ তারিখ ঃ ১/১/৮২

www.pathagar.com

জীবন সৌন্দর্য

কাজী দীন মুহম্মদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনেরো উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

জীবন-সৌন্দর্য ঃ
কাজী দীন মুহম্মদ

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৮১

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
আগষ্ট, ১৯৮২
ভাদ্র, ১৩৮৯
জেলকদ, ১৪০২

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৪৭৫
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার ঃ
ইসলাম-২৯৭

প্রকাশনায় ঃ
শেখ ফজলুর রহমান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা—২

পৃচ্ছদ অংকনে ঃ
সৈয়দ লুৎফুল হক

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
প্রবাল প্রিন্টিং প্রেস
১৪, র‍্যাংকিন ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা—৩

দাম ঃ কুড়ি টাকা

JIBAN-SOUNDARYA : Beauty of Life, written by Quazi Deen Muhammad in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca to celebrate the 15th century Al-Hijrah. August, 1982
Price : Tk. 20·00 US. $. 2·00

www.pathagar.com

যাঁদের স্নেহ-ঋণ কোনদিনই শোধ করা যাবে না সে মামু হযরত মৌলানা মুহম্মদ আবদুল লতীফ চিশতী, মৌলানা মুহম্মদ কারামত আলী চিশতী ও মৌলানা মুহম্মদ আবুল আরেফ চিশতী মরহুম মাগফুরদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

এই লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম—৪র্থ খণ্ড)
সে কালের সাহিত্য
এ কালের সাহিত্য
সংস্কৃতি ও আদর্শ
মানব জীবন
সাহিত্য সম্ভার
সাহিত্য শিল্প
ভাষাতত্ত্ব
The verb Structure in Colloquial Bengali
বর্ণমালা
লোক সাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ
মানব-মর্যাদা
সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি
আধুনিক চিন্তা চেতনায় ইসলাম
অবিস্মরণীয়
মধ্যযুগের গীতি কবিতা
বাংলা ছোট গল্প
আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি
হায়রে সেকাল (স্মৃতি কথা)
একুশের আগাছারা (কবিতা)
নির্বাসন খোকাকে (কবিতা)
বধ্যভূমিতে ঃ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে (কবিতা)
এখনো কিছু মানুষ (উপন্যাস)

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের এ যুগে মুসলিমও ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে ভয় পায়। তাঁর ধারণা ইসলামে প্রগ্রেসিভ কিছু নেই। যা আছে তা পুরানো বস্তা-পচা কতগুলো ধ্যান-ধারণার সমষ্টি মাত্র। তরুণ সমাজ ধর্মের নামে আঁতকে উঠে। ধর্ম যেন তাঁদের সর্বনাশ করতে উদ্যত। কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যান যে, ধর্ম মানেই জীবন-পদ্ধতি। দুনিয়ায় কিভাবে চললে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধনায় নিজকে নিয়োজিত করে অশান্ত এ পৃথিবীতে শান্তির ফোয়ারা প্রবাহিত করা যায়, তারই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে দীন বা জীবন বিধানে।

জীবন বিধানের সব আদর্শই সত্য ও সুন্দরের লক্ষ্যে উজ্জীবিত। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মানুষেরই.—মানুষকেই তার নিজের প্রয়োজনে চেষ্টা ক'রে পন্থা বের করতে হবে। শান্তির বাণী ও সুখ সমৃদ্ধির বার্তা আত্মজিজ্ঞসার অভীপ্সায় ও আত্ম ত্যাগের মহিমায় উৎসারিত। এ আত্মবিস্মৃত জাতি একথা যত শীঘ্র বুঝবে ততই মঙ্গল। বাস্তব জীবনের প্রতিটি কথায় ও কাজে যে আদর্শ মানবীয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক হয় তার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাবিদ চিন্তাশীল প্রবীন লেখক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবের সুচিন্তিত গ্রন্থ 'জীবন-সৌন্দর্য'-এ।

জীবন কি করে সুন্দর হয়, জীবন থেকে কি করে অসুন্দরের দূরীকরণ সম্ভবপর তারই সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লেখক। প্রবন্ধ-গুলোতে ইসলামকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

আমাদের বাংলা ভাষাভাষী পাঠক, বিশেষ করে তরুণ সমাজ এ থেকে জীবন-পাথেয় সংগ্রহ করে আদর্শের যুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি। আর এ ভরসায়ই বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যাঁদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে এ আশা করব যে, তাঁরা এ থেকে কল্যাণ গ্রহণ করে আপন আপন জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে প্রয়াস পাবেন।

গত ১৯৮০ সালে বইটার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অল্প সময়ের ভেতরেই এর সমুদয় কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এতেই আমরা বইটার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে পারি। তা ছাড়াও, বাংলাদেশ স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে বইটা লাইব্রেরী ও প্রাইজ-বই হিসেবে অনুমোদন করেন। এই উভয় পরিস্থিতির জোর তাগিদেই বইটার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বইটা আগের মতো জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো।

—শেখ ফজলুর রহমান

www.pathagar.com

ভূমিকা

আজকের অশান্ত দুনিয়ায় মানুষের জীবনধারা এক অতি জটিল অনাদর্শের আবেগে তাড়িত। তার অতীত বর্তমানকে নির্দেশ দিতে ভুল করে, ভুল করে বর্তমান ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে। জীবনের চারপাশে এক বিভীষিকাময় হাহাকার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিগুলো ভুলে কেবলি স্থূল দৈহিক ও জৈবিক প্রেরণার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে। মানুষের বিদ্বেষ হিংসা জিঘাংসা ও জিজীবিষা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, জীবনে অবিশ্বাস, অস্বস্তি ও নৈরাশ্যই একমাত্র সত্য বলে দেখা দিয়েছে। কোথাও স্বস্তি শান্তি নেই, মানুষ বুঝেও অশান্তির বেড়াজালে পা দিয়ে বিপদ থেকে বিপদান্তরে, শঙ্কা থেকে শঙ্কান্তরে জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলছে। মানুষ যে মানুষ, আল্লাহ্‌র খলীফা, তাঁরই প্রতিনিধি একথা তার ভুলেও মনে করার অবকাশ নেই। জীবন যখন অসহনীয় সংগ্রামে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত তখন আশার বাণী কোথায়, তার খোঁজ করারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। বস্তুত সমস্যার যেখানে সমাধান নেই, কল্যাণময় সুকুমার বৃত্তিগুলোর পরিচর্যা কি সেখানে অবান্তর বলে মনে হয় না? জীবনের এহেন দুর্যোগমুহূর্তে স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ও তাঁরই উপর পূর্ণ নির্ভরতা মানুষের মঙ্গল ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসতে সহায়ক হতে পারে। আর একথাই ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ তার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলোতে। জীবনে দুঃখ থাকবে, থাকবে সংগ্রাম। জীবন যুদ্ধে মানুষকে জয়ী হতে হবে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কর্মে প্রযুক্ত হলে আদর্শের দিগ-দর্শন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কাজে ও কথায় মানবীয় আদর্শের স্বরূপটি তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থখানির প্রতিটি প্রবন্ধে। আমাদের নৈরাশ্যে নিপীড়িত তরুণ সমাজ এর মধ্যে চিন্তার খোরাক পাবেন, আর পাবেন পথের দিশা। 'জীবন সৌন্দর্য' সবার জীবনকে সুন্দর করার সহায়ক হোক এ কামনা করে আমরা গ্রন্থকারকে খোশ আমদিদ জানাই।

আ· জ· ম· শামসুল আলম

www.pathagar.com

০ তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, মানবজাতির জন্যই তোমাদের অভ্যুত্থান, তোমরা ভাল কাজে নির্দেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।

০ কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন চাইলে তা কখনো গৃহীত হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

০ যে তার আত্মাকে বিশুদ্ধ করে, সে-ই হবে সফলকাম আর যে একে কলুষিত করে, সে-ই হবে অকৃতকার্য।

—আল-কুরআন

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এ জীবন ও জগৎ উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি নয়। জ্ঞানের অনুশীলনীর মাধ্যমে সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করে ইহজীবন ও পরজীবনে শান্তির পথ খুঁজে পায় যে জীবন তা-ই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। সৃষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে জীবনেই হয়ে ওঠে সার্থক। রসূলে করীম (সঃ) যে বলেছেন ঃ তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্—আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও, এ কথার সার্থক রূপায়ণ সে জীবনেই সম্ভব যে জীবন শিক্ষার আলোকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ও পরহিতে নিয়োজিত। সে জীবনই সুন্দর জীবন। সে জীবনই মানুষের কাম্য। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও সাধনায় ও জীবনে সফলকাম হওয়ার জন্য ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনীযোগ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন 'জীবন সৌন্দর্য'। আলোচনায় অনেক কথার পুনরাবৃত্তি ইচ্ছাকৃত ও প্রাসঙ্গিক। উপস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব আমার। সুধী সমাজ ক্ষমার চোখে দেখে নির্দেশ দিলে পরবর্তী মুদ্রণে ভুল সংশোধনের সুবিধা হবে। চেষ্টা করেও মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো গেল না। বই খানি পড়ে কারো সামান্য উপকার হলেও শ্রম সার্থক মনে করব।

গ্রন্থ সৌন্দর্যের কৃতিত্ব স্নেহভাজন মঈনুল ইসলাম, আজিজুল ইসলাম ও শেখ ফজলুর রহমানের আর মুদ্রণ সৌন্দর্যের দায়িত্ব অনুপম প্রিন্টার্সের। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থখানি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঈদুল আদ্হা, ১৪০০ হিজরী
অক্টোবর, ১৯৮০ ঈসায়ী

কাজী দীন মুহম্মদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালার হাযার শোকর যে, 'জীবন সৌন্দর্য' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বিষয় বস্তুর পরিবর্তন না হলেও ভুল ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেছে। সুধী জন ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। এ সংস্করণটির অংগ-সজ্জা ও বহি-সৌকর্যের কৃতিত্ব গ্রন্থখানির প্রকাশক ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শেখ ফজলুর রহমানের। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আগের মতোই গ্রন্থখানির এ সংস্করণও পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করবে।

ঈদুল ফিতর, ১৪০২ হিজরী
সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ ইং

কাজী দীন মুহম্মদ
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

সূচী

সত্যনিষ্ঠা	১
ন্যায়পরায়ণতা	১৩
কর্তব্যবোধ	১৭
দায়িত্বজ্ঞান	২১
দয়া ও মহত্ত্ব	২৫
বিনয় ও নম্রতা	২৯
সহনশীলতা	৩৫
আত্মবিশ্বাস	৪১
দৃঢ়চিত্ততা	৪৫
ত্যাগ ও তিতিক্ষা	৪৯
প্রতিশ্রুতি	৫৩
আমানত	৫৮
সময়ানুবর্তিতা	৬২
ভ্রাতৃত্ব	৬৬
শৃঙ্খলা	৭৪
দেশ প্রেম	৮৫
নাগরিক কর্তব্য	৯০
মানবিক মর্যাদা	৯৪
সমাজ কল্যাণ	৯৮
সামাজিক দায়িত্ব	১০৩
সহযোগিতা	১০৭
বিরোধ মীমাংসা	১১১
সন্তানের প্রতি দায়িত্ব	১১৫
আর্তের সেবা	১২০
এতিমের প্রতি ব্যবহার	১২৪
প্রতিবেশীর প্রতি সেবা	১২৯
জাতীয় চরিত্র	১৩৩

www.pathagar.com

দুশমনের প্রতি ব্যবহার ১৩৭
আমাদের আচরণ ১৪২
কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য ১৪৮
বৈধ উপার্জন ১৫৩
শ্রম সাধনা ১৫৭
স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা ১৬২
আত্ম প্রদর্শনী ১৬৯
প্রতারণা ১৭৪
শিক্ষা ১৭৮
জীবন সৌন্দর্য ১৮৫
পরিশিষ্ট ১৯১
গ্রন্থপঞ্জী ১৯৩
উদ্ধৃতি ১৯৭

www.pathagar.com

জীবন সৌন্দর্য

www.pathagar.com

সত্যনিষ্ঠা

সত্যবাদিতা ঈমানের প্রথম ও প্রধান শর্ত। যেখানে সত্যবাদিতা নেই সেখানে ঈমান নেই, ইসলামও নেই। আমরা মুসলমান বলে দাবী করছি কিন্তু কজন সত্যবাদিতা জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি? যদি না করে থাকি তবে কি করে প্রকৃত মুসলমান, তথা প্রকৃত ঈমানদার হতে পেরেছি? দুনিয়ার যত পাপ মিথ্যা থেকেই উদ্ভূত হয়। মিথ্যায় মানুষকে মোহমুগ্ধ করে সত্যের আওতা থেকে দূরে নিয়ে যায়। আর সত্য তখন মিথ্যার আড়ালে গা ঢাকা দেয়। কুরআন দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ ওয়া লা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতেলে ওয়াতাকতুমুল হাক্কা ওয়া আনতুম তা'লামুন; তোমরা মিথ্যার সংগে সত্যের মিশ্রণ করো না এবং জ্ঞানতঃ তোমরা সত্য গোপন করো না। সত্য এবং সত্যের প্রকাশই মানব ধর্ম। মানুষ সত্য, সত্য তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক, সত্য তাঁর প্রেরিত কুরআন আর সত্য তাঁর রাসূল। সত্যই জীবন, অসত্যই ধ্বংস। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা প্রচার করা, যা নয় তা প্রমাণ করা, কেবল ধর্মের চোখেই অন্যায় নয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পদে পদে তার মিথ্যার ফ্যাসাদে নিজেকে এবং অপরকে জড়িয়ে সাধারণ জীবন ব্যহত করছে ও আল্লাহর সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। মিথ্যা ও মিথ্যা ভাষণ মানুষকে করে হেয়, আর মনুষ্যত্বের স্তর থেকে তা করে বিচ্যুৎ। মানবতার সেবায় সে হয় অকৃতকার্য, মনুষ্য সমাজে সে বাসের অনুপযুক্ত। মানুষ তার মাধ্যমে হয় সত্য জীবন থেকে প্রতারিত ও বঞ্চিত।

তাই আল্লাহতায়ালা মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। কুরআন বলেঃ লা'আনাতুল্লাহে 'আলাল কাযেবীন; মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। মিথ্যাবাদী আল্লাহর দুশমন, রাসূলের দুশমন, সমগ্র মানবতার শত্রু। সে মানব জীবনে অকল্যাণ নিয়ে আসে তার কর্মও অশুভ। একবার এক ব্যক্তি এসে নবী-করীম (সঃ)-

www.pathagar.com

এর নিকট নিবেদন করল যে, তাঁর চারটি কুঅভ্যাস আছে, চুরি করা, মদ খাওয়া, পরদার গমন আর মিথ্যা বলা। এ চারটির মধ্যে সে একটি পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছে। কোন্‌টি পরিত্যাগ করবে? হযরত তাকে মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করতে বললেন। কারণ, মিথ্যা বলায় মানুষের ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভে বিঘ্ন ঘটায়। যে মিথ্যা মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়, সে মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। অপর পক্ষে সত্য ও ন্যায় মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করে, মানুষের নৈতিক উন্নতির পথে সহায়ক হয়। মিথ্যা পরিত্যাগ করলে অন্যান্য কুঅভ্যাস এমনি দূর হয়।

একথা সত্য যে দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায় পথে চলা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু একথা ভুললে চলবে কেন যে মানুষ মনুষ্যত্ব বিকাশের চেষ্টা করে যাবে, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সব সাধনা নিয়োজিত করবে। এরই নাম মানব জীবন, সুন্দর জীবন। এর বিপরীত তো মানব জীবন নয়, তার নামতো বঞ্চনা ফাঁকি। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়ে নিজেকে এবং অপরকে ফাঁকি দিতে পারে না। তা করলে সে পশুর পর্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য। প্রতিপালক স্রষ্টার সামনে তখন সে কী বলে দাঁড়াবে, কী ভাবে মুখ দেখাবে? আল্লাহ্‌ তো সংগ্রামের জন্যই আমাদের পাঠিয়েছেন। হযরত যে বলেছেন ঃ তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ ঃ আল্লাহ্‌র গুণে নিজেকে বিভূষিত কর। এর তাৎপর্য হচ্ছে মানুষকে সাধনার দ্বারা মহত্বের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে হবে। পশুত্ব মানুষকে মিথ্যার সাহায্যে হেয়তা ও নীচতার নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌ তাই বলেছেন ঃ হে মানুষ তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহ্‌র বিধানে ন্যায় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছো না? এ সংগ্রাম মানেই অন্যায় অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

মানুষকে তার রিযক্‌ অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থাৎ পরিশ্রম করে তার নিজের জন্য ও তার অধীনস্থ সবার জন্য রিযক্‌ সন্ধান করবে। মিথ্যা শ্রম-বিমুখতার নামান্তর। আপনার পরিশ্রম আপনাকে যা আনতে সাহায্য করে, তার

www.pathagar.com

বেশী চাইলেই আপনাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা মানেই অমানুষের জীবন, তা কথায়ই হোক আর কাজেই হোক। আপনি মানুষ, আপনার মর্যাদা ফেরেশতারও উপরে। আল্লাহ্‌র পরেই আপনার স্থান। সেই আপনি কি করে মিথ্যা বলে নিজেকে নীচতর করতে পারেন? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আপনাকে তথা আপনার স্রষ্টাকে প্রতিপালককে হেয় করতে পারেন? আল্লাহ্‌ আপনাকে উদ্দেশ্য করে কি বলেছেন শুনুন: ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানুত্তা-কুল্লাহা ওয়াকুনূ মা'আস্‌ সাদেকীন; হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।

যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না তাদের কথাতো আছেই, যারা বিশ্বাস করে তাদের বলা হচ্ছে যেন তারা সত্যবাদীদের সঙ্গী অর্থাৎ সত্যবাদী হয়। কেন না মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে, সত্য মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে। মিথ্যায় মনুষ্যত্বের লোপ হয়, আর সত্যে হয় মনুষ্যত্বের পরিচর্যা, বিকাশ ও সমৃদ্ধি।

কুরআন আরো বলে: তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাক। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর শৈশবের সেই ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। ডাকাতের হাতে পড়েও, জীবন বিপন্ন করেও জীবনে বালক বয়স থেকেই মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করতে পেরেছিলেন বলেই মানব সমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হিসেবে চিরকাল সম্মান পেয়ে আসছেন। একথা সকলেই স্বীকার করেন: সত্যবাদিতা ও সত্য প্রকাশ মানুষকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত করতে সাহায্য করে, মিথ্যাবাদিতা ও মিথ্যার প্রশ্রয় শয়তানী বাড়িয়ে দেয়। মানুষ এক মিথ্যার প্রতিষ্ঠার জন্য আরো অনেক মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে থাকে, মিথ্যা আরো মিথ্যার জন্ম দেয়। এভাবে সামান্যতম মিথ্যা থেকে পৃথিবী মিথ্যাময় হয়ে ধ্বংসের পথ সুগম করে দেয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ব্যক্তি, পরিবার; সমাজ ও রাষ্ট্র সব স্তরে সকল প্রকার জীবনেই সত্যবাদিতা একটি মহৎ ও অপরিহার্য গুণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কোনদিন মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আর তার দ্বারা কারো কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ সাধন সম্ভবপর নয়।

www.pathagar.com

সত্যই আলো। এ আলোই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে সোজা সরল পথের দিকে নিয়ে যায়। যে সত্য-আলোর সন্ধান পায়নি তার কাছে ইহকাল পরকাল কিছুই সুস্পষ্ট নয়। অতএব অকটি অস্পষ্ট ধারণায় সে পরম সত্য স্রষ্টাকে কিভাবে বুঝবে? কাজেই সত্যই একমাত্র উপাদান যার সাহায্যে প্রকৃত স্রষ্টার উপলব্ধির ও মনুষ্যত্ব বোধের বিকাশের সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। এ পর্যায়ে পৌঁছুলেই আল্লাহর এ বাণী জীবনে কার্যকর হয়ঃ ওয়াকুল জাআল হাক্কু ওয়া-যাহাকাল বাতেলু; বল, (হে মুহম্মদ) সত্য এসেছে, অসত্য ধ্বংস হয়েছে। এইতো মানব জীবনের সাধনার চরম ও পরম পথ ও প্রাপ্তি। এ কথা চরম সত্য যে, জাতি গঠনে চরিত্রের প্রভাব অপরিসীম এবং চরিত্রের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ গুণই সততা। সততা মনুষ্য জীবনের এমন বৈশিষ্ট্য যা মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধনে অপরিহার্য।

চরিত্র মানব জীবনের মহামূল্য ভূষণ। চরিত্রহীন মানুষ নিজেকেই কেবল হীন জীবন যাপনে বাধ্য করে না, তার সংস্পর্শে যারা আসে তাদেরও জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। চরিত্র মানুষকে উচ্চাসনে উন্নতি করে। চরিত্র বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। দুনিয়ায় যত আদর্শ পুরুষ, যত কর্মী, যত মহান মনীষী নিজ নিজ কর্মফলে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য পথ প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্রগুণ প্রশ্নের ঊর্ধ্বে ছিল। আদর্শ পুরুষদের মহান চরিত্র যুগে যুগে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে ব্যক্তি জীবন তথা জাতির জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে কোন জাতির নব নব জাগৃতির যুগে এ ধরণের আদর্শ বিশেষ কার্যকরী হয়। ব্যক্তি চরিত্রের প্রভাবে সমগ্র জাতি তার জ্যোতির সন্ধান পায়। পথহারা জনগণ পথের দিশা পায়। সততা ও শ্রমশীলতা চরিত্র গঠনের অমোঘ অনুশীলনীয় দিক। মানুষ যেহেতু মানুষ তাই তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যত্ব বোধের অনুশীলনীরই অন্য নাম চরিত্র গঠনের অনুশীলনী। চরিত্র বলেই মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। আবার চরিত্রহীনতার দোষে মানুষ পশুরও অধম বলে বিবেচিত হয়, হয় অধঃপতিত।

www.pathagar.com

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ্‌র ফিতরাতে নিজেকে গঠন কর। আল্লাহ্‌র গুণাবলী মনে প্রাণে গ্রহণ এবং কার্যে পরিণত করার সাধনাই প্রকৃত মানবত্তার সাধনা। আর এ মানবত্তার সাধনার সোপানই হলো সততা। সততা যাঁর মধ্যে রয়েছে, যিনি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাঁর বিকাশে সচেষ্ট তাঁকেই বলি সৎ। সৎ হওয়া বা সৎ থাকা এবং সৎভাবে জীবন যাপন করা এক অতি কঠোর কাজ। যার চরিত্রবল ও পৌরুষ মিথ্যার বিরুদ্ধে, অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে, সে-ই প্রকৃত সত্য-জীবনে প্রতিষ্ঠিত। যা কিছু সুন্দর তাই সত্য, যা সত্য তাইতো সুন্দর। Truth is beauty, beauty is truth. মিথ্যা মানেই কুৎসিত কদাকার। সত্য মঙ্গলময়, মিথ্যা ক্লেদপূর্ণ তমসার আঁধার। মিথ্যার অন্ধকার থেকে সত্যের আলো আবিষ্কার করে তা থেকে পথের নির্দেশ গ্রহণ করা সাধনা সাপেক্ষ। সত্য চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সত্য প্রেম ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক জীবন কখনও বিপথগামী হতে পারে না। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেই সততা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সততা বিচ্যুৎ জীবন যে কেবল আদর্শ ও নীতি বিরুদ্ধ তাই নয়, তা জাতির জীবনকে নানাভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অনুতাপের বিষয়, আজ আমরা শিক্ষা, নীতি, ধর্ম সব আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়ে কেবল অর্থকরী চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। ধর্মাদর্শহীন শিক্ষা ও জীবনবোধের মূল্যমান সমাজের বিভিন্ন খাতে অসততার ক্লেদ বয়ে নিয়ে এসে জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে লক্ষ্যভ্রষ্ট কলুষিত।

ইসলাম মিথ্যাকে, কুৎসিতকে বর্জন করে সত্যকে, সুন্দরকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবন সত্যাদর্শের জীবন্ত প্রতীক। কোন প্রলোভন কিংবা শাস্তিই তাঁকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। যে সত্যের আলোকের সন্ধান একবার পেয়েছে সে মিথ্যাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। অসত্য অন্ধকার, সত্যই আলো। সত্যের প্রভাবে অসত্য ধ্বংস হতে বাধ্য। কুরআন বলে : সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হলে অন্যায় ব্যর্থ হয়ে যায়, অন্যায় এবং ব্যর্থতা সর্বত্রই হীন।

www.pathagar.com

সত্যের জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রাণ দিয়েছিলেন। সক্রেটিস বিষ পান করেছিলেন। হযরত আবদুর কাদের জীলানী (রহঃ) সত্যভ্রষ্ট হননি বলেই পরবর্তীকালে তিনি কেবল নিজেই বিখ্যাত হয়ে যাননি, সমগ্র মানবতার জন্য আদর্শ পুরুষ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আমাদের জীবনেও তেমনি সত্যের আদর্শ গৃহীত না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার. অন্ধকার আগামী দিনের নাগরিকদের ভবিষ্যৎ। আজ সব ক্ষেত্রে অসাধুতার চরম প্রকাশ দেখেও আমাদের লজ্জা হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষায়, ব্যবসায়, শিল্প, চাকুরী, সমাজ সেবা, গণ উন্নয়ন যে কোন দিকেই তাকাইনা কেন, কে কাকে ফাঁকি দিয়ে বেশী লাভ করতে পারে তারই একটা অন্ধ প্রতিযোগিতা চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা কারো নেই। জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে, এ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, লজ্জার কথা, নৈরাশ্যের কথা। যতদিন জাতি সত্য ও ন্যায়ের পথে না চলবে ও সে পথের অনুশীলনী না করবে, ততদিন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও পরিশীলন তথা জাতির সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আধুনিক সভ্যতার চরম সাফল্য আর্থিক উন্নয়ন বিধানের সঙ্গে সঙ্গ মানসিক উন্নতির সমন্বয় সাধিত হলেই, তরুণ প্রাণে সত্যের আলোক বর্তিকা জ্বলে উঠলেই, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতির মঙ্গল।

সত্যবাদিতা ও সততা সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইন্নি জা'য়েলুন ফীল আরদে খালীফা। মানুষকে তিনি তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করেছেন। মানুষের মর্যাদা কত বড় তা এ থেকেই বোঝা যায়। জ্বিন ও ফেরেশ্‌তার চাইতেও মানুষের মর্যাদা বেশী। মানুষকে এ সম্মানে ভূষিত করেছেন আল্লাহ্‌তায়ালা কী গুণে? আল্লাহ্‌র যে সব ফিৎরাত বা গুণ রয়েছে, সে সব গুণ আমাদের মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। আল্লাহ যেমন মানুষকে কতগুলো মানবীয় গুণ দিয়ে তৈরী করেছেন, তেমনি কতগুলো পাশবিক গুণও দিয়েছেন। পাশবিক গুণগুলো থাকা সত্বেও সেগুলোকে দমন করতে হবে, সংযত করতে হবে। নিজেকে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত করার চেষ্টাই প্রকৃত সাধনা।

www.pathagar.com

মানুষ যেহেতু মানুষ, যেহেতু তার মধ্যে রয়েছে মানবীয় গুণাবলী আর তার বাইরের ও অন্তরের জগতে রয়েছে কতকগুলো পশু প্রবৃত্তি সেই হেতু আল্লাহ্ বলেছেন : লেমা তাকুলূনা মা লা তাফ'আলূন ; তোমরা যা করনা তা কেন বল ? আল্লাহর সৃষ্ট বান্দাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। তাই ধূলি মলিন এ সংসারের পাপ থেকে রক্ষা করার, পরিচ্ছন্ন করার ইচ্ছাও তাঁরই। তিনি চান যে, মানুষ তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে পরিচ্ছন্ন পবিত্র হয়ে আসুক। নিষ্কলুষ নির্মল হওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের জন্য কতকগুলো কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সে পথই ঈমানের পথ। আল্লাহ্তে ঈমান আনলেই মানুষকে হতে হবে সত্যনিষ্ট আর ন্যায়পথাবলম্বী। সত্যই সুন্দর আর চিরস্থায়ী। যা মিথ্যা তা অসুন্দর এবং বুদবুদের মতই ক্ষণ-স্থায়ী। তাই সত্যিকার মানুষের সাধনা সুন্দর সৃষ্টির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যই নিয়োজিত হয়ে, সৃষ্টির সৌন্দর্য পালনেই হবে ব্রতী।

মিথ্যা মানেই কু, অসৎ, ঘৃণ্য। তা কখনই সৃষ্টির পরিপোষক নয়। তাই আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে, তাঁর সত্য সুন্দর রাজ্য কায়েম করতে হলে মানুষকে সত্যের অনুসারী হতে হবে। সে জন্যই বলা হয় সততাই উত্তম পথ, Honesty is the best policy. সমাজ ব্যবস্থায় সত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। সত্য ব্যক্তিকে করে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, মানসিকতায় এনে দেয় জান্নাতি প্রলেপ। আর মিথ্যা ব্যক্তিকে করে নীচ, মানসিকতায় আনে দোজখের বিভীষিকা। ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন হয় সমাজ জীবনে। সমাজ সত্যের আলোকে হয় উদ্ভাসিত। আর মিথ্যার কালিমায় হয় কলুষিত। মিথ্যার পশুত্ব মানুষকে হেয়তার নীচতার নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। ইসলামের নির্দেশ : হে মানুষ তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্র পথে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম কর।

এ সংগ্রামের অর্থইতো অন্যায় অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেন : ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলে ওয়াল ইহ্সান ; নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার বা ইনসাফ ও ইহ্সান বা সৎ ব্যবহার করার জন্য আদেশ করেন। তাই আমাদের কথায় ও কাজেও সত্যবাদী সৎ হতে হবে। কখনো মিথ্যা কথা

www.pathagar.com

বলবো না। আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন না। রাসূল (সঃ) বলেন ঃ কুলিল হাক্কা ওয়ালাও কানা মুররান, তিক্ত হলেও সত্য বল। তিনি আরো বলেন, সত্য বলতে দ্বিধা করো না যদি তা তোমার পরম আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়।

সমাজে বাস করতে হলে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হয়। অন্যথায় সমাজ চলে না। আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেন ঃ উমেরতু আন 'আদালা বাইনাকুম ; আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সততা মানেই সরলতা। যা সত্য তাতে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। সততা ঈমানের প্রধান শর্ত। সততা যেখানে অনুপস্থিত সেখানে ঈমানও গরহাজির। অতএব ঈমান যেখানে নেই ইসলামও সেখানে নেই। কিন্তু আমরা কয়জন সত্যবাদিতা ও সততা জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি, সত্যিকার মুসলমান হতে পেরেছি? দুনিয়ার মিথ্যার আপাতঃ মধুর চাকচিক্য আমাদের মোহমুগ্ধ করে সত্যের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মিথ্যায় অন্তর কলুষিত হয়, সত্যের আলো বিদূরিত হয়। কুরআন তাই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে ঃ তোমাদের অন্তর কলুষিত করোনা। আমরা একথা পালনে কতখানি সমর্থ হয়েছি? অসত্য কথা বলা, অসৎ কাজ করা ও অসৎ পথে চলা কেবল নীতির চোখেই অন্যায় নয়, লৌকিক জীবনেও গর্হিত। সর্বত্র মানুষ মিথ্যার পাঁকে পড়ে সাধারণ সুন্দর জীবন ব্যাহত করছে, আর সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে।

ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বুল কাযেবীন, আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে ভালবাসেন না। মিথ্যাবাদীও অসত্যাচরণকারী আল্লাহ্র দুশমন। মিথ্যা মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটায়. অকল্যাণ নিয়ে আসে। জালিয়াতি. জুয়া-চুরি, প্রবঞ্চনা সবই মিথ্যার নামান্তর। ব্যবসায় বাণিজ্যে কাজে কর্মে কাউকে কথা দিয়ে কথা না রাখা, ঠকানো, মন্দ জিনিষ ভাল বলে চালানো, এ সবই অসততার লক্ষণ। অসততা দূরীভূত হলেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জুলুম ও স্বার্থপরতা মানুষকে মিথ্যা ও অসৎ পথের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। অসৎ পথ ত্যাগ করলেই পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণা আসবে। আর

www.pathagar.com

তখনই মানুষ নিজেকে পশুত্বের উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারবে। পরস্পর হানাহানি কাটাকাটি দূরীভূত হবে, দূর হবে ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রতিষ্ঠিত হবে ভালবাসা, প্রীতি ও প্রেমের তথা প্রকৃত মানবতার। আর এ-ই ইসলামের কাম্য।

সত্যই সৌন্দর্যের উৎস আর সৌন্দর্যই জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। সত্যই জীবনকে মিথ্যা থেকে পৃথক রাখে, অন্যায় অসুন্দর থেকে আলাদা করে। সত্যই প্রকৃত জীবনমুখী গুণ। আমরা মুসলিম ও মুমিন বলে দাবী করছি কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে সত্য কতখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি? সত্যকে যদি জীবনের সবকাজে গ্রহণ করতে না পারি, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে যদি মিথ্যা ও অসত্য এসে আচ্ছন্ন করে দেয় সরল সহজ জীবনের পথ, তাহলে আমরা প্রকৃত মুসলিম বা প্রকৃত মুমিন হতে পারব না।

দুনিয়ার যত পাপ, দুর্নীতি ও অসুস্থ সামাজিকতা সবই অসত্য থেকে উদ্ভূত। সবই অসত্যকে আশ্রয় করে অসত্যের পরিণতিতে পর্যবসিত। মিথ্যা মানুষকে মোহমুগ্ধ করে। সত্যের আওতা থেকে দূরে নিয়ে যায়। জীবনকে সত্যের, কল্যাণের পথে পরিচালিত না করে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তাই মিথ্যা সর্বতোভাবে পরিবর্জনীয়। সত্য আলো অসত্য অন্ধকার। সত্যই কল্যাণ অসত্য অকল্যাণ। সত্য মিথ্যা পরস্পর এমনভাবে পাশাপাশি রয়েছে যে, তাকে পৃথক করতে সত্যান্বেষী দৃষ্টিশক্তির পরিচর্যা ও অনুশীলনীর প্রয়োজন। সত্যান্বেষী দৃষ্টি সৃষ্টির জন্যে অশেষ আয়াস স্বীকার করে সাধনা করে অসত্য থেকে সত্যকে আলাদা করে নিতে হয়। সত্য মিথ্যার আড়ালে গা ঢাকা দিলে সত্য অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। সত্যের আবিষ্কারের চেষ্টাকে বলব মৌল গবেষণা। জীবনে সরল এবং সুন্দর পথে চলার জন্য যেমন প্রয়োজন সত্য অবলম্বনের, তেমনি প্রয়োজন মিথ্যা থেকে সত্যকে ফারাক করে তাকে বিশেষ ভাবে গ্রহণের।

সত্য ও সত্যের প্রকাশই মানব ধর্ম। মানুষ সত্য, সত্য তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সত্য তার কুরআন আর সত্য তার রাসূল। সত্যে

www.pathagar.com

আল্লাহ্, অসত্যে শয়তান। মিথ্যা বলা, মিথ্যাকে সত্যবলে প্রমাণ করা, মিথ্যা প্রচার করা, নীতি বিগর্হিত। মিথ্যাচারী আল্লাহ্-তায়ালার হুকুম বা নির্ধারিত নিয়মের ব্যতিক্রম করে নিজের উপর জুলুম করে, তার সীমা লঙ্ঘন করে। সত্য ভাষণ ও সত্যের প্রকাশ মানুষের মনুষ্যত্বকে করে উন্নত তাকে পশুত্বের স্তর থেকে তুলে নেয় মনুষ্যত্বের স্তরে। আল্লাহ্ ও বান্দার হক আদায়ে সে হয় পথপ্রাপ্ত। মানবতার কল্যাণ সাধনায় সে হবে কৃতকার্য। মানুষের সমাজে সে হয় বাসের উপযুক্ত। মানুষ তার দ্বারা অকল্যাণের প্রভাব মুক্ত হয়ে কল্যাণের প্রভাবে হয় উদ্ভাসিত, নিজের ও পরের জীবনে বয়ে আনে মঙ্গল, সৌন্দর্য। আল্লাহ্ তায়ালা এ ধরনের সত্যবাদীদের করেছেন আশীর্বাদ। তাদের উপরই আল্লাহ্র রহমত। সত্যবাদী, সত্য-পরায়ণ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সমর্থ। মিথ্যাচারী সমগ্র মানবতার শত্রু সে মানব জীবনের অকল্যাণের বাহক। তার আচরণ, তার সব কর্মই অশুভ। মিথ্যা মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করে। মানুষের মনুষ্যত্ব লাভে বিঘ্ন ঘটায়। মিথ্যা মানুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হয়। তাই তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অপর পক্ষে সত্যনিষ্ঠা মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে মানবতার কল্যাণে, দেশ ও দশের মঙ্গলে নিয়োজিত করতে সাহায্য করে। মানুষের নৈতিক উন্নতির পথ হয় সহজ। তাই সত্যের জন্য সাধনাই প্রকৃত সাধনা, মনুষ্যত্বের সাধনা।

সত্যের উপলব্ধি করা ও তার পরিচর্যা করে নিজেকে সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মিথ্যার কলুষ থেকে মুক্ত জীবন যাপন করারই নামান্তর সত্য সুন্দরের সাধনা। এ সত্যের সন্ধান মানুষের পথ প্রাপ্তির সহায়ক হয়। বিশ্বাসে ও আকীদায় ফিরিয়ে এনে জ্ঞানের মাধ্যমে, যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির মাধ্যমে একে প্রতিষ্ঠিত করবে। মন-মস্তিষ্ক বিবেক বুদ্ধি ও প্রাণের পরশে সত্য হয়ে উঠবে উজ্জ্বলতর মহিমময়। তাই জ্ঞানবান জ্ঞানের সাধনার উপর জোর দিয়েছেন। জ্ঞানই মুক্তি, অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাই জ্ঞানের সাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি করে জ্ঞানে ও প্রাণে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনকে নতুন আলোকে উজ্জ্বল করে তোলা মুমিনের কাজ। বিশ্বে শান্তি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করতে হলে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান করা এবং হাযার অবাঞ্ছিত হলেও সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই মুমিনের কর্ম। তবেই সে সত্যিকার মানুষ নামের উপযুক্ত। মুমিন ও মুসলিম আর অমুমিন ও অমুসলিম নামের পার্থক্য এখানেই। সত্যের সংগ্রাম সাধনায় মুসলিম আর মিথ্যার নিষ্ক্রীয় বিলাস-বিহারে অমুসলিম। এ-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত জীবন বিধান।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ বিশ্বাস ঘাতকতা ও মিথ্যা-বাদিতা এ দুটো ব্যতীত মুমিনের জীবনে অন্যান্য দোষ আসতেও পারে। সত্য ও অসত্য একত্রে থাকতে পারে না। মুমিনের মধ্যেও তাই মিথ্যা আসতে পারে না। আল-কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোতেই ধর্ম নেই। প্রকৃত ধার্মিক সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্, আখেরাত, ফেরেশতা, আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই ভালবাসায় প্রণোদিত হয়ে নিকট আত্মীয় এতিম দুস্থ পরিব্রাজক দরিদ্র ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করে, সালাত কায়েম করে, যাকাৎ দেয়, প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করে এবং বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করে। এরাই সত্যবাদী। হযরতের কথায় যার হৃদয় পবিত্র ও রসনা সত্যবাদী সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো বলেন ঃ কবীরা গুনাহের মধ্যে নিকৃষ্ট গুনাহ হলো আল্লাহ্র সংগে কারো শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা বলা। কাজেই এহেন মিথ্যা জীবন থেকে সর্বতোভাবে পরি-বর্জনীয়। জীবনকে মিথ্যা-মুক্ত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্য জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে। কারণ তখনই জীবনের সব ত্রুটি চরিত্রের সব গ্লানি সরে গিয়ে জীবনকে নির্মল ও পবিত্র করে মানবীয় গুণের অনুশীলনীর সুযোগ এনে দিবে। সত্যবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠা ব্যতীত জীবন অসার। এ জীবনে সত্য ও সততা গ্রহণ করতে পারলেই সৎজীবন যাপনে সমর্থ হবো। আর তখনই কলুষমুক্ত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয়ে সৎ সমাজ ও সৎ জাতি গঠনে আত্ম নিয়োগ করতে পারব। আর সে সত্য জীবনই আল্লাহ্ ও তার রাসূলের কাম্য। রাসূল (সঃ) বলেন ঃ সত্যই পবিত্রতা আর পবিত্রতা জান্নাতের পথ প্রদর্শক। লোকমান হেকীমকে জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করা হয়েছিল : আপনার সম্মান অর্জনের উৎস কি ? তিনি জবাবে বলেছিলেন : সত্যবাদিতা, আমানত আদায় ও অনাবশ্যক দ্রব্য বর্জন। খাঁটি মানুষ হতে হলে সত্যকে জীবনের সবক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে। সত্য জীবনের সব স্তরে সব কাজে প্রয়োগ করলে মিথ্যা দূরীভূত হবে। জীবন থেকে মিথ্যা সরে গেলে আলোময় জীবনের অধিকারী হওয়া যাবে। মিথ্যার অন্ধকার দূর করে সত্যিকার মানবতার ঔজ্জ্বল্য অন্তরে প্রবেশের স্থান করে দেওয়ার সাধনাই আধ্যাত্মিক সাধনার নামান্তর। অধ্যাত্ম সাধনার মৌল সত্যই হলো অতীতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমান উজ্জ্বল হয়ে অন্তরে বিভাসিত হবে এবং তারি আলোকে নিজেকে এবং পরম আরাধ্যকে চিনে নিতে পারব। সে জন্যই বলা হয়েছে : মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু ; যে নিজেকে চিনেছে, সে-ই তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে জানতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা

মানুষ একই আদমের সন্তান। দেশ কাল পাত্র ভেদে কেউ কালো কেউ ধলো, কেউ বড়ো কেউ ছোট, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ উঁচু কেউ নীচু, কেউ শাসক কেউ শাসিত। কাজেই সাদা কালোর ভেদাভেদ, উঁচু নীচুর প্রভেদ, বড় ছোটর ও ধনী গরীবের পার্থক্য বলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু নেই। ভেদাভেদ মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম। আল্লাহ্ সব মানুষকে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কবি বলেছেন ঃ

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা।

মূলতঃ মানুষ সমতুল্য, কেননা, তাদের বাবা আদম এবং মা হাওয়া। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ভাল লোক যে আল্লাহর পথে চলে, আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত; যে সৃষ্টির সেবায় আত্ম নিয়োগ করে জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে পেরেছে। আল্লাহ্ সত্য ও সুন্দরকে ভালবাসেন ন্যায় ও ধর্মকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ সে-ই প্রকৃত ধার্মিক যে আল্লাহ্র প্রিয়, আর আল্লাহর প্রিয় সে-ই যে সৎপথে চলে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় ও আদর্শের পরিশীলনীর জন্য, অসত্য অসুন্দর ও অন্যায়কে দূর করার জন্যই মানবের সব সাধনা সব চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। আমরে বিল মা'রুফ ও নিহি আনেল মুনকার, সৎকর্মে উৎসাহ ও গর্হিত কাজে বাধা দেওয়া আল্লাহ্র কাছে প্রিয়। বলা হয়েছে ঃ ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলে ওয়াল ইহসান ওয়াইতায়ে যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনেল ফাহ্শায় ওয়াল মুনকারে ওয়াল বাগায় ইয়া'য়েযুকুম লা'য়াল্লাকুম তাযাক্কারুন; আল্লাহ ন্যায় বিচার ও পরোপকারের নির্দেশ দিয়েছেন, এবং নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনকে আর্থিক সাহায্য দানের আদেশ দিচ্ছেন আর অশ্লীল অনর্থ কাজ করতে মানা করছেন; আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

www.pathagar.com

কাজেই আল্লাহ্‌র আদেশে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় কুৎসিত ও অসুন্দর দূর করতে হবে। সমাজের কৃত্রিম বাধা সরিয়ে দিয়ে সোজা সরল পথে চলা, নিজেও সত্য সুন্দর শান্তির পরিচর্যা করা, অপরকে ও তার সুযোগ দেওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। অপরের ও নিজের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করলে কেউ অন্যায় ও অবিচারের প্রশয় দিতে পারেনা। আর তা করলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে, তাতেই হয় সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। অন্যায় ও অসুন্দর হয় দূর। বর্ণ বা বংশ মর্যদায় কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না, যার যার কর্মে ও পরিশীলনীতে সত্য তথা সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মেই মানুষের সত্যিকার পরিচয়। আমি কি সেটাই বড় কথা নয় আমি কি করছি, কি ভাবে করছি সেটাই বড় কথা। জীবন সুন্দর করার জন্য যে চেষ্টা করবে সে-ই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষ। জীবনে কত-খানি ভোগ করা গেল তা নয়, কতখানি ত্যাগ করতে পারা গেল তারই মাপকাঠিতে ভদ্র ও অভদ্রতার মূল্যায়ণ হবে। বড়ত্ব ও মহত্ব সেখানেই আপনাকে গৌরবের আসনে বসায় যেখানে নিজের স্বার্থকে ছোট করেও পরের প্রতি বিবেচনাকে বড় করে দেখা হয় এবং মিথ্যা আভিজাত্য বা ভণ্ডামীর ভড়ং মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। কবি যে বলেছেন ঃ

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও

—এ-ইতো সভ্যতার সংজ্ঞা, সংস্কৃতির সংজ্ঞা, ভাল মন্দের পার্থক্যের নিয়ামক।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে ন্যায় ও অন্যায় কোন দিন পাশাপাশি থাকতে পারে না। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনদিন সন্ধি হতে পারে না। আলো ও আঁধার কোন দিন একই স্থানে বিরাজ করতে পারে না। যদি অন্যায় ও অসত্যকে দূরীভূত করা না যায়, তবে তা সত্যকে একদিন গ্রাস করে ফেলবে। তাই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের

www.pathagar.com

আপোষহীন সংগ্রাম আজীবন চলেছে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন অবাঞ্ছিত কিছু দেখে, তখন তার উচিত নিজ হাতে তার প্রতিকার করা, যদি সে তাতে অক্ষম হয়, তবে তার উচিত অন্ততঃ মুখে তার প্রতিবাদ করা, যদি তাতেও সে অক্ষম হয়, তবে সে অন্তরের সঙ্গে তা ঘৃণা করবে। কিন্তু এ শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ ঘৃণা করা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক অর্থাৎ হাতে ও মুখে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ।

ন্যায় বিচার করতে গিয়ে আপন পর বিবেচনা করলে চলবে না। বিচারের চোখে ন্যায়ের চোখে, আপন পর, ধনী দরিদ্র, রাজা ভিখারী ভেদাভেদ নেই। একবার একটি স্ত্রীলোক চুরির অপরাধে হযরত রাসুল করীম (সঃ) এর নিকট নীত হয়। হযরত (সঃ) আল-কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তার হাত কাটার হুকুম দেন। তখন একজন সাহাবী বললেন ঃ মহিলাটি ভদ্র ঘরের, তাকে দয়া করে রেহাই দিন। হযরত তার উত্তরে বললেন ঃ কখ্খনই না, আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, আমি তার হাত কাটার হুকুম দিতাম। আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে আমার হুকুম চলবে না। অর্থাৎ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় অন্যায়ের সাথে কোন আপোষ নেই। এ-ই ইন্‌সাফ। ইসলামের ইতিহাসে ইনসাফের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর একটি ঘটনা ঃ মুসলমানগণ সবেমাত্র মিশর দখল করেছেন। শাসনকর্তা আমর বিন আস। বিজয়ী মুসলমানেরা অতি উৎসাহে ঢিল ছুঁড়ে রাজপথের মোড়ের যীশু-মূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে বলে একজন পাদ্রী তাঁর কাছে নালিশ জানালেন। আমর মূর্তির বদলে মূর্তি তৈরী করে দিতে চাইলেন। পাদ্রী তাতে রাজী হলেন না। তার দাবী নাকের বদলে নাক। আমর যীশু-মূর্তির নাকের বদলে নিজের নাক দিতে চাইলেন। যখন প্রকাশ্য জনতার সামনে আমর নিজের নাক কেটে দিতে প্রস্তুত, তখন এক যুবক এসে আরজ করল ঃ কাল যীশু মূর্তির নাকের ডগায় একটি পাখী দেখে তাকে তাড়ানোর জন্য তীর ছুড়েছিলাম, আর তাতেই নাকটি ভেঙ্গে যায়। যীশু-মূর্তির নাকের বদলে যদি মানুষের নাকই

www.pathagar.com

নিতে হয় তবে আমার নাকই নিন আমিই অপরাধী। পাদ্রী মুসলিম শাসক ও মুসলিম তরুণের এ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ক্ষমা করলেন। এ-ইতো প্রকৃত ইনসাফ। প্রকৃত মুসলমান কখনো অন্যায় বিচার করতে পারে না। ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতে পারাই, সত্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে পারাই ইসলামী প্রেরণার উৎস। সে-ই প্রকৃত মোমেন, যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। কবি সত্যি বলেছেন ঃ

সেই ত্যাগী বীর
বুকের রুধীর
হেলায় যে দিতে পারে।

ন্যায় ও নীতির জন্য, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও কার্পণ্য করে না। কেউ খুশী হলো কিংবা কেউ বেজার হলো, সেদিকে তাকিয়ে নয়, কর্তব্যের দিকে তাকিয়ে, ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য করে কর্মে নিযুক্ত হতে হবে।

বাদশাহর সন্তানকে পরাভূত করে সামান্য প্রজার সন্তানও পুরস্কার পেতে পারে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের দরবারে। যারা অন্যায় করে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী আর সীমা লঙ্ঘনকারী যালেম। আল্লাহ্ যালেমদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন। যেটি যেখানে রাখার সেটি সেখানে রাখারই নাম ন্যায়। আর ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাই মানুষকে মানুষ করে তোলে। সীমা লঙ্ঘনকারী হয় অমানুষ। হিংস্রতা কুটিলতা তথা সর্বৈব মিথ্যাই অন্যায়ের জন্মদাতা। অন্যায় দূর করা মুমিনের কর্তব্য।

www.pathagar.com

কর্তব্যবোধ

কর্তব্য কথাটির তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। একে বিশেষ সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করা চলেনা। মানুষের জীবন ধারণের জন্যে যা কল্যাণকর, যার পরিচর্যা ও পরিশীলনীতে আত্মপর সবার জীবন যাপনের পথ হয় সুগম সহজ সরল তা পালন করার নাম কর্তব্য। মানুষ জ্ঞানের অনুশীলনী করে ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে নিয়ে সে পার্থক্যের মর্যাদা অনুযায়ী কথায় ও কাজে কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অকল্যাণ ও অন্যায়ের দূরীকরণের চেষ্টা করবে, এ-ই তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যার জ্ঞান যত বেশী তার কর্তব্যবোধ তত তীক্ষ্ণ। একটি ইতর জীব অপর একটি ইতর জীবের হিত সাধন করার চেষ্টা নাও করতে পারে, পরের জন্য আত্মত্যাগ নাও করতে পারে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। তার বিবেক বুদ্ধি মন ও মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে সে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়, পরের স্বার্থের খাতিরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। পরের কল্যাণ সাধনায় সে হয় ব্রতী। আর এ-ই হলো ইনসানিয়াৎ, মানবতা। পশুরমতো খেয়েপরে তুষ্ট থাকার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। সে খেয়ে পরে বেঁচে অপরের খাওয়া পরা এবং বাঁচা সম্বন্ধেও ভাববে, এ-ইতো আদর্শের কথা। সে যেহেতু মানুষ, এবং সামাজিক মানুষ সেহেতু সে নিজের কথা এবং নিজের মতোই পরের কথা দশের কথা দেশের কথা তথা বিশ্বজনের কথা ভাববে। তাদের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে, প্রস্তুত থাকবে। তবেইতো সে হবে মানুষ নামের উপযুক্ত, আল্লাহ্‌র খলীফা। সৃষ্টির জন্য এই যে ভাবনা ও চিন্তা কার্যতঃ এ ভাবনার রূপায়নই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোচ্চ সোপান। এরই নাম খেদমতে খাল্‌ক, সৃষ্টির সেবা। বুজোর্গানে দীন বলেছেন : তরিকত বজুয খেদমতে খাল্‌কে নিস্ত, এ দুনিয়ায় মানব সেবা ছাড়া কোন ধর্মীয় পথ নেই। পরের হিতের জন্য এই যে আত্ম জাগৃতিবোধ এরই উৎস হলো কর্তব্যবোধ। এ কর্তব্যবোধে উজ্জী-

www.pathagar.com

বিত যে প্রাণ তারই পক্ষে বিশ্ব সেবা, সৃষ্টির সেবা সব সেবা সম্ভব। এ বোধে প্রতিটি মানুষকে, সমাজের প্রত্যেককে উজ্জীবিত হয়ে ওঠতে হবে। এ বোধকে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার জন্যই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে ঃ আমর বিল মারুফ ওয়া নিহি 'আনিল মুনকার, সৎকাজে আদেশ ও উৎসাহ দান ও মন্দ কাজে নিষেধ করা ও বাধা প্রদান। এগুণটি মানব জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে।

কর্তব্যবোধ যার যত বেশী তিনিই তত কর্তব্যনিষ্ঠ। কর্তব্যনিষ্ঠা বা কর্তব্যপরায়ণতা মানব চরিত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, একে অন্যের প্রতি দরদী মনের পরিচয় দিবে। আল্লাহ্‌র অবদান দেহের প্রতি যত্ন নেবে, মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র পরিবার সবার সুখ-সুবিধা বিধানে তৎপর হবে, সমাজে অচল পঙ্গু অঙ্গহীন নিঃস্বের প্রতি দয়া দেখাবে, এইসব মানুষ হিসেবে তার কর্তব্য। মুরব্বী গুরুজন, ওস্তাদ এ সবের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ সৌজন্য প্রকাশ তার অন্যতম দায়িত্ব। সত্য পালনে তৎপর হওয়া ও মিথ্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া জীবনের এক গুরু কর্তব্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও সমাজের কল্যাণের হেতু যার ওপর যে কর্তব্য ন্যস্ত রয়েছে, সে কর্তব্য যথাযথ পালনে প্রকৃত ধর্ম নিহিত রয়েছে। যিনি তার সব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত তিনিই কর্তব্যপরায়ণ হতে চেষ্টা করেন। আর সে চেষ্টা থেকেই তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা তাকে কর্তব্যপরায়ণতায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তোলে। কর্তব্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হলে, কর্তব্যকর্মে শিথিলতা দেখা দিলে, চরিত্রহীনতা দেখা দেয়, তা থেকে ক্রমশঃ মানুষ নীচে নামতে নামতে 'আসফালা সাফেলীন' অধঃপাতের নিম্নতম গহ্‌বরে অবনমিত হয়।

যে জাতির কর্তব্যবোধ যত প্রবল, সে জাতি তত উন্নত। যে জাতি যত কর্তব্যপরায়ণ, সে জাতির শক্তি তত বেশী। কারণ নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলা দেশাত্মবোধ এসব গুণের উৎস এ কর্তব্যপরায়ণতা। কর্তব্য-পরায়ণতা যখন কোন জাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যরূপে ফুটে উঠে ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তখন সে জাতি বিশ্বের দরবারে অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা ও অচিন্তিত পূর্ব সম্মান লাভ করে।

www.pathagar.com

কর্তব্যের প্রয়োজনে ঝড় ঝন্‌ঝা, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যে নাবিক নির্দিষ্ট পথে চলেছে, যে শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, যে কর্মী ব্যক্তিগত শান্তি ও সুখের কথা ভুলে গিয়ে জনহিতে জেগে উঠেছে, তাদের কর্তব্যপরায়ণতাই তাদের ব্যক্তি, দেশ ও জাতির উন্নতির সহায়ক হয়। বাড়ীর সামান্য কাজের 'সহায়ক' থেকে আরম্ভ করে দেশের সর্বোপরি কর্তা পর্যন্ত সবাই যদি যার যার কর্তব্য সম্বন্ধে সজ্ঞান হই, তাহলে কামিয়াবী সুনিশ্চিত।

আল্লাহ্‌ তা'আলা যে বলেছেন ঃ আনতুমুল 'আলাওনা ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি মুমিন হও তাহলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দাঁড়াতে পারবে। ঈমান সৃষ্টি স্রষ্টা নসীব কুরআন রাসূল ফেরেশতা পুরস্কার ও আযাব এ সবের ওপর বিশ্বাস করে, মানুষ যে সবার ওপরে, তার ওপরে আল্লাহ্‌ ছাড়া যে আর কেউ নেই, আর সবাই যে তার নীচে এ কথাই মরদে মুমিনের, কঠোর বিশ্বাসীর কর্তব্যের নিয়ামক। আমি ভালমন্দ বুঝি, কিন্তু মন্দের দূরীকরণ ও ভালোর প্রতিষ্ঠা করণের জন্য জিহাদ করার মনোবৃত্তি না থাকলে আমার কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুতি ঘটল। কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে এ অতি গর্হিত কাজ।

সমাজের প্রত্যেকের যথাযথ প্রাপ্য সবাইকে দিতে হবে। রাজার প্রাপ্য রাজাকে, বন্ধুর প্রাপ্য বন্ধুকে, ভাইয়ের প্রাপ্য ভাইকে, সমাজের প্রাপ্য সমাজকে, দেশের প্রাপ্য দেশকে পুরোপুরি দিলেই বলতে পারি, কর্তব্য সম্পাদিত হলো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বস্তুতঃ এখানে কর্তব্য নিষ্ঠার শুরু। নিজের প্রতি, সৃষ্টির প্রতি সমাজের প্রতি স্রষ্টার প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে। সে কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র পথে ন্যায়ের পথে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত না হলে আমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও কর্ম বিপরীত ফলদান করবে আর তা অন্যায়ের অমঙ্গলের পথে চালিত হলেই অন্যায় ও অসুন্দরের প্রশ্রয় দেওয়া হবে। অথচ মানুষ হিসাবে মানুষের চরম কর্তব্য হচ্ছে মিথ্যা ও অসুন্দর দূর করে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বস্তুতঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ কর্মে প্রযুক্ত হলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনায় জয়যুক্ত হতে পারি।

আমরা যদি প্রত্যেকেই যে যার কর্তব্য কর্মে স্থিরচিত্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই, তবে এ দুনিয়া থেকে অনেক অশান্তি সহজে দূরীভূত হতে পারে। অথচ আমরা প্রায় সবাই কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে থাকি। এ যে কত গর্হিত কাজ তা বুঝবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা লক্ষ্য করিনা যে, আমার সামান্য অবহেলা বা উদাসীনতার দরুন কত লোকের কত ক্ষতি হতে পারে। আমি সামান্য একজন বাস ড্রাইভার। আমার সামান্য অবহেল্যর জন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল বা গন্তব্য স্থলে পৌঁছুতে মাত্র পাঁচ মিনিট দেরী হলো। কিন্তু আমি কি লক্ষ্য করেছি যে, আমার বাসের প্রায় একশত যাত্রীর মোট পাঁচশত মিনিট নষ্ট হলো। আর এঁদের বিলম্বের দরুন অপেক্ষমান আরো একশত লোক কষ্ট পেলো। আমরা জানি কি করে সামান্য একজন সৈনিকের সামান্য অবহেলার জন্য দেশের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের মোড় ফিরে যেতে পারে। কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি নিজের জীবন বিপন্ন করেও পরের হিতের জন্য কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হয়। কর্তব্যপরায়ন মানুষ নিজের ও পরের উপকার করতে পারে। কর্তব্যে অবহেলা করলে পরের কাজ দূরের কথা নিজের কাজও ঠিক মতো হয় না। আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক যদি কর্তব্যবোধে সজাগ হয়, তা হলে দেশের ও সমাজের অনেক অমঙ্গলই কেটে যাবে, সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

দায়িত্বজ্ঞান

সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ করে জন্ম দিয়েছেন। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করেছেন। তাকে আল্লাহ্র নিজগুণে বিভূষিত করে খলীফা বা প্রতিনিধি রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাকে বিচার-শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। কথা বলার ও উপলব্ধি করার শক্তি দিয়েছেন। দেহ মন মস্তিষ্ক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে চেয়েছেন যে, তাঁর খলীফা যেন তাঁর ভাষা বুঝে, কথা বুঝে, আদেশ নিষেধ নির্দেশ উপলব্ধি করতে পারে, যাতে তার নিজের ও তার সমাজের কল্যাণে তা নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষকেই দিয়েছেন, আর সে ক্ষমতা থেকেই সে নিজেকে তথা তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে। মান 'আরাফা নাফসাহু ফাকাদ 'আরাফা রাববাহু, যে নিজেকে চিনেছে সেই তার প্রতিপালক প্রভুকে জানতে পেরেছে। এক কথায় মানুষকে সত্যিকার মানুষ নামের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বিশেষ উপাদানের সৃষ্টি করেছেন, বোধ ও বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে অন্য জীব থেকে পৃথক করেছেন। মানুষ যখন এ মানবীয় গুণগুলোর পরিশীলনী করে, নিজের কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে, নিজের দায়িত্ব জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, তখনই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে সজাগ হয়। এ জাগৃতিবোধের উদ্বোধন করতে গিয়েই আল্লাহ্ রাববুল 'আলামীন কুরআন মজীদে কিছুক্ষণ পরপরই একটা নিদর্শন দেখিয়ে, উপদেশ দিয়ে অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেই তাদের জ্ঞান ও ধ্যানের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন ঃ আফালা তা'কেলুন, তোমরা কি বুঝ না? আফালা তাদাব্বারুন, তোমরা কি অনুধাবন করো না? আফালা তাফাক্কারুন, তোমরা কি চিন্তা করো না? আফালা তান যুরুন, তোমরা কি দেখোনা? অর্থাৎ মানুষের মধ্যে তার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান ও বিজ্ঞান

www.pathagar.com

দিয়ে তার মারফতে সে নিজেকে চিনতে পেরেছে কিনা, জানতে পেরেছে কিনা, এবং নিজের মধ্যে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিনা, দেখতে পেয়েছে কিনা, এ সব বিষয়ে খবরদারী করেছেন। বুঝাতে চাইছেন যে, তোমরা এত সব দেখে শুনে তোমাদের দায়িত্বজ্ঞান ও তোমাদের আত্ম পরিচয় উপলব্ধি কর।

আত্মপরিচয় হয়ে গেলেই মানুষ কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। কর্তব্য বোধ প্রকৃত প্রস্তাবে দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বজ্ঞানেরই নামান্তর। প্রতিস্তরে মানুষ একে অন্যের সংগে বাঁধা। এ বন্ধনই মানুষকে মনুষ্য স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়, আবার এ বন্ধনই তাকে স্বার্থপরতায়, হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত করে। এ উভয় সংকট থেকে আত্মরক্ষা করে জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর আলোকময় সৃষ্টার উদ্দিষ্টরূপে গঠন করে তুলতে হলে চাই মানবতার পরিচর্যা। এ পরিচর্যা তখনই সম্ভব যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তার দায়িত্বও শ্রেষ্ঠস্তরের। এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারলেই মানুষ মনুষ্য-পদ বাচ্য, আর তার অন্যথা করলেই সে নিপতিত, মনুষ্যত্বহীন, ফী আসফালা সাফেলীন। মানুষের জীবন একে অপরের সহিত এমনই এক সম্পর্কে জড়িত যে, সে কারো প্রতিই তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। মা-বাপ, যাঁরা তাকে কষ্ট করে পালন করেছেন, সন্তান-সন্ততি, যাকে সে আদর করে কত ত্যাগ স্বীকার করে মানুষ করেছে, স্বামী বা স্ত্রী যাকে জীবন সাথী করেছে, দাস দাসী কর্মচারী যারা তার জীবনোপকরণ যোগাতে ব্যস্ত রয়েছে, আত্মীয় স্বজন, যারা তাকে সমাজের মধ্যে নানা সম্পর্কে বেঁধে দিয়ে জীবনকে নিরস শুষ্কতা থেকে রক্ষা করেছে, এদের সবার প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে। তার দায়িত্ব রয়েছে, তার জ্যেষ্ঠের প্রতি, তার কনিষ্ঠের প্রতি, এতিমের প্রতি, দুস্থের প্রতি, পীড়িতের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দরিদ্র অসহায়ের প্রতি, তার রাষ্ট্রের প্রতি, তার রাষ্ট্রপতির প্রতি, এক কথায় সে যে সমাজে বাস করছে সে মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তার দায়িত্ব রয়েছে। এমনকি তার পরিপার্শ্বস্থ জীব জন্তু ও পশু পাখী এবং বৃক্ষলতা ও অন্যান্যের প্রতিও তার দায়িত্বের কথা, কর্তব্যের কথা সে ভুলতে পারে না, ভোলা উচিত হবে না।

www.pathagar.com

মহান স্রষ্টা তাকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যেভাবে সৃষ্টির ধারাকে রক্ষা করার জন্য নানাভাবে নানা কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ক'রে দিয়েছেন, সে শিক্ষা প্রকৃত মানবতারই শিক্ষা।

মানবতার কল্যাণ, মানবতার সেবা, মানবতার পরিচর্যাই প্রকৃত মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেই, রেহাই নেই কারোরই। এ দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত না হলে ইনসানিয়াত ব্যাহত হয়, আর মুরুওত না থাকলে সে হয় মনুষ্যত্বহীন আর মনুষ্যত্বহীন হলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হতে বাধ্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশ রয়েছে: ওয়ালিল, ওয়ালেদাইনে ওয়াখফেদ জানাহাইকা, তোমার বাবা মায়ের জন্য তোমার স্নেহময় সেবা পরায়ণ বাহু প্রসারিত কর, তোমার প্রতিবেশীর হক আদায় কর। এয়াতিম দুস্থের প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন কর। এ ধরণের আরো নানা উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে, আমাদের জীবন সুখের করে তুলতে হলে আমাদের জীবন থেকে দুঃখ দূর করতে হলে, আমাদের যার যার কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে, দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত হতে হবে। প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব পালন করলে কোথাও কোন অসুবিধা থাকে না অসুবিধা না থাকলেই জীবন সুখের হয়, এ সুন্দর ভুবনে বাঁচবার ইচ্ছা জাগে। দায়িত্ব পালনে শিথিলতা চরিত্রের শৈথিল্যের প্রমাণ দেয়। দায়িত্ববোধে সচেতনতা ও দায়িত্ব পালনে কঠোরতা চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচায়ক।

জীবিকার উপায় হিসাবে আমরা এক একজন একটি কাজ বেছে নেই, এ-ই সমাজের নিয়ম। কিন্তু কাজটি পরিপূর্ণভাবে আদায় করার দায়িত্ববোধ সকলের সমান নয়। সে দায়িত্ববোধই জাগ্রত করতে হবে যাতে মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কর্তব্য পালন করতে পারে। কামার, কুমোর, দোকানদার, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ছাত্র, জনসাধারণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করলে কোন দ্বন্দ্বই থাকবে না। আপনি মিল মালিক আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন, আপনি শ্রমিক আপনার দায়িত্বও আপনি পুরো-পুরি পালন করুন। দেখবেন উভয়ে উভয়ের সহযোগিতায় পরস্পর

www.pathagar.com

সমঝোতায় দ্বন্দ্ব দূর হচ্ছে, শান্তি নেমে এসেছে, নির্বিবাদে কাজ চলছে। সেই জন্যই ওয়াদা পালনকে আমানত রক্ষা করাকে, সত্যবাদিতা ও সৎকর্মশীলতা এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাকে ইসলাম এত উচ্চে স্থান দিয়েছে যে, এ স্থলে ধর্ম ও ঈমানের অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ লা ঈমানা লেমান লা আমানাতা লাহু, লা দীনা লেমান লা 'আহ্‌দা লাহু ; যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই, আর যার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় না, তার ধর্ম নেই। পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখা, দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের প্রতি খেয়াল রাখা, ইয়াতীম ইয়াসীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। রাস্তায় চলতে চলতে, খোলা কলটি দিয়ে পানি পড়ছে দেখলে, তা বন্ধ করা আমার দায়িত্ব। যে পথ চলতে পারে না, দুস্থ তাকে হাত ধরে এগিয়ে দেওয়া, যার খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তার জন্য তোমার সাধ্যমত সাহায্য করা তোমার নৈতিক দায়িত্ব। একে অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে অপর সবার কাজ যাতে নির্বিবাদে চলতে পারে তার জন্য কাজ এগিয়ে রাখা আমাদের সমবেত কর্তব্য ও দায়িত্ব! অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত দেশের অবোধ জনগণের দোর গোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দেওয়া আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ভাল কাজে উৎসাহ ও খারাপ কাজে বাধা দান আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবে মানুষের উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

দয়া ও মহত্ত্ব

দয়া একটি মহৎ গুণ। পৃথিবীর সকল ধর্মই একথা প্রচার করেছে। ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টির উপর তুলে ধরেছে। এ বিশ্ব সৃষ্টির মহিমা অক্ষুন্ন রেখে, প্রতিটি কর্তব্য যথাযথ রূপে প্রতিপালিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা ও আনুকূল্য প্রকাশই মানুষের ধর্ম। মানুষ তাই নিজের সংকল্পে, কথায় ও কাজে প্রকৃতির সমতা বিধানে সচেষ্ট থাকবে। আর ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ্‌র আখলাক প্রবর্তনের কোশেশ করবে। এরই পরবর্তী স্তরে ব্যষ্টি জীবন থেকে সমষ্টি জীবনে এবং ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার সহায়ক হবে। মানুষ নিজে বুদ্ধি ও জ্ঞানের বলে নিজের হিতার্থেই পরের তথা বিশ্বের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হবে। এ সাধনা যত ব্যাপক ও যত উন্নত স্তরের হবে কল্যাণ ততই বিশ্ব প্রসারী ও বাস্তবানুগ হবে। তাই ব্যক্তিই সমাজের আদর্শ আবার সমাজও ব্যক্তির বিকাশ ধারার মূল। কাজেই একের সুস্থতার জন্যে যা সর্ববাদী সম্মত সুন্দর তা-ই সকলের জন্য সমাজের জন্য হিতকর বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর অপর নাম প্রকৃতিপুঞ্জের সংগে সমতা রক্ষা করে মানব জীবনের উন্নতি কামনা। তাই এ উন্নতির পরিকল্পনার ধারায় মানুষ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়—এ ধরনের বিভিন্ন গোত্রীয় বা সম্প্রদায়গত অস্তিত্বকে স্বীকার করে দেশের জন্য পরের জন্য তথা বিশ্বের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতেও কুন্ঠিত হয় না। সত্যি বলতে কি, সুসংহত সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্য মানব হিতের জন্যে যতগুলো অভিব্যক্তির বিকাশ সম্ভব ও প্রয়োজন দয়াশীলতা তার অন্যতম। সংগতি, সংহতি আর শৃঙ্খলাবোধ থেকেই এ দয়াশীলতার উদ্ভব। ব্যক্তি ও সমাজ-ধর্মে দয়া তাই এক অপরিহার্য পরম মানবীয় গুণ। ইসলাম এ দয়াশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ আহসিনিন্ নাসা কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা ;

www.pathagar.com

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তোমার প্রতি যেরূপ দয়া প্রদর্শন করেছেন, তুমিও মানুষের প্রতি সেরূপ দয়া প্রদর্শন কর। হাদীস শরীফে হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) ফরমিয়েছেন ঃ তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে ; তা তার ভাইয়ের জন্যেও পছন্দ করে।

আপনি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। আপনি মুমিন। কাজেই অন্য এক জনের ব্যথাকে যদি আপনি নিজের ব্যথা বলে মনে করতে না পারেন তাহলে আপনি কোন্ মুখে ঈমান আর ইসলামের আদর্শের বুলি কপচাবেন ?

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এ সম্বন্ধে কি বলেন শুনুন ঃ মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও দয়ার একটি দেহতুল্য। দেহের বিশেষ অংগে ব্যথা পেলে, সমস্ত দেহটাই বিষিয়ে যায়। সমাজের এক জনের দুঃখ তাই গোটা সমাজটারই ব্যথার কারণ হয়ে উঠে।

প্রাণীজগতে দেখা যায়, কেউ সবল কেউ দুর্বল, সবলের কর্তব্য দুর্বলকে ধ্বংস হওয়ার সুযোগ না দিয়ে, নীচকে আরও নীচ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে সমপর্যায়ে টেনে তোলা। কারণ আপনি সবল থাকবেন আর আপনার ভাই দুর্বল থাকবে, নীচে থাকবে এ হতে পারে না। এ-ই হলো ঈমানের প্রধান কথা। আপনি কারো প্রতি দয়া দেখিয়ে তার কাছ থেকে কিছু প্রতিদান আশা করবেন না। তা যদি করেন, তবে আপনার দয়া প্রদর্শনের মাহাত্মই ক্ষুণ্ণ হলো। আল্লাহ্ এধরণের প্রত্যাশা করার কথা নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ লা তুবতিলূ সাদা কাতিকুম বিল মান্নে ওয়াল আযা; হে বিশ্বাসিগণ; প্রতিদানের প্রত্যাশায় ও পীড়া দিয়ে তোমরা তোমাদের সাদাকা বা দান খয়রাত বাতিল করো না। আর বেশী কিছু পাওয়ার আশায় দয়া প্রদর্শন করো না।

আল্লাহ্র এ সৃষ্টি দয়ার সূত্রেই আবদ্ধ। শৈশবে শিশু যখন মায়ের কোলে লালিত হয়, তখন মা বাবা ও অপরাপর সকলের সাহায্য ও দয়া ব্যতিরেকে তার পক্ষে বাঁচাই সম্ভব হতো না। প্রাপ্ত বয়সে সে দয়াই প্রীতির রূপ নিয়ে নির্বিশেষের সাথে বিশেষকে খোঁজে। বার্ধক্যে সে

www.pathagar.com

দয়াই আবার পুত্র কন্যা ইত্যাদি আত্মীয়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে হয়। এই যে জীবন লীলা এর প্রকৃত রহস্যই হচ্ছে প্রীতি, আর তারই একটি অভিব্যক্তি হচ্ছে দয়াশীলতা। মানুষকে আমরা মানুষ বলি, মহৎ বলি। আর মহত্ত্বে মানুষের গুণ প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত হয়। মহত্ত মনুষ্যত্বের যে বিশেষ গুণটির মাধ্যমে বিকশিত হয়, তারই নাম প্রেম। আর এ প্রেমেরই অপর নাম কি দয়া নয়? কুরআন তাই বলেঃ আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফী সাবিলিল্লাহে ছুম্মা লা ইউতবিয়ুনা মা আনফাকু মান্নাওঁয়ালা আযান, লাহুম আজরুহুম 'ইনদা রাব্বিহিম ওয়ালা খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালাহুম য়াহ্যানুন; যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করার পর যাদের জন্য তারা ব্যয় করলো তাদের কাছ থেকে কোন প্রত্যুপকার আশা না করে এবং তাদের কষ্ট না দেয়, প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার, পরলোকে শাস্তির ভয় তাদের নেই। আল্লাহর এ বাণী থেকে এ-ই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ একে অন্যের উপকার করবে, একে অন্যের দুঃখে সাহায্য করবে কিন্তু কোন প্রতিদান আশা করবে না এবং লোক দেখানোও তার উদ্দেশ্য হবে না। কারো প্রতি দয়া না দেখালে যত পাপ হয়, তার চাইতে বেশী পাপ হয় লোককে দেখানোর জন্যে দান করলে অথবা প্রত্যুপকার চাইলে অথবা খোঁটা দিলে। এ সবগুলোই ইসলামের আদর্শের বাইরে। আপনি দয়ালু। দয়াপ্রদর্শনই আপনার কাজ। কেউ যদি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তবে তা তার দায়িত্ব। আপনার কর্তব্য আপনি করুন।

দয়া যাকে করা হলো তারও কর্তব্য রয়েছে। তার ক্ষমতানুযায়ী তাকেও আবার দয়া দেখাতে হবে আর তার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছে, তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। প্রতিটি কথায় ও কাজে, সে কৃতজ্ঞতা রূপ পাবে। তার জন্য আনুষ্ঠানিক কিছু করতে হবে এমন কথা নেই। আপনি একজনের বাড়ীতে এক গ্লাস শরবৎ খেলেন, রসুল বলেন, তার জন্য আল্লাহর দরগায় দোয়া কর। আপনি প্রতি কাজে প্রতি পদে কারো না কারো কাছে, কোন না কোনরূপে ঋণী হচ্ছেনই। এ বিশ্বের নিয়মই এই। কিন্তু সে ঋণ অস্বীকার করায়

www.pathagar.com

আত্মগৌরব বা আত্মতৃপ্তি নেই, আছে আত্মাবমাননা। শ্রেষ্ঠ মানুষ সে-ই যে নিজে সাধ্য মতো সাহায্য করে, উপকার করে এবং পরের কাছ থেকে কোন উপকার নিতে চেষ্টা করে না। আল্লাহর বিধানে এ-ইতো শ্রেষ্ঠ পথ। হযরত মধ্য পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ খাইরুল উমুরে আওসাতুহা, কাজের মধ্যে মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ। কাজেই দয়া ও মহত্ত্বের ব্যাপারেও তা-ই উৎকৃষ্ট। আপনার বাড়ীর সবার উপর, প্রতিবেশীর উপর, চাকর বাকরের উপর, এমন কি গৃহপালিত পশুর প্রতিও আপনার কর্তব্য রয়েছে, হক রয়েছে। আপনার দয়া দেখানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনকি যে জীবের বা পশুর উপর আপনার কর্তৃত্ব নেই তাকেও উপকার করার ভার ন্যস্ত আপনার উপর। আপনি কারো কোন অপকার করতে পারেন না বা অমঙ্গল চিন্তা করতে পারেন না। সাধ্যানুযায়ী অপরের মঙ্গল সাধন, সবার কল্যাণ সাধন, মানব ও মানবতার সব প্রাণীর প্রতি হক আদায় আপনার জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। তা নইলে আপনি প্রকৃত মুমিন বান্দা, প্রকৃত মুত্তাকী হতে পারবেন না।

মানুষ স্বীয় চারিত্র্য মাধুর্যে পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নিবে। দুঃস্থ নিঃস্ব নিরীহ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করাতেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। সব মানুষ তোমার ভাই। তোমার নিজের মতোই মনে করবে তাদের সবাইকে। জেনে রাখবে মহত্ত্ব ও ঔদার্য দয়ার আনুষঙ্গিক গুণ। কুরআন বলেঃ ওয়াল্লাহু ইউহিববুল মুহসিনীন; আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন। আমরা মুহসিন দয়ালু পরোপকারী না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারব না। হযরত বলেছেনঃ দয়া মানুষকে বেহেশতে টেনে নেবে। কিন্তু যেখানে শাস্তির প্রয়োজন সেখানে দয়া দেখানো অপরাধ। কুরআন বলেঃ তাদের উপর দয়া যেন ধর্মের নামে তোমাদের অভিভূত না করে। তবে এ কথা ভুলবেনাঃ যে দয়ালু নয়, আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না।

www.pathagar.com

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা মানুষের চরিত্রের ভূষণ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য নম্র ও বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে যত মহামানব ছিলেন সবাই বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। লোক যত নম্র ও বিনয়ী হয় ততই তার মর্যাদা উন্নত হয়। যে নিজেকে বড় মনে করে সে বড় নয়। বরং লোকে যাকে বড় বলে সে-ই বড় হয়। যে বংশ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, সে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হলে তার বংশ মর্যাদার, আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই। যে ফলবান বৃক্ষের ন্যায় গুণভারে নুয়ে পড়ে, অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, সে-ই প্রকৃত মানুষ। আল-কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তাদের পরলোকে শান্তি দিব, যারা উদ্ধত স্বভাবের নয়, আর যারা অন্যের অনিষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে না। আল-কুরআন আরো বলে ঃ আল্লাহ্র প্রকৃত আবেদ সে সব ব্যক্তি যারা বিনীতভাবে চলাফেরা করে।

উদ্ধত স্বভাবের লোককে কেউ ভালবাসে না। ঔদ্ধত্য চরিত্রের মাধুর্য নষ্ট করে, অহঙ্কার বাড়িয়ে দেয়। অহঙ্কার মানুষকে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হয়। অহমিকায় মানুষ আত্মচিন্তায় বিভোর থাকে। অপরের প্রতি তার কর্তব্যবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতা, যা তাকে সমাজের কল্যাণকামী মানুষে পরিণত করে তুলতে পারে, তা থেকে আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কার মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ যে নিজেকে বিনম্র করে এবং মৃত্যুর পর যা ঘটবে তার জন্য অর্থাৎ হিসাবের দিনের জন্য কাজ করে, সে-ই পরম-জ্ঞানী।

জ্ঞানী লোকেরা বলেন ঃ বিদ্যা বিনয়-জননী। বিদ্যায় জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ে, আর জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী ভদ্র ও নম্র হতে শিখায়। উদ্ধত অহংকারী স্বভাবের মানুষ, অবিনয়ী অভদ্র ও অনম্র হয়। তারা তাদের মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়। তারা

www.pathagar.com

মানুষকে মানুষের সম্মান দিতে পারে না, নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে। ইসলাম তথা মানবতার আদর্শ এ নয়। ইসলামের আদর্শ, সবার কল্যাণে নিয়োজিত যে জীবন, সবার মঙ্গলের জন্য বিসর্জিত যে প্রাণ, তারই অনুশীলন করা। মনুষ্য চরিত্রের যতগুলো সৎগুণ রয়েছে তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতাই সর্বোচ্চে।

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের ফিৎরাতে অর্থাৎ তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হওয়ার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার জন্য। তিনি তাকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, সবার উর্ধে উঠবার জন্য। আল্লাহ্র ভালবাসার এ মর্যাদা, আল্লাহ্র অনুগ্রহের এ মর্যাদা রক্ষা করে জীবনভর মনুষ্যত্বের সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখারই অন্য নাম শান্তির জীবন, ইসলামী জীবন। পরোপকার পরকল্যাণ অহমিকা বা দাম্ভিকতায় সম্পন্ন হয় না। দাম্ভিকতায় জীবনে ধ্বংস আসে। আসে অকল্যাণ। যিনি ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। আর তা করতে হলে একমাত্র নম্রতার দ্বারাই তা সম্ভব। অবিনয়ী পরোপকারীকেও কেউ ভালবাসে না, সবাই ঘৃণা করে, অসম্মান করে। তাই ইসলামে বিনয় ও নম্র ব্যবহারের প্রতি এত তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অহংকার সকল অবস্থায় পরিত্যাজ্য। কেননা, আল্লাহ্ অহঙ্কারীদের ভালবাসেন না: ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বুল মুতাকাব্বেরীন। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন: যারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য বিনয়ী মনোভাব পোষণ করে, আল্লাহ্ তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কাজেই সবার সামনে বিনয়ী হতে হবে, সব কাজে নম্র হতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিনম্রী ব্যক্তিদের তাঁর অনুগত দাস বলে উল্লেখ করেছেন: ওয়া 'ইবাদুর রাহমানিল্লাযীনা ইয়ামশূনা 'আলাল আরদে হাওনান; তারাই পরম দয়ালু আল্লাহ্র বান্দা যারা জমির উপর নম্রভাবে চলে।

হযরত লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন: বৎস্য, দুনিয়ায় পা ঠুকে চলো না। কারণ তুমি পর্বতের চাইতে উঁচু

www.pathagar.com

হতে পারবে না কিংবা দুনিয়াকে ধ্বংসও করে দিতে পারবে না। অহঙ্কার মানুষকে ধ্বংস করে। তাই বলা হয়েছে: অহঙ্কারই পতনের মূল।

প্রত্যেকেরই মনে করা উচিত যে, সে অপর সকল মানুষের মতই একজন মানুষ। সবাইকে মহান প্রতিপালক ও স্রষ্টা আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র পরেই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। তার স্থান ফেরেশতাদেরও উপর। দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বিচারক আইনজ্ঞ দার্শনিক ও রাজনৈতিক হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ)ও বলেছেন: আনা বাশারুম মিছলুকুম; আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন হয়ে জ্ঞানী সাধক সমাজ সেবক মানবতার সেবায় নিয়োজিত প্রাণ মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-ও কি রকম বিনয়ী ও নম্র ছিলেন তা একথা থেকেই সহজে বুঝা যায়।

বিনয় ও নম্রতা দ্বারা মানুষ পরম শত্রুকে বশ করতে পারে। ঔদ্ধত্যে পরম বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। পরম সাধক পুরুষও অহঙ্কারের কারণে তার সাধনায় ব্যর্থ হয়। আবার সাধারণ মানুষও মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিনয় ও নম্রতায় আত্মম্ভরিতা বিসর্জন দিয়ে স্বীয় সাধনায় উন্নতি লাভ করে। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন: লাইয়াদখুলুল জান্নাতা হাছেদুন; অহঙ্কারী লোক বেহেশতে যেতে পারবে না। সামান্যতম অহঙ্কার থাকলেও তাকে দোজখে যেতে হবে। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন মিম্বর থেকে খোৎবা পাঠের সময় বলেছেন: হে মানুষ, তোমরা নম্র হও, কেননা, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয়ী ও নম্র হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। যে অহঙ্কারী আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন। সে নিজের কাছে বড় কিন্তু লোক চক্ষে হেয়।

মানুষের সমাজকে বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য, যুগে যুগে মানুষকে নানা ভাবে শিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এবং সে শিক্ষা মনুষ্য-কল্যাণে তথা বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত হলেই প্রকৃত আদর্শ মনুষ্য-সমাজ গড়ে ওঠে। আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন ও আত্ম-মর্যাদাবোধ মানুষকে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। আর জ্ঞানেই

www.pathagar.com

প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় নিহিত। বিনীত না হলে আপনার আমার জ্ঞানও সীমিত ও নিম্নস্তরের হয়ে পড়ে। বাপ মা, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, সন্তান সন্ততি, প্রতিবেশী, দেশ ও বিশ্ববাসী সবাইর প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আর সে কর্তব্য সম্পাদনে তখনই কামিয়াব হওয়া সহজতর ও সম্ভবপর হয়, যখন সেবার মনোভাবের সংগে বিনয় মিশ্রিত থাকে। একজন অভাব গ্রস্তকে সাহায্য করায়, একজন দুস্থকে পরিত্রান করায় যদি দেমাক বা অহমিকার মিশ্রণ না থাকে তবেই তা কৃতজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়। মানুষ একে অন্যের ভাই। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। আর একথা স্মরণ রাখলেই, মানুষ যে এক আদম ও হাওয়া থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে, একথা জানা থাকলেই, মানুষের অহঙ্কার করার কিছু থাকে না। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ যার অন্তরে সামান্য অনু পরিমাণ অহঙ্কারও বিদ্যমান থাকে তাকে জান্নাতে নেওয়া হবে না।

আল্লাহ্ কতবার মানুষকে তার সৃষ্টির মৌল উপাদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ হে মানুষ, তোমরা কী নিয়ে অহংকার কর, তোমরা কি ভুলে গেছো যে, তোমাদের নগণ্য পূতিগন্ধময় শুক্রবিন্দু থেকে তৈরী করা হয়েছে? আল্লাহ্ বলেন ঃ আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খালাকনাহু মিন নুৎফাতিন ফাইযা হুয়া খাসীমুমমুবিন ঃ মানুষ কি দেখে না যে, তাকে আমি শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি, এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্যে ঝগড়া ও তর্কে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ফরমিয়েছেন ঃ ওয়ালা তামশি ফিল আরদে মারাহান, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর, পৃথিবীতে তোমরা দম্ভ ভরে চলো না, আল্লাহ্ অহঙ্কারী উদ্ধতকে পছন্দ করেন না। বিনয়ের মানে এই নয় যে, উচিত কাজ বা কথার সময়ও চুপ করে থাকতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য বিনয় ও নম্র ব্যবহার যতখানি প্রয়োজন, প্রয়োজনমত সৎসহাস ও সৎচরিত্রের প্রমাণ দেওয়াও ততখানি মানবতার অনুসারী। একথা সব সময় স্মরণ রেখে আমাদের ভদ্র, বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। এতে সত্যিকার মনুষ্য চরিত্র গঠনের সুযোগ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

বিনয় ও নম্রতা মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে, আর অহঙ্কার মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। অহংকার শয়তানের গুণ। মহত্ত্ব দয়া বিনয় ও নম্রতা অহংকারীর স্বভাব থেকে বিদায় নেয়। তার চরিত্রে দেখা দেয় উন্নাসিকতা ও আত্মম্ভরিতা। অহংভাব তাকে লোভ মোহ মদ মাৎসর্য এ সব তামসিক গুণে কলুষিত করে। আর এর সাথে জড়িত হয় স্বার্থপরতা। স্বার্থপর মানুষ অহংবোধ থেকেই অন্ধ হয়ে যায়। তখন অন্যের কথা অপরের জন্য বিবেচনা, যা সভ্যতার পূর্বশর্ত ও মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য, তা মনে থাকে না। সে তখন জ্ঞান ও মানবতা হারিয়ে ষড়রিপুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ইন্দ্রিয় পূজায় তার মৌল অন্তরাত্মা ঈমান শূন্য হয়ে অমানবিকতায় পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি খোঁজে। স্বার্থান্ধ মানব কেবল আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। সমাজে অকল্যাণের ঝঞ্ঝা নিয়ে উপস্থিত হয়। ক্রোধ লোভ মোহ এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৈহিক ও পার্থিব সুখকেই সে চরম ও পরম প্রাপ্য বলে মনে করে। এ বিশেষ গুণ শয়তানের, সুতরাং এর পরিচর্যা মুমিনের জীবনে নিষিদ্ধ। এসব যেখানে উপস্থিত সেখানে দয়া মহত্ত্ব ও ঔদার্য প্রভৃতি মানবীয় গুণ অনুপস্থিত। মানব কল্যাণ বিরোধী এসব রীতি বর্জন করে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা, মুমিনের ইবাদত।

আল-কুরআন দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ঃ ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু মিম্‌বা'দি মা জাআহুমুল বাইয়েনাতু ওয়া উলাইকা লাহুম 'আযাবুন 'আযীম ; তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীর কর্মময় জীবনে চলার পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা অহংকার করো না, বিনয়ী হও। বিনয় তোমাকে বিনীত নম্র করে, তোমার চরিত্রের মাধুর্য বাড়ায় আর অবিনয় তোমাকে উদ্ধত ও অহংকারী করে। অহংকার তোমার অন্তরে প্রবেশ করার মানেই তোমার মধ্যে অবাধ্যতা এসে তোমার ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। কাজেই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধে উজ্জীবিত হতে হলে তার অন্তরের সব অহমিকা দূর

www.pathagar.com

করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, ছোট শিশুর কাছেও তার শিক্ষণীয় রয়েছে। একদা একজন লোক মহান লোকমান হেকিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ হজুর! আপনার এত জ্ঞান কোথ্ থেকে পেলেন? তিনি জবাবে বললেন ঃ আহমকের কাছ থেকে। অর্থাৎ আহমক যা করে তার বিপরীত কর্মই হবে বুদ্ধিমানের। আর তা ছাড়া নিজের অন্তরে বিনয় না থাকলে, মডেস্টি বা হিউমিলিটি না থাকলে শিক্ষার আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে না। কাজেই তখন জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ ওয়াল তাকুন মিন কুম উম্মাতুন ইয়াদ'উনা ইলাল খায়রে ওয়া ইয়ামুরূনা বিল মারূফে ওয়া ইয়ানহাওনা 'আনিল মুনকারে ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হোক যারা লোকদের কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং তাদের সৎকাজে উৎসাহ দিবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই তো সফলকাম।

আপনি যদি বিনয় ও নম্রতার সংগে কথা না বলেন, অর্থের দাম্ভিকতা ও ডিগ্রীর অহঙ্কার যদি আপনার চরিত্রকে উদ্ধত ও ব্যবহারকে কর্কশ করে তোলে তবে আপনার কথা কেউ শুনবে না, পালন করা তো দূরের কথা। কাজেই আল্লাহ্র অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে কর্মে নিয়োজিত হতে হলে, এবং প্রকৃত মুমিন হতে হলে আপনাকে অহমিকা ত্যাগ করে বিনয়ী নম্র ও ভদ্র হতে হবে। তবেই তো সবাই আপনার নির্দেশ উপদেশ ও নিষেধ পালনে তৎপর হবে। আর তা করতে পারলেই আপনি প্রকৃত আবেদ নামের উপযোগী হতে পারবেন। 'বিনয়েই জয়, অহংকারে ক্ষয় একথাটি সবসময় মনে রাখলে মানুষের অহংকার থাকে না এবং সে বিনয়-ভূষণে বিভূষিত হতে পারে।

www.pathagar.com

সহনশীলতা

সহনশীলতা এমন একটি গুণ যার পরিশীলনী করলে অন্যান্য মানবীয় গুণেরও বিকাশ সহজতর হয়ে ওঠে। সহনশীলতা মানে সহিষ্ণুতা মহানুভবতা উদারতা ও ধৈর্য। আপনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও আপনি কতখানি তা ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন, বা আপনার বিরুদ্ধবাদীর কথা ও কাজের কতটুকু আপনি উদার দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অন্তরে যে বিরুদ্ধ-ভাবের উদয় হয় তা কতখানি দমন করতে পারেন, তা দিয়েই পরীক্ষা হয় আপনার সহনশীলতা কতখানি।

ইসলামে সহনশীলতার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা প্রণিধানযোগ্য। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। কাজেই এর মধ্যে উদারতা মহানুভবতা ও ধৈর্য—এ সবের স্থান খুব উচ্চে। পরমত সহিষ্ণুতা আর পরধর্মের স্বার্থ রক্ষা করা ইসলামের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছে। অপরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা ইসলামে বিনা কারণে নিষিদ্ধ। তবে আকিদা বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হলে আর সুন্দরের ও সত্যের বিরোধী কোন ভাবকে ইসলাম সরাসরি গ্রহণ করতে মানা করেছে। অবিশ্বাসীরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত কস্মিনকালেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়নি, বরং বলা হয়েছে ওদের নিজের বিশ্বাসে ছেড়ে দাও। কুরআন বলে ঃ লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন ; বল, হে মুহাম্মদ! তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম। আল্লাহ্ পাক কুরআনে আরো বলেন ঃ লাইক-রাহা ফীদ্দীন ; ধর্ম সম্বন্ধে জোর জবরদস্তি নেই। যারা তোমার কথায় ও কাজে খুশী হয়ে তোমার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের তুমি আশ্রয় দাও, কিন্তু যারা তোমার ধর্মমতে এলো না, তাদের জোর করে তোমার ধর্মে দীক্ষিত করতে পার না। কিংবা কারো মতামতের উপর তোমার মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতে পার না। তা ধর্মের বিরোধী।

www.pathagar.com

ইসলামে সহনশীলতার সর্বজনীন দিকটি যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে, তা সব দেশের সব জাতির অনুকরণীয়।

আগেই বলেছি, ইসলাম কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী, জাতি বা দেশ বিশেষের ধর্ম নয়, ইসলাম সর্বমানবীয় ধর্ম। ধনী-গরীব, সাদা-কালো সবারই জন্য ইসলামের দুয়ার খোলা। সবাই সমান ব্যবহার পাবে। সবারই জন্য একই আইন। তাই বলা হয়েছে ঃ ইসলাম জীবনের ধর্ম, সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান বা Complete code of life। আভিজাত্যবোধের প্রতিও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট, ইসলামের আভিজাত্যও সর্বজনীন। হযরত বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সে-ই সব চাইতে ভালো, যে মানুষের প্রতি সবচাইতে ভালো। এখানে স্থান কাল বংশ-পরিচয় ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়।

হযরত বলেন ঃ

নহে আশরাফ যার আছে শুধু
বংশের পরিচয়,
সেই আশরাফ জীবন যাহার
পুণ্য কর্মময়।
হাবশী যদিও সত্যের পথে
বরণীয় হয়, তবুও এ জগতে
তারি নির্দেশ নত মস্তকে।
মানিবে সুনিশ্চয়।

মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও মুক্তবুদ্ধি আর সাধনার উপর নির্ভর করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) মুয়াজ্জিন ছিলেন একজন হাবশী। মহানবী তাঁর এক ফুফাত বোনকে বিয়ে দেন একজন মুক্তি পাওয়া দরিদ্র দাসের সঙ্গে।

পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতার প্রতি ইসলাম আদর্শ পথের সন্ধান দিয়েছে পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), দাউদ (আঃ) এঁরা শ্রদ্ধার পাত্র। এঁদের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখতে হবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যে সব ধর্ম প্রবর্তক অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই নবী।

www.pathagar.com

অতএব তাঁদের ও তাঁদের প্রচারিত ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা নিষিদ্ধ। এমনকি অন্য ধর্মের যে সব দেবদেবীকে ইসলাম মানে না, তাদের সম্বন্ধেও কটুকথা বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। যে মুসলমান অমুসলমানের দেবদেবীকে কটু বলবে, সে বাস্তবিক আল্লাহ্‌কেই কটু বলবে। কারণ এ কটুক্তির উত্তরে অমুসলমানেরা কার্যতঃ মুসলমানের আল্লাহ্‌কে কটু বলতে আমন্ত্রিত হবে, উত্তেজিত হবে।

মুসলমানেরা জেরুযালেম দখল করার আগে তথাকার খ্রীস্টান শাসনকর্তা বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ছাড়া আর কারো হাতে নগর সমর্পণ করবেন না। সংবাদ পেয়ে খলীফা হাযির হলেন। গীর্জায় দাঁড়িয়ে উভয়েই কথা বলছেন, এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হলো। খ্রীস্টান শাসনকর্তা সেখানেই নামায আদায় করতে অনুরোধ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না তা হয় না। আমি যদি আজ এখানে সালাত আদায় করি তবে এই নজীর দেখে মুসলমানেরা ভবিষ্যতে গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করবে। এই বলে তিনি বাইরে এসে সালাত কায়েম করলেন।

মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা প্রভৃতি ধর্মস্থান বা যে কোন ধর্মমন্দির রক্ষা করার জন্য ইসলামে যে তাগিদ আছে, তারই অনুসরণে বিশ্বআলেমদের সমবেত অভিমত এই যে, যে-কোন ধর্মমন্দির রক্ষা করা ইসলামের পবিত্র কর্তব্য।

বিজিত দেশ ও তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের খ্রীস্টান অধিবাসীদের সম্বন্ধে মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নামে তাদের ধন প্রাণ ও ধর্ম সংরক্ষণের ভার নিয়েছি। তাদের ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে কোনরূপ বাধা দেওয়া হবে না। কোন সম্প্রদায়কেই তাদের পথ থেকে সরানো হবে না। তারা আগের মতো তাদের সব অধিকার ভোগ করতে থাকবে। বাদশাহ্‌ বাবুর তাঁর আত্মজীবনী 'বাবুরনামা'য় হুমায়ুনকে লিখেছেন ঃ এ ভারত সাম্রাজ্যে বহু ধর্মমত রয়েছে। তোমার কর্তব্য নিজ মনকে গোঁড়ামীর মোহ থেকে মুক্ত করে প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মমত অনুযায়ী তাদের প্রতি সুবিচার করা। এ-ই তো ইসলামের বিধান।

www.pathagar.com

হযরত আবু হানিফা (রাঃ) সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তার এক প্রতিবেশী সারারাত মদ খেয়ে, গান করে, চিৎকার করে তাঁর ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করতো। একদিন তিনি আর গোলমাল শোনলেন না। দ্বিতীয় দিনও নীরব। তখন তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, তাকে কোন অপরাধে হাজতে নেওয়া হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়ে জিম্মা হয়ে তাকে খালাস করে আনলেন। অনেক মহাপুরুষের জীবনে এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নিজের জীবনেও এ ধরনের বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে।

হযরত ছিলেন আদর্শ মানব। তিনি যা প্রচার করেছেন, তাঁর বাস্তব জীবনে তা কর্মে প্রয়োগ করে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর সহনশীলতা ছিল অসীম। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি দশ বছর হযরতের খেদমত করেছি। এর মধ্যে কোন দিন তিনি বলেননি যে, এ কাজ কেন হয়নি, এ কাজ কেন হয়েছে? এমনকি কখনো তাঁকে 'উঃ' শব্দটি পর্যন্ত বলতে শুনিনি।

সাহাবাগণ বিধর্মীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় বলেছেন, হুজুর! এদের অভিশাপ দিন ধ্বংস হয়ে যাক। এরা বড় অত্যাচার করছে। তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিতেন ঃ আমি তো মানুষের প্রতি অভিশাপ নিয়ে অবতীর্ণ হইনি, অবতীর্ণ হয়েছি রহমত নিয়ে, আশীর্বাদ নিয়ে।

একদিন হযরত (সঃ)-কে এক ব্যক্তি এসে এই বলে অভিবাদন জানাল ঃ 'তোমার সর্বনাশ হউক।' হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা শোনা মাত্রই জবাব দিলেন ঃ 'তোমারও সর্বনাশ হউক।' হযরত (সঃ) তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ একজন তোমার অমঙ্গল চাইলে বা করলেও তোমার উচিত তার মঙ্গল কামনা করা।

ওহোদের যুদ্ধে হযরতের মাথা ও মুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। হযরত বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে কোন অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করলেন না, শুধু এটুকু বললেন ঃ আল্লাহুম্ মাগ্‌ফির ওয়া ইয়াহদি কাওমী ফাইন্নাহুম লাইয়া লামুন ঃ আল্লাহ্, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করো আর তাদের সৎ পথ দেখাও। কেননা, তারা বুঝে না।

www.pathagar.com

এইজন্যই তো তাঁকে বলা হয়, রাহমাতুললিল 'আলামিন, সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ। এই সহনশীলতা-গুণেই তিনি উগ্র বেদুইন আরব জাতিকে বশ করতে পেরেছিলেন।

বলা হয়েছে, যে সহে সে রহে। একজন অত্যাচারী অন্যায়ভাবে তোমাকে দু'কথা শুনিয়ে গেলো বলে তোমার ধৈর্যচ্যুতির কোন কারণ নেই। ধৈর্য ধারণ কর, কারণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণ। তুমি দেখছ না, কত লোক আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কত কথা বলছে, কত বিরোধিতা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করছে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী ও তাঁর রসূলকে অমান্য করছে, কিন্তু তবু আল্লাহ্‌ তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা করছেন না। তাঁর অবারিত সূর্যালোক থেকে তাপ ও আলো, বায়ু থেকে অক্সিজেন বিনা বাধায় গ্রহণ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তেই তা বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তাকে জীবনোপকরণ দিয়ে পালন করেই যাচ্ছেন। তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের আশংকার কথা, আখেরাতে শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, এখানে তাৎক্ষণিক কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না। সে জন্যই বলা হয়েছে ঃ ইন্নাল্লাহা মা'আস্‌সাবেরীন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। তার কাজকর্ম ও আশরাফ মানে শ্রেষ্ঠ হবে, এ-ই আশা করা যায়। তার চরিত্রে ঐশী গুণ সবগুলোরই বিকাশ লাভ ঘটবে বহুমুখী সাধনায়। ধৈর্যও একটি ঐশী গুণ। সহ্য শক্তি যার মধ্যে অনুপস্থিত তার পক্ষে কোন মহৎ কাজই করা সম্ভব নয়। তাকে মাটির মতো হতে হবে। আমাদের ভাষায় বলা হয় 'মাটির মানুষ'। সহনশীল মানুষই প্রকৃত প্রস্তাবে মাটির মানুষ। মাটি শত আঘাতেও প্রতিবাদ করে না, মুখ বুজে সব সহ্য করেও পরোপকার করে। চাষী তার বুক চিরে লাঙ্গলের ফলা চালায়, আর মাটি তার পরিবর্তে তাকে শস্য উপহার দেয়। কাজেই কেবল যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়, তা-ই নয় বরং পরহিতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ। কবি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন,
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ

প্রকৃত মহৎ লোকের চরিত্র এমনিতেই বিনয়ী নম্র ও সহনশীল হয়। কেউ তাকে মন্দ বললে, বা কেউ তাকে আঘাত করলেও তিনি তার স্বভাব ধর্মে স্থির থাকেন, পরের কারণে জীবন বিসর্জন দেন। তাই বলা হয়েছে ঃ যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করা যার সভাব, তিনি পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করবেনই। এ-ই তো সত্যিকার ধার্মিক লোকের কাজ। মুখে ধর্ম ধর্ম বলে চিৎকার করে নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কর্মে নিয়োজিত প্রকৃত ধৈর্যশীল লোকেই জীবনে সফলকাম হতে পারেন।

সত্যিকার মুমিনের উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন তিনি বলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন; নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাব। তাদের জন্যই বলা হয়েছে ঃ ওয়াস্‌তায়ীনূ বিস্ সাব্‌রে ওয়াস্‌সালাতে, বিপদে পড়লে ধৈর্য ও নামায-দোয়া-দরুদের মাধ্যমে করুণাময় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করবে। ধৈর্যশীল সহিষ্ণু মুমিন একটি বৃক্ষের ন্যায়। কাঠুরিয়া তার বুকে হানে কুঠারাঘাত আর বৃক্ষ তা মুখ বুজে সহ্য করে। কেবল তা-ই নয় পরের উপকার করে দিতে সে আত্মাহুতি দেয়, নিজেকে দগ্ধ করেও হন্তার কল্যাণে নিয়োজিত হয়। এ-ই তো প্রকৃত মানবতামুখী ধর্মীয় গুণ। ধৈর্য ও সহনশীলতা চরিত্রের এমন একটি গুণ যা অন্যান্য সব গুণের প্রাথমিক স্তর, মানব চরিত্রের অবশ্য অনুশীলনীয় অন্যতম গুণ হিসাবে গ্রহণীয়।

www.pathagar.com

আত্মবিশ্বাস

চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পদ। দুনিয়ার যে কোন সম্পদ একবার খোয়া গেলে আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। চেষ্টা, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য একবার কলুষিত হলে তা আর পরিশোধন সম্ভব নয়। পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা অসচ্চরিত্র লোক সচ্চরিত্র লোক হতে পারে, দুষ্ট থাকলে সাধু হতে পারে, কিন্তু যে সময় যতটুকু পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, সাদা দুধের মধ্যে যেটুকু গোমূত্র লেগে গিয়েছে, শুভ্র অন্তঃকরণে যে তিল পরিমাণ কালো দাগ পড়ে গিয়েছে ; তার সংশোধন সম্ভব নয়। তাই বড় বড় মহামনীষিগণ চরিত্র রক্ষার জন্য এত সতর্ক রয়েছেন এবং অন্য সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

অর্থবল, দৈহিকবল, জনবল এ সব বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগে সাময়িক স্বার্থ উদ্ধার করা যেতে পারে, কিন্তু চরিত্রবলের সংগে এর সমন্বয় না ঘটলে কোন দিন তা স্থায়ী মঙ্গলপ্রসূ হবে না। জ্ঞান মানুষকে চরিত্র রক্ষার উপায় শিক্ষা দেয়। চরিত্র গঠন করে তার কর্মে প্রয়োগ করার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধারাবাহিকতা শিক্ষা লাভ হয় জ্ঞানের চর্চায়। শিক্ষার আলো ভিতরের অন্ধকার দূর করে অন্তর উজ্জল করে দেয় ; মানুষের সুস্থ মানসিকতা স্বচ্ছ দর্পণের মতো করে দিয়ে পার্থিব ও পরকালের সমন্বিত চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশীলিত হয়। এ চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাবলম্বন। পরের উপরে প্রতিটি কাজের জন্য নির্ভর না করে নিজে করতে চেষ্টা করা, সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য নিজে পরিশ্রম করাই স্বাবলম্বনের স্বরূপ। দুনিয়াদারী ও আখেরাতের সব কর্মে আত্মনির্ভর হয়ে, আত্মবিশ্বাসী হয়ে, স্বাবলম্বী হয়ে আত্মোন্নতির সাধনার নামই স্বাবলম্বন। আবার এ স্বাবলম্বন থেকেই জাগ্রত হয় আত্মচেতনা ও আত্মজাগৃতি আর আত্মচেতনা ও আত্মজাগৃতির মূলই হলো আত্মবিশ্বাস।

www.pathagar.com

আত্মবিশ্বাস আত্মমর্যাদায় উন্নীত করে আত্মম্ভরিতা থেকে উর্ধে তুলে মানব মনের স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচর্যার সহায়ক হয়। আত্ম-মর্যাদা আত্মনির্ভরশীলতার পরিপোষক। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি কখনো আত্মমর্যাদা হারাতে পারে না। আর আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং আত্মনির্ভর সমাজকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতেই হবে।

ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে আত্মবিশ্বাস মানুষের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা, আবেহায়াত স্বরূপ। আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই এক একটি ব্যক্তি পরিবার, সমাজ তথা দেশ ও জাতি পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে স্বাধীনতার পরম সুখের আস্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। আত্মভোলা জাতি কখনও নিজস্ব স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। আত্মবিস্মৃতি মানুষকে মনুষ্যত্বহীনতার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। আপন সত্তা ভুলে গিয়ে সিংহ-শাবক যদি শিয়াল-সদৃশ হয়, তাহলে যেমন হয়, আত্ম-বিস্মৃত জাতির অবস্থা সেরূপ। তাই বলা হয়েছে, আত্মজাগৃতি ও আত্মশক্তির পরিচর্যা ও আত্মনির্ভরশীলতা আত্মবিশ্বাসেরই ফল এবং তারই বহিঃপ্রকাশ। আত্মবিশ্বাস জীবনকে আত্মমুখী করে; মানুষের শক্তির প্রেরণা যুগিয়ে সে প্রেরণা দাসত্বের শৃংখল মুক্ত করে মানুষকে আযাদীর তথা জ্ঞান পরিশীলনীর সর্বপ্রকার সুযোগ এনে দেয়। আর পরিণামে জাতীয়তা ও দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত করে মানুষের জীবনকে সার্থক ও সমৃদ্ধ করে তোলার আয়োজন করে।

তাই নির্যাতিত মানবতার উত্থানের জন্যে, ধ্বংসোন্মুখ জাতি রক্ষার জন্যে, দুর্বল জাতির শক্তি অর্জনের জন্যে, আত্মবিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। আত্মপ্রত্যয়ের বলে বলীয়ান হয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তির সন্ধান মেলে আত্মবিশ্বাসে মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণের সঞ্চার করে তাকে করে তোলে বিদ্রোহী, বিপ্লবী। আত্মবিশ্বাসই শিক্ষা দেয় মানুষকে মানুষের মতো ভালবাসতে, মানুষকে আত্ম-মর্যাদায় উন্নীত করতে, মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে।

আত্মবিশ্বাসই মানুষকে সত্য অসত্য ন্যায় অন্যায় এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা জীবনে উপলব্ধি করে বিশ্বাস প্রবণতায়

www.pathagar.com

দীক্ষিত করে। ঈমান আকিদা তাই আত্মবিশ্বাসের উৎস। যাঁর ঈমান যত দৃঢ় তিনি আত্ম বিশ্বাসে ততখানি উদ্বুদ্ধ। ইসলাম তাই এই আকিদাজাত প্রকৃত ঈমান থেকে উদ্বুদ্ধ আত্মবিশ্বাসে উৎসাহিত জীবন পদ্ধতিরই পরিশীলনীর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আল্লাহ্ বারবার মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তোমরা কি উপলব্ধি কর না? তোমরা কি চিন্তা কর না? তোমরা কি বুঝ না? ব্যক্তি ও সমাজ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি এ আত্মজিজ্ঞাসায়ই উদ্বুদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে জাগ্রত জীবন-বোধে নিয়ন্ত্রিত হলে আত্মবিশ্বাস হয় কার্যকরী।

আত্মবিশ্বাস সবগুলো মানবীয় গুণের অনুশীলনী করতে অনুপ্রাণিত করে। পরের হিত কামনা, দশ ও দেশের মঙ্গল কামনা, কল্যাণের সাধনা, মানবতার সেবার প্রেরণা আত্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। আত্ম-বিশ্বাস থাকলেই মানুষ বলতে পারে, আমি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। দুনিয়া ও আসমানে এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবারই উপর মানুষের স্থান। মানুষ আল্লাহ্র খলীফা, তাঁরই প্রতিনিধি। আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ ফেরেশতার চাইতেও বড়। একমাত্র মহান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ্ই তার উপরে। আল্লাহ্র পরেই মানুষের মর্যাদা। মানুষ এ মর্যাদা, এ সম্মানের কথা, শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলে গিয়ে যখন মনুষ্য বৃত্তির পরিচর্যা থেকে দূরে সরে যায় তখন সে হয়ে পড়ে নীচ। হীন মনোবৃত্তি তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবতা থেকে সে হয় বঞ্চিত। বঞ্চিত জীবনেই আসে নৈরাশ্য। আল্লাহ্ মানুষকে ভালবেসে, তাঁর প্রতিনিধিকে স্নেহ করে বলেছেন, মানুষ তুমি মানুষ, তুমি জাগো, লাতাকনাতু মিররাহমাতিল্লাহ্, তুমি আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তুমি যদি ভ্রান্তির মোহে পড়ে মানবতা থেকে নীচে নেমে থাক, আত্মাকে করে থাকো কলুষিত, তবে নিরাশ হবার কিছুই নেই। আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুগ্রহে সবাইকে যার যার মর্যাদা অনুযায়ী, কর্মফল অনুযায়ী জীবন যাপনে সাহায্য করছেন; তাঁর রহমত তোমাকে ঘিরে রয়েছে, কেবল আত্মশক্তির বোধন কর, আত্ম বিশ্বাসে হও বলীয়ান। মানুষ তুমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, তোমার জয় নিশ্চিত। আত্মবিশ্বাসের বলে অতীত দুঃখ বেদনা নৈরাশ্য

www.pathagar.com

ভুলে গিয়ে আবার দাঁড়াও, দৃঢ় হও, তোমার কৃতকার্যতা, তোমার কামিয়াবি তোমার হাতে। মানুষ তুমি শক্তির আধার, পূত পবিত্র তোমার মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন তোমার দৃষ্টি ও ভাবনা, তুমি যা চাও তাই পাবে, কেবল আত্মবিশ্বাসে হও জাগ্রত। আল্লাহ্ বলেছেন : ওয়াআন লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মাসাআ', মানুষ যার জন্য সাধনা করবে তাই পাবে। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন : ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, সংকল্প অনুযায়ী হয় আমল বা কর্ম। মানুষের অসীম শক্তির কথা মনে রেখেই মহাকবি ইকবাল বলেছেন :

খুদীকু কার বুলন্দ এতনা কে
হর তকদীর সে পহেলে
খোদা খোদ বান্দা সে পুছে
বাতা তেরে রেজা কিয়া হ্যায়।

আত্মশক্তির বোধন কর ; আত্ম-কে এমনভাবে বলীয়ান কর যেন কারো তকদীর লেখার আগে আল্লাহ্ নিজেই মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার কি চাই বলো। আর এ সম্ভব হয় আত্মবিশ্বাসে জাগ্রত মানব শক্তির বলে। গতিময় প্রাণবন্ত ও কর্মশীল জীবনই প্রকৃত মানব জীবন। গতিময়তাই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু :

হাস্তাম গর মি রাওয়াম
আগার নামিরাওয়াম নিস্তাম।

কল্যাণে নিয়োজিত আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানব জীবনই আত্ম বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত। তাকেই বলি, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত।

www.pathagar.com

দৃঢ়চিত্ততা

বিশ্বাস মানে ঈমান। দৃঢ় বিশ্বাস আমরা তাকে বলব যাকে বলা যায় ঈমানে কামেল। সংকল্পের দৃঢ়তা কর্মে প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিকে কঠোরতর করারই নামান্তর দৃঢ় চিত্ততা।

ইসলামের দুটো দিক রয়েছেঃ এক ঈমান, দুই আমল। ঈমানের ভিত্তির উপরই মানুষের কাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ঈমানের মূল সূত্র তিনটিঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নেই, এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁরই প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ্‌র শরীক নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর রসূল, ফেরেশতা, ধর্মগ্রন্থ, আখেরাত, বিচারের দিন, পুনরুত্থান, তকদীর এ সবই সত্য বলে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাসের সংগে তা মুখে উচ্চারণ করা ও স্বীকার করা আর মুখের এ কথা ও হৃদয়ের এ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ। একেই পারিভাষিকভাবে ঈমান বা 'বিশ্বাস' বলা হয়। ঈমান প্রকৃতপ্রস্তাবে যেন বৃক্ষের মূল আর কর্ম হলো তার শাখা-প্রশাখা। মূল যতই দৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী হবে, শাখা-প্রশাখাও ততই বৃদ্ধিলাভ করবে এবং ফুলে-ফলে সজ্জিত হবে। ইসলাম এ ঈমানের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ঈমানের সংঙ্গে আমলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে ঈমান ও আমলের এ সম্পর্কের কথাটি মনে রাখতে হবে।

ঈমানের বা বিশ্বাসের মধ্যেই সৎকর্মের নীতি নিহিত রয়েছে। এমনকি সৎ কর্মকেই অনেক সময় ঈমানের অংশ বলে বলা হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেনঃ ঈমানের সত্তরটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সবচাইতে উপরের হল 'আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই' একথা বিশ্বাস করা ও বলা এবং সবচাইতে নীচের হলো পথে কন্টক বা প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

www.pathagar.com

হযরত (সঃ) আরো বলেন ঃ লাইউমেনু আহাদু কুম হাত্তা ইউহিব্বু লে আখিহে মা ইউহিব্বু লে নাফসিহি ; তোমাদের মধ্যে যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে না। আর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ আনসারদের ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে ঃ ভাল কাজ করাই সত্যিকার ঈমান।

ঈমান ইসলামের একটি অতি প্রয়োজনীয় অবিচ্ছেদ্য মৌল নীতি। কিন্তু এ-ই সব নয়। ইসলামের মূলনীতিতে বিশ্বাস করলে তাকে মুমিন বলা হয়। মুমিনও মুসলিম, কিন্তু আংশিক মুসলিম। মুমিন নীতিকে বিশ্বাস করার সাথে সাথে নিজের জীবনে আমল করলেই যে হবে খাঁটি মুসলিম।

এ ঈমান বা 'বিশ্বাস' সাধারণ বিশ্বাস নয়। তাই কুরআন মরুবাসী-দের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে ঃ ওয়া মিনান্নাসে মাঁইয়া কুলু আমান্না বিল্লাহি ও বিল ইয়াওমিল আখেরে ওমা হুম বিমুমিনিন ; যারা কেবল বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করি, তারা সত্যিকার ঈমানদার নয়। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ কুরআনের আর এক জায়গায় বলেছেন ঃ ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরিন ইল্লা-ল্লাযীনা আমানু ওয়া আমেলুস্ সালিহাতে ওয়া তাওয়া সাও বিল হাক্কে ওয়া তাওয়া সাও বিস্ সাবরে ; নিশ্চয় মানুষ লোকশানে আছে। তবে যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, এবং হক কাজে উৎসাহ দেয় ও ধৈর্য ধারণে প্রেরণা যোগায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অন্তরে প্রবেশের ও তার অনুসরণের সম্যক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই আয়াতে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ ইন্নামাল মুমিনুনাল্লাযীনা আমানু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি ছুম্মা লামইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফী সাবিলিল্লাহি উলাইকা হুমুস্ সাদেকুন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করে, তারপর আর তারা সন্দেহ করে না এবং আল্লাহ্র পথে ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে যারা কঠোর সংগ্রাম করে, তারাই সত্যপরায়ণ। আল্লাহ্ তাআ'লা কুরআনে আরো

www.pathagar.com

এরশাদ করিয়েছেন ঃ ইয়া আইউহাল্ লাযীনা আমানু হাল আদুল্লু-কুম 'আলা তেজারাতেন তুনজিকুম মিন আযাবীন আলীম, তু'মেনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি' হে ঈমানদারগণ। আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যাতে তোমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পার? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করে এবং সে কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মারা যায়, নিশ্চয়ই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উপরের কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে আমাদের কারো কারো মনে হয়ত এমন ধারণা হতে পারে যে, শুধু কালিমার মৌখিক উচ্চারণ করা এবং ঈমান আনাই বেহেশত লাভের জন্য তথা প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু না, আসলে এর তাৎপর্য তা নয়। আল্লাহ্ ও রসূলকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে এর স্বীকারোক্তি করা এবং কাজে তা প্রমাণ করা মুসলিম হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। কালিমা উচ্চারণের সাথে সাথে তার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় কাজে ও কথায় তা প্রমাণ করার। মুখে বিশ্বাসের কথা বললাম আর কাজের বেলায় বসে রইলাম, তবে সে ঈমান আমল ছাড়া হবে। আর তা হবে ফলহীন বৃক্ষের মতো। বলা হয়েছে ঃ আল ঈমান বেলা আমালিন কাশ শাজারে বেলা ছামারিন, আমলহীন ঈমান ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়। আমি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আমার মনিবের গুণ গাথা প্রচার করতে থাকলাম অথচ তিনি যে হুকুম করলেন, নির্দেশ দিলেন তা পালনে তৎপর হলাম না, তাতে কি তার প্রতি আমার প্রকৃত ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে? সেরূপ ঈমান এনে তার বিপরীত কাজ করলে কোন ফল হবে না। তাই কুরআনে প্রায় সর্বত্র ঈমানের সঙ্গে সৎকর্মের আদেশ নাযেল হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতি লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু, যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত।

www.pathagar.com

হাদিস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে। রসুল আরো বলেন ঃ মান সালেমাল মুসলেমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি ওয়াল মুহাজিরু মান হাজারা মা নাহাল্লাহু, সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান, যে নিজের হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমানকে নিরাপদ রাখে (অর্থাৎ তার হাত ও মুখ দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হয় না বরং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়), আর সে-ই ত্যাগী পুরুষ যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যাতে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্যায় ও অসুন্দর দূরীভূত হয়, মানব জাতির কল্যাণ কামনায় যে এরূপ চেষ্টা করে সে-ই প্রকৃত মুমিন। যাতে অকল্যাণ ও অন্যায় নিহিত, তা মানুষের জন্য অসুন্দর সুতরাং তা মানুষের পক্ষে করে অবৈধ, হারাম। হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে হালাল বা বৈধ কাজের পরিচর্যা করাই সত্যিকার ঈমানের লক্ষণ। মানবতার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠাই ইসলাম তথা প্রকৃত মানব ধর্মের কাম্য। যাতে মানবতার হানি হয়, মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তা নিষিদ্ধ। চুরি, মিথ্যা, পরনিন্দা, মদ্যপান, ব্যাভিচার এসব অন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়, তাই অবৈধ। প্রকৃত ঈমানদার কোন দিন মানবকল্যাণ-বিরোধী কোন চিন্তা বা পরিচর্যা বা পরিশীলনী করতে পারেন না। বাহ্যিক প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে হলে, সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজেকে পরিচালিত করতে হলে চাই ঈমানের দৃঢ়তা চরিত্রের কঠোরতা। দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর সংযম দৃঢ় চিত্ত হওয়ার সহায়ক, অতএব সর্বতোভাবে গ্রহণীয়।

www.pathagar.com

ত্যাগ ও তিতিক্ষা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের উপর নির্ভর করে মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপে। মানুষের এ নির্ভরশীলতা থেকেই এসেছে নানা গুণের পরিশীলনী। মানুষের চরিত্র যদি মানব-সেবায় নিয়োজিত না হয়, মানব কল্যাণে যদি তার সব সাধনা প্রয়োগ করা না হয়, তবে তার সমাজে বাস করা চলবে না। মানুষ নিজের ও পরের সুবিধার জন্য, নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য যে সব চারিত্র্য গুণের অনুশীলনী করে থাকে তার মধ্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা অন্যতম। আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা মানুষকে সমাজে বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তাই চরিত্রের অন্যান্য গুণের সঙ্গে এ গুণগুলোর পরিশীলনী ও পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে।

আত্মত্যাগ আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায়। কারণ মানুষের জীবনের এক-মাত্র কাম্য মনুষ্যত্বের পরিচর্যা ও মানুষের মুক্তির জন্য সাধনা করা। আর ত্যাগেই সে মুক্তি এনে দেয়, ভোগে নয়। ভোগ মানুষকে বিলাস ব্যসন ও পার্থিব সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখানুভূতির পরিচর্যায় লিপ্ত করে। এতে মানুষের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা—এসব জৈব বৃত্তিগুলোর ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলে। আগুনে ইন্ধনের মতো এসব কেবলি অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পুড়ে ছাই করে দিয়ে আপন লেলিহান জিহ্বা মেলে দেয়। ত্যাগই হলো মানুষকে মনুষ্য নামের উপযোগী করে গড়ে তোলার অমোঘ অস্ত্র। ত্যাগের শাণিত অস্ত্র লালসার পরিবর্ধমান শাখা-প্রশাখাগুলোকে কেটে দিয়ে, ধ্বংস করে দিয়ে, মানুষের মধ্যে সত্যিকার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। লোভ মানুষকে মনুষত্বের উচ্চ স্তর থেকে নামিয়ে আসফালা সাফেলিন, নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে। মানুষ তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। তার পক্ষে নীচে নেমে যাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মনুষ্যত্বের পরিচর্যায় ব্যর্থ হলে মানুষ নামের কোন মূল্যই রইল না। লোভ তথা ভোগ মানুষকে মনুষ্যত্ববোধ

www.pathagar.com

থেকে এভাবে নামিয়ে দেয় বলে, পশুত্বে নামিয়ে দেয় বলে তার পরিচর্যা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আর তারই প্রতিষেধক আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ মানুষকে ভোগের প্রাচুর্য থেকে সরিয়ে নিয়ে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলে।

তাই দেখি, দুনিয়ার সব শ্রেষ্ঠ মনীষী আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী হয়ে নিলিপ্ত জীবন যাপন করে গেছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ), আশরায়ে মুবাশশারা প্রমুখ কি ধরনের নির্লোভ ও ভোগহীন দীন দরিদ্রের জীবন যাপন করেছেন, কি রকম কৃচ্ছ্র সাধনা করেছেন, সেকথা ভাবলে অবাক হতে হয়। সাধনার মূলই হলো ভোগ বর্জন এবং ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ।

ত্যাগের সংগেই সহনশীলতা, ক্ষমতা ও মহত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা আসে। আগেই বলা হয়েছে যে, তিতিক্ষা বা সহনশীলতা ও ক্ষমা এমন মানবীয় গুণ, যার পরিশীলনীর মাধ্যমে অন্যান্য মানবীয় গুণেরও বিকাশ সহজতর হয়ে উঠে। সহনশীলতা মানেই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মহানুভবতা। আপনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা সত্বেও আপনি তা কতখানি ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন বা আপনার বিরুদ্ধবাদীর কথা, মত ও কাজ কতখানি উদারতার সংগে গ্রহণ করতে পারেন এবং দুশমনির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অন্তরে যে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়, তা কতখানি সহিষ্ণুতার সংগে দমন করতে পারেন, ক্রোধ দমনে ও প্রতিহিংসপরায়ণতায় কতখানি সংযমের পরিচয় দিতে পারেন, তা দিয়েই পরীক্ষা হবে আপনার ধৈর্য, পরমত সহিষ্ণুতা, ঔদার্য ও ক্ষমার আদর্শ কতখানি আয়ত্ত হয়েছে।

ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা ও পরধর্মের স্বার্থ রক্ষার প্রতি বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজের জীবনে ত্যাগ ও তিতিক্ষার যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তা মনুষ্যত্বের শিক্ষায় এক মহৎ আদর্শ হিসেবে গণ্য হবে। হযরত ছিলেন আদর্শ মানব। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা পুরোপুরি পালন করতে চেষ্ঠা করতেন। তাঁর সহনশীলতা ছিল অপরিসীম। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি দশ বছর হযরতের খেদমত করেছি। এর মধ্যে কোনদিন তিনি

www.pathagar.com

বলেননি যে, কেন এ কাজটি হয়নি কেন ও কাজটি হয়েছে? এমন কি কখনও 'উঃ' শব্দটি পর্যন্ত তাঁকে বলতে শুনিনি।

সাহাবাগণ বিধর্মীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় বলতেন, 'হুযুর! এদের অভিশাপ দিন।' তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিতেন ঃ আমিতো মানুষের জন্য অভিশাপ নিয়ে জন্মাইনি, বিশ্বের হিতের জন্য রহমত নিয়ে এসেছি। অভিশাপ দিতে নয় আশীর্বাদ করতে এসেছি। অমঙ্গলের জন্য নয়, মঙ্গলের জন্য দোয়া করছি ঃ আল্লাহ্, বিশ্ব-প্রতিপালক হিসাবে প্রভু, এরা অবুঝ, এদের ক্ষমা করো। এরা বুঝতে পারছে না কী করছে, এরা না বুঝে অপরের ও নিজের ক্ষতি করছে। তাই ক্ষমা করো প্রভো।

একদিন এক ব্যক্তি এসে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে এ বলে অভিবাদন জানাল ঃ তোমার সর্বনাশ হোক। হযরত আয়েশা (রাঃ) শোনামাত্রই জবাব দিলেন ঃ তোমারও সর্বনাশ হোক। হযরত তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ একজন তোমার অমঙ্গল চাইলেও বা করলেও তোমার উচিত তার মঙ্গল কামনা করা।

ওহোদের যুদ্ধে হযরতের মাথা ও মুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। হযরত বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে কেবল বললেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির ওয়াহ্দি কাওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামূন ; আল্লাহ্, তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করো, আর তাদের সৎ পথ দেখাও, কেননা তারা বুঝে না। এজন্যই তো তাঁকে বলা হয় রাহমাতুলিল আলামীন, বিশ্বের আশীর্বাদ। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ওয়া আন তা'ফু আকরাবু লিত্তাকওয়া ; ক্ষমা করো. কেননা তা তাকওয়া বা ধর্ম-ভীরুতার নিকটবর্তী। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। ক্ষমায় নিজের মহত্ত্ব ও অপরের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্ বলেন. মহৎ লোক মহত্ত্ব দ্বারা অমহত্ত্ব দূর করে। হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (রহঃ) মহত্ত্বের কথা আমরা সবাই জানি। ডাকাত সর্দার তাঁর মহত্বে মুগ্ধ হয়ে সৎভাবে জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করেছিলো। অপরাধীকে ক্ষমা করতে না পারলে, ক্ষমার আদর্শে দীক্ষিত হতে না পারলে জীবন অমানুষিকতার বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনুষ্যত্ব তখন ধীরে ধীরে নেয় বিদায়। মানুষ

www.pathagar.com

হয়ে যদি মানুষকে ক্ষমা না করতে পারলাম তবে মানুষ আর পশুতে পার্থক্য রইল কোথায় ?

আমাদের উচিৎ হবে ক্ষমা, মহত্ত্ব, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে, দেশের তথা বিশ্বের জীবনে মানবতার উদ্বোধন করা।

মানুষ কেবল নিজের জন্য বাঁচে না। দেশের ও দশের জীবনকে সমাজ সেবায় উজ্জীবিত করে, দেশ-সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সবার কল্যাণে নিয়োগ করার প্রেরণা যুগিয়ে সংসারে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ও সাধনাই হবে প্রকৃত মনুষ্য জীবনের সার্থক সাধনা।

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর জীবন থেকে, আসহাবদের এবং অন্যান্য মনীষীদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করে নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত করতে, কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হবো। নিজের জীবনকে ও অপর সকলের জীবনকে ত্যাগ ও তিতিক্ষা, ক্ষমা ও সহনশীলতায় মণ্ডিত করে সবার কল্যাণ কামনায় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েই সত্যিকার ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারব। আর তা-ই হলো প্রকৃত মনুষ্য জীবন। প্রকৃত ইসলামী জীবন মাত্রেই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। অন্য কথায় মুসলিম মানেই প্রকৃত মানুষ। তাকে দেখা মাত্রই যেন বুঝা যায় যে, হ্যাঁ, এটিই প্রকৃত আল্লাহ্‌র বান্দা, প্রকৃত মানুষ।

আল্লাহ্‌ বলেছেন : যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহে হুদাললিল মুত্তাকীনাল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বে ওয়াইউকিমুনাস্‌সালাতা ও মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন : এ সে কেতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের সৎপথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাদের যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, তাদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তা থেকে গরীব-মিস্‌কীন-দুঃখী-নিঃসম্বলদের দান করে, ত্যাগ স্বীকার করে। যাদের চরিত্রে ত্যাগ নেই, তাদেরই তাকওয়া নেই। তাই তাকওয়ার মূল ত্যাগ ও তিতিক্ষা, স্বার্থহীনতা তথা পরার্থপরতা। নিঃস্বার্থ জীবন, পরহিতে বিসর্জিত জীবনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন তথা ইসলামী জীবন।

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি

সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে নানাভাবে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। কাজকর্মে, কথা-বার্তায় মানুষ একে অন্যের সহায়তা করবে এই-ই তো আশা করা যায়। ব্যষ্টি থেকে সমাজ সৃষ্টির মূলেও এ ভাবটিই কাজ করেছে। মানুষের সৃষ্টি জন্ম, জীবন যাপন প্রণালীর রহস্যই ধরা পড়ে পরিবার ব্যবস্থায়। পিতামাতার নিঃস্বার্থ ভালবাসা, প্রেয়সীর প্রেম, পুত্রের প্রতি স্নেহ, দুঃস্থের প্রতি দরদ, নিঃস্বের প্রতি দয়া, মানবতার জন্য আত্মত্যাগ এসবই সমাজ ব্যবস্থার পরিপোষক। সমাজের এক এক জনের পক্ষে একা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ও একক নিরপেক্ষভাবে চলা সম্ভব হয় না। সৃষ্টিরই এ কৌশল, সমাজে কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ কর্তা, কেউ তাবেদার, কেউ সক্ষম, কেউ অক্ষম, অতএব একজন আর একজনের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই। এই উপায়হীনতা থেকেই সবার সুবিধার জন্য একে অপরকে ভালবাসতে, একে অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। জীব-জগতের সর্বত্রই এ নীতির মহড়া দেখতে পাই।

মানুষ যেহেতু মানুষ, যেহেতু সে সব জীবের সেরা আশরাফুল মাখলুকাত, সেহেতু তার বুদ্ধি-বিবেক, স্বভাবতঃই সাধারণ জীবের ঊর্ধ্বে। একজনের দুঃখ, একজনের বিপদ অন্যে এসে মোচনের চেষ্টা করে। একের সুখে এসে প্রকাশ করে আনন্দ। এই পর-চিন্তা আত্মচিন্তাকে বিস্তৃত করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ করে সংগে সংগে অপরের নিয়ন্ত্রণের কথাও তাই মানুষ চিন্তা করেছে। এভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তাই, মানব সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অত্যন্ত সত্য কথাই বলা হয়েছে: Civilization means consideration for others; অপরের জন্য বিবেচনার নামই সভ্যতা। অপরের জন্য ভাবতে পারে বলেই মানুষ উন্নত, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

কবি বলেছেন ঃ

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কবি আরো বলেছেন ঃ

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

এসব কথার তাৎপর্য হচ্ছে মানুষ একে অপরের ভাই, এমন কি কেবল তাই-ই নয়, রক্ষক। এমন রক্ষক যে, নিজেকে বিসর্জন দিয়েও অপরকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান, সার্বজনীন মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। অর্থাৎ সর্ব মানবের জীবন পদ্ধতি। মানব কল্যাণ সাধনে যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা, তারই এক নাম ধর্ম। সুস্থ পরিবেশকে স্থায়ী করতে চাইলে অসুস্থ জীর্ণ পরিবেশকে দূর করতে হবে। আর এ কথাটাকেই বলা হয়েছে ঃ আম্‌রি বিল মারুফ ওয়া নিহি আনিল মুন্‌কার, সৎকাজে উৎসাহ দান আর কুকাজে বাধা প্রধান। মঙ্গল বিধানে নানা রূপ প্রচেষ্টা আর অমঙ্গল বিনাশের নানারূপ প্রয়াসই ধর্মীয় অনুশাসন। ইসলাম এ ধরনের কল্যাণেরই ধর্ম।

সুষ্ঠু জীবনবোধে উজ্জীবিত হলে, সমাজ ও সমষ্টির মঙ্গল কামনা করলে, কিছুতেই আপনি মানব কল্যাণ বিমুখী কোন চিন্তা বা কাজ করতে পারেন না। সৃষ্টির মূলে কল্যাণ কামনায় আপনার আর আমার যে মানবিক বৃত্তিগুলোর অনুশীলনীর প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে দয়া, মহত্ব, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, পরোপকার, ন্যায়বিচার, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পালন ও অপরের ধন ও মালের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, এসব অপরিহার্য।

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি পালন ও অপরের গচ্ছিত সম্পদের উপর কথামতো খবরদারী করা মনুষ্যত্ব বোধের অঙ্গ, তথা ধর্মের অন্যতম অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মানুষের কল্যাণমুখী গুণগুলোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ এটি।

সত্যকথা বলা যেমন ধর্মের অঙ্গ, সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের উপাদান, তেমনি প্রতিশ্রুতি পালন এবং পরগচ্ছিত সম্পদ যথাবিহিত প্রত্যর্পণও অপরিহার্য, অবশ্য পালনীয় ধর্ম। হযরত রসূলে করীম (সঃ) ফরমিয়েছেন ঃ লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহু ওয়ালা দীনা লিমান লা আহদালাহু; যে আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত প্রত্যর্পণ করে না তার ঈমান নেই, আর যে ওয়াদা, মানে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার কোন ধর্মই নেই। অতএব, ঈমান না থাকলে, তওহীদের মূল বিশ্বাসটি না থাকলে আপনার গোড়ায়ই গলদ রয়ে গেল। তওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাসেই আপনার ত্রুটি রয়ে গেল। কাজেই আমানত এমনই গুণ যেটি মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষের তওহীদত্বই রইলোনা। তারপর যার ধর্ম নেই তাকেই আমরা ধর্মহীন বা কাফের বলি। হযরত বলেন, আপনার ওয়াদা রক্ষিত না হলে, আপনার ধর্ম নেই। অর্থাৎ আপনি অবিশ্বাসী। কাজেই ওয়াদা পালন আর আমানত রক্ষা করা ঈমান ও ইসলামের মূল বিশ্বাস সমূহের অন্যতম।

কুরআন বলে ঃ ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানূ আউফূ বিল উকূদ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অঙ্গীকার রক্ষা কর। অঙ্গীকার রক্ষা করা এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অঙ্গ যে, হিসাবের দিনে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ফরমিয়েছেন ঃ আউফূ বিল আহদে ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা, তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর নিশ্চয় তোমাদের অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু সব কথা কাজে পরিণত করি না। অনেকের সঙ্গে কথা দিই, কথা দিয়ে তা রক্ষা করার দায়িত্ব ও তার পূর্ণ গুরুত্ব উপলবধি করি না। একজনকে কথা দিয়ে তা রক্ষা না করতে পেরে তার জন্য পার্থিব বা অপার্থিব নানা রকম অজুহাত টেনে

www.pathagar.com

জানি। আমার যেন কোন অপরাধই হয়নি, এমন ভাব দেখাই, যদিও আমি কথা রক্ষা করিনি ঃ যারা মনে করেন, দৈনন্দিন জীবন যাপনে এসব খুঁটিনাটি অত গভীর ভাবে দেখলে চলে না, তারা নিশ্চয়ই ভুল করেন। হযরত (সঃ) একবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত একস্থানে একটি লোকের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। কুরআন বলে ঃ যখনই তারা ওয়াদাবদ্ধ হয় এবং একদল তা ভঙ্গ করে তাদেরঅনেকেই বে-ঈমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ওয়াদা খেলাপ করা ঈমানদারের কাজ নয়। আল্লাহ্ বজ্র নির্ঘোষে বলেন ঃ ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন, হে মুমিনগণ। তোমরা যা পালন কর না এমন কথা কেন বল ? এই যে তোমরা যা বল অথচ কর না, এ অত্যন্ত নিন্দনীয়, আল্লাহ্র কাছে এ অপছন্দীয়।

আমানত সম্বন্ধে এই একই কথা। পরের মঙ্গলের কথা যদি আপনি ভাবেন, তাহলে তা ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ কিছুতেই করতে পারবেন না। আপনার কাছে গচ্ছিত মাল সামান্যতমও পরিবর্তিত হবে না এমন অবস্থায় আপনি মালিককে ফিরিয়ে দিবেন। এতে ওয়াদাও রক্ষা হলো, আমানতও খেয়ানত হলো না। এ-ইতো আমাদের বিধান, ধর্মের বিধান। আল্লাহ্ বলেন ঃ লা তা'কুলু আমওয়ালাকুম বায়নাকুম বিল বাতেলে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ধন-সম্পদ আত্মসাত করো না। কুরআন আরো বলে ঃ তোমাদের কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে, তেমন বিশ্বাসীর পক্ষে গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ্ গচ্ছিত দ্রব্য তার মালিককে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়াছেন। যে আল্লাহ্র নির্দেশ মানল না, সে প্রকৃত মুমিন হলো কি করে ? ধার্মিক মানুষ যদি সমাজের কল্যাণ-কামীই না হয়, তবে মুসলমান হলো কি করে ? ওয়াদা রক্ষা করা ও আমানত খেয়ানত না করা মুসলিম জীবনে তথা মানব জীবনের অবশ্য পালনীয় চারিত্র্য সম্পদ ও স্বর্গীয় গুণ। সত্যপরায়ণ ও ন্যায়-পরায়ণ লোক ওয়াদা পালনে ও আমানতি যথাযথ রক্ষা ও প্রত্যর্পণে ব্যর্থ হয় না। সত্য ও ন্যায় আমানত ও ওয়াদা রক্ষার প্রধান সোপান। সে-ই প্রকৃত মুমিন যে ওয়াদা পালন করল ও আমানত রক্ষা করল। তার জন্যই কামিয়াবী। সে-ই প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য, আল্লাহ্র

www.pathagar.com

খলীফার মর্যাদায় উন্নীত। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ যারা গচ্ছিত ধন রক্ষা করে, কথামত কাজ করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তারাই আদর্শ মুসলিম। একথা স্মরণ রেখে জীবনের কর্মে এগিয়ে চললে মানুষের ধ্বংস নেই, মুসলিমের ধ্বংস নেই। আর তা হতে পারলেই এ দুনিয়ায় জান্নাতি শান্তি নেমে আসবে।

www.pathagar.com

আমানত

মানুষ একে অপরের উপর নানা কারণে নির্ভরশীল। বিপদ আপদে একজন আর একজনকে সাহায্য সহায়তা করবে এই-ই তো সামাজিক জীব হওয়ার লক্ষণ। কাজেই কেউ যদি কারো বিপদে আপদে তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে, সে অঙ্গীকার অবশ্যি রক্ষা করা তার কর্তব্য। তা নইলে যাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করা হয়েছে সে আরো বিপদে পড়তে পারে। এ যেমন মানুষের সুখ সুবিধা বিধানের অঙ্গ, তেমনি দুঃখ ও অন্যায় দূরীকরণেরও উপায়। অঙ্গীকার রক্ষা বা ওয়াদা পালন যেমন মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, তেমনি আমানত রক্ষা করাও অবশ্য কর্তব্য, ধর্ম। কুরআন মজীদে আমানত সম্বন্ধে তাম্বিহ্ করা হয়েছে। হাদীস শরীফেও আমানত সম্বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী করা হয়েছে।

কুরআন বলেঃ ইয়াল্লাহা ইয়ামুরুকুম আন তাওয়াদ্দুল আমানাতিইলা আহলিহা; আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতকারীর আমানত আদায় করে দাও।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ লা দীনা লেমান লা আহদা লাহ, লা ঈমানা লেমান লা আমানাতা লাহ, যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই, আর যে আমানতদারী করে না তার ইমান নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আমানত এর সংগে ঈমানের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। একজন লোক ঈমান আনল যে, আল্লাহ্ এক, হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর প্রেরিত পুরুষ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ, আখেরাত, তকদীরের ভাল মন্দ ও পরকালে পুনরুত্থান এসবই ঠিক। এসবের প্রতি প্রকৃত ঈমান এনে কেউ আমলে অন্যথা করতে পারে না। সুতরাং আমানত ও খেয়ানত করতে পারে না। যে ব্যক্তি আমানত খেয়ানত করে তার আখেরাত অন্ধ-

www.pathagar.com

কার। আল্লাহ বলেন: ওয়ামাইয়াগলুল ইয়াতে বিমা গাল্লা ইয়াওমাল কেয়ামাতিল্ আজ্জাবে, যে আমানতদারী করে না সে কেয়ামতের শাস্তির দিন খেয়ানত করা বস্তু নিয়ে হাজির হবে।

অতএব আমানত রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। আমানতদারী মানুষকে পরোপকার করতে সাহায্য করে এবং পরচর্চাও পরের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষ করে। যে আমানত ঠিক রাখল এবং ঠিকমত যার বস্তু তাকে ফিরিয়ে দিল তার অন্তরে আল্লাহ্র প্রীতি ও ভীতি দুই-ই সমান ভাবে কাজ করে। তাই সে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আল্লাহর বান্দাকে ঠকাতে সাহস করে না। আমানত খেয়ানতের দ্বারা একদিকে তার দিলের আরশী ময়লা হয়ে যাবে, আল্লাহ্র রহমত ও প্রেম থেকে বঞ্চিত হবে; আর একদিকে সে ঈমান খুইয়ে আল্লাহ্র গযবে পতিত হবে। যে আল্লাহ্র রহমত ও প্রীতি থেকে বঞ্চিত হলো এবং আল্লাহ্র গযবে পতিত হলো, তার ইহকাল ও পরকাল দুইই বিনষ্ট হয়ে গেল। তার মানব জন্মই বৃথা হলো। মানুষকে আল্লাহ্ আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন, সে তার কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায়, চালে চলনে সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তা নইলে পশুতে আর তাতে তফাত রইল কোথায়?

আমানতদারী মানুষকে নির্লোভ ও আত্মসংযমী হতে শিখায়। আত্মসংযম মনুষ্য জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আত্ম সংযমে অসমর্থ মানুষ সামান্য স্বার্থের কারণে যে কোন অপরাধ করে বসতে পারে। ধনের লোভ ও সম্পদের লোভ মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে নীচে নামিয়ে নেয়। আমানত খেয়ানতকারী লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষকে খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনায়, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাই আল্লাহ্ তা'-আলা ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষা করার তাগিদ দিয়েছেন।

নির্লোভ ও সংযমীই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—শাস্ত্রের বচন, অতএব কর সবে লোভ সংবরণ। শাস্ত্রের বাণী অমান্য করে এ লোভের পরিচর্যায়ই তো অসংযমী আমানত খেয়ানত করে

www.pathagar.com

বসে। মানুষের চরিত্রে একবার লোভ প্রবেশ করলে তা বাড়তেই থাকে, কোন দিনই দমন হয় না। অসংযমী ব্যক্তি সামান্য লোভে পড়েই আমানত খেয়ানত করে এবং আপাততঃ মধুর লালসায় সে মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, গোষ্পদের পানিতে আত্মাহুতি দেয়।

শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে, সুকুমার বৃত্তিগুলোকে উজ্জীবিত করে, মানবিক বৃত্তিগুলোকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করে। যে শিক্ষায় এ ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষার সাবধানতা নেই সে শিক্ষা বাস্তব ও জীবনমুখী নয়। জীবনবোধ তথা মানবীয় বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে পরিনিয়ন্ত্রিত মানসিকতা মানব চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে সহায়ক হয় যা আমানতদারীকেও বাদ দেয় না। মানব কল্যাণের অপরাপর বৃত্তিগুলো পরিচর্যার সংগে সংগে তাই চাই সব গুণের অনুশীলনী। তার মধ্যে আমানত রক্ষা অন্যতম, এতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বাবলম্বন ও আত্মসম্মানবোধ মানুষকে নীচ হীন কাজ থেকে নিবৃত্ত করে। মানুষ যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সবার উপরে তার স্থান, সে আল্লাহ্‌র খলীফা, প্রতিনিধি—এ আত্মসম্মানবোধই তাকে সব রকমের নিকৃষ্ট কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আত্মসম্মানবোধই তাকে স্বাবলম্বী করবে। তার চরিত্রে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় এনে দেবে। সে আত্মাদর শিখবে। আত্মাদরই মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপান। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও আত্মসম্মানবোধে অনুপ্রাণিত যে জীবন, সে জীবনই সংযম ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিপোষক। আর সে জীবনেই আত্মাদর আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষ যে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে, সে তো তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাময় স্বরূপের কথা স্মরণ রেখেই। তার জীবন, তার ধন, মান সবই তো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে। আর তা হতে গেলেই তার মর্যাদা, তার আত্মাদরবোধ জাগ্রত থাকতে হবে। এসব গুণের সমন্বয়ই মানুষকে ওয়াদা রক্ষা ও আমানত পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, জাতি তথা বিশ্ব কল্যাণের কাজ ও ওয়াদা পালনে ও আমানত রক্ষায় নিহিত রয়েছে। আমানত খেয়ানতে কেবল

www.pathagar.com

ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, সমাজ দেশ জাতি তথা বিশ্ব দহনের সহায়ক হয় এ আমানত খেয়ানতকারী। আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনের সূরা বাকারায় বলেছেন: ফাইন আমেনা বা'দুকুম বা'দান ফাল ইউয়াদ্দিল্লাজী তু'মেনা আমানাতাহু ওয়াল ইয়াত্তাকিল্লাহা রাববাহু, —যদি তোমাদের কেউ কারো কাছে কোন জিনিস আমানত বা গচ্ছিত রাখে, তবে যার কাছে রাখা হয়েছে, সে যেন আমানতের বস্তু ফেরত দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। সূরা আল্ আন'আমে আল্লাহ বলেন: ইয়া আইউহাল্লাজীনা আমানু লা তাখুনুল্লাহা ওয়াররাসূলা ওয়া তাখুনু আমানাতেকুম ওয়া আনতুম তা'লামুন;—হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আমানত খেয়ানত করো না, এবং তোমাদের আমানত খেয়ানত করো না। তোমরা তো খেয়ানতের শাস্তি সম্বন্ধে অবগত রয়েছ।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতিটি কথায় ও কাজে ওয়াদা পালন করা। তাতেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মকল্যাণ তথা বিশ্বকল্যাণ নিহিত। আমানত খেয়ানত করায় ও প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েই পদে পদে আমরা সমাজের অশান্তি ও অকল্যাণ ডেকে আনছি এবং ধীরে ধীরে প্রকৃত মানবতার মৌল ঈমানটি হারাতে বসেছি। আত্মকল্যাণ ও বিশ্বকল্যাণ যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে ঈমান দৃঢ় করে কথায় ও কাজে, বিশ্বাস ও আমলে আমাদের প্রকৃত মুসলিম তথা প্রকৃত মানুষ হতে হবে। সত্যের জয় অবশ্যাম্ভী। অসত্যই মিথ্যা। তার পরাজয় নিশ্চিত।

কবি মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন:

পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান,
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান।

আমানতের কথা ভাবলে আত্ম-সম্মানের কথা আসে আর আত্ম-সম্মান থেকেই উঠে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরের স্বার্থ, ধন ও সম্পদ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেওয়া। রসূল (সঃ) বলেন: সে-ই মুমিন যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে। স্বার্থ ত্যাগ ও নির্লোভ চরিত্রই প্রকৃত মুসলিম চরিত্র, প্রকৃত মানুষের স্বভাব।

www.pathagar.com

সময়ানুবর্তিতা

পরিশ্রমের যেমন মূল্য রয়েছে, কথার যেমন দাম আছে, ভাল কাজের যেমন পুরস্কার ও মন্দ কাজের যেমন তিরস্কার আছে, তেমনি সময়েরও মূল্য রয়েছে।

সময় নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে যায়, কারো অপেক্ষা করে না। তাই বলা হয়েছেঃ time and tide wait for none আমরা প্রতিপত্তি, সম্পদ, বংশমর্যাদা, শিক্ষা, প্রতিভা, এসবের সম্মান করে থাকি। সময় এদের সবাইকে উপেক্ষা করে চলে যায়। সময় নিষ্ঠুর। নির্মম তার গতি। মানুষের ব্যাকুল প্রার্থনা তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না। কোন শক্তিই তাকেই বেঁধে রাখতে পারে না। ঐশ্বর্যকে সে ভ্রুক্ষেপও করে না। সময় অন্ধের মতো, কিছু দেখে অপেক্ষা করার তার ফুরসুত নেই। সব কিছুকে অপেক্ষা করে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলাই তার স্বভাব।

এই যে সময় – পৃথিবীতে এ সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে চিকিৎসা, ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং বায়ু পরিবর্তন দ্বারা হয়ত ফিরিয়ে আনা যায়। সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তাও উদ্ধার করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু যে সময় চলে গিয়েছে তাকে হাজার চেষ্টায়ও কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এ মুহূর্তটি চলে গেলে লক্ষ লক্ষ লোকের অনুরোধ এবং চেষ্টায়ও তা আর ফিরে আসবে না। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত বহু কর্তব্যের ইঙ্গিত বয়ে আমাদের সামনে হাযির হয় এবং তার ঐশ্বর্য গ্রহণ করে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক করে তুলতে আহবান করে।

আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কর্তব্য অপরিসীম। কর্ম করে, জগতের জন্য কিছু করে এ সামান্য ক্ষণস্থায়ী জীবনকে শোভামণ্ডিত সুন্দর সফল করে তুলতে হবে। আলস্য করে সময় নষ্ট করলে এ জীবন বৃথা যাবে। কঠোর কর্মময় এ জীবনের স্বল্প সময়ের পরিব্যাপ্তিকে কর্মে

www.pathagar.com

ভরে তুলতে হবে, তবেই শতবর্ষের অলস অকর্মন জীবন থেকেও এ সামান্য জীবনের মূল্য বেশী হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে সময় যেমন নিরর্থক হয়, জীবনও তেমন অসার হয়। সময়কে যথাযথ-ভাবে কাজে লাগাতে পারলেই সময় শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে প্রতিভাত হয়। দুনিয়া যে মনীষিগণের অবদানে অগ্রগতির পথে ধাবমান, তাঁদের সবাই সময়ের মূল্য বুঝে সে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করেছেন, কাজে লাগিয়েছেন। জীবনে মান সম্মান, যশোকীর্তি, সব কিছুই লাভ করা সম্ভব কেবল সময়ের সদ্ব্যবহারের দ্বারা।

যে কাজটি যে সময় করা উচিত সে কাজটি ঠিক সে মুহূর্তে করার নামই সময়ের সদ্ব্যবহার বা সময়ানুবর্তিতা। আজকের কাজ আগামী কালের জন্য যারা রেখে দেয়, তারা সময়ের মূল্যও বুঝে না আর সময়ের সদ্ব্যবহারও জানে না। জীবনে সব রকমের সাফল্য নির্ভর করে এ সত্য শিক্ষার ওপর। সময়কে অবহেলা করে কেউ সফলতা অর্জন করতে পারে না। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ও সময়ানুবর্তী হওয়া জীবনের এক মহাশিক্ষা ও পরম সাধনা। এ সাধনায় ব্যর্থ হলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সময়কে যে অবহেলায় নষ্ট করে, অলসতায় কাটিয়ে দেয় তার মতো হতভাগা অপব্যয়ী আর নেই। সামান্য একটি মুদ্রা হারিয়ে গেলে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি অথচ মহামূল্য সময়ের মুহূর্তগুলোর যে মুক্তার মালার মতো একে একে চলে যাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। এ অবহেলা, এ অপচয় এ অপব্যয় মানব জীবনমুখী নয়, কল্যাণমুখী নয়। এ সম্মন্ধে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন : তোমরা অপব্যয় করো না, অপব্যয়ীরা আল্লাহর অভিশপ্ত। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে : ওয়ালা তুবাযযির তাবযিরা ইন্নাল মুবাযযিরীনা কানু এখওয়ানাশ শায়াতীন; সাবধান, তোমরা অপচয় করো না, অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিশেষ কর্মের জন্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ে না করতে পারলে এর পরবর্তী সবগুলো কাজে এর ধাক্কা লাগে। কোন একটি কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে জীবনে আর তা সম্পাদন নাও হতে পারে। কাজেই আমাদের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করে নিতে হবে। আমরা

www.pathagar.com

সাধারণতঃ সভাসমিতির সময় চারটেয় দিলে পাঁচটায় গিয়ে উপস্থিত হই। এ অতন্ত্য গর্হিত কাজ। কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারা, সময়মতো প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পারা মানবতা বিরোধী তথা ধর্মবিগর্হিত কাজ। রসূল বলেন : লা ঈমানা লেমান লা আমানাতা লাহ, ওয়ালা দীনা লেমান লা আহদা লাহ, যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই আর যে প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা রক্ষা করতে পারে না, তার ধর্ম নেই। যারা এর মর্ম না বুঝে সময়ের অপচয়, অন্যের অসুবিধা, অন্য কাজের অনিষ্ট এবং ধর্মদ্রোহিতা করেই চলেছে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজটি করতে পারে না বা করতে সচেষ্ট হয় না, তাদের ইহকাল এবং পরকাল দুই-ই সর্বনাশ। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে তারা সামান্য সফলকাম হলেও মূলতঃ তাদের জীবন অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত।

মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে সমাজ ও পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করে পৃথিবীকে সুন্দরতর করে তোলা, বাসোপযোগী করে তোলা। মানুষ যেহেতু মানুষ তাই সে নিজের পরেই পরের জন্য ভাবে। পরের জন্য ভাবে বলেই তার বিবেক-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা দিয়ে সে অপরের মঙ্গলের কথা চিন্তা করবে ও তা কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিজ পরিবার, সমাজে, দেশ ও জাতির মঙ্গলে নিয়োজিত যে কর্ম সে কর্মই মনুষ্য জীবনের কাম্য। আর তা সম্ভব একমাত্র সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে।

আপনার বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি, আশ্রিত জন, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, প্রতিবেশী সবার প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যে জ্ঞানের আলো পায়নি তাকে জ্ঞানদান, যে অভাবগ্রস্ত তার অভাব মোচন, যে আর্ত তার সেবা, এক কথায় মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত না হলে মানুষ কখনও মানুষ নামের উপযুক্ত হতে পারে না। মানবতার সেবায় নিযুক্ত হতে চাইতে আপনাকে সময়ানুবর্তী হতেই হবে। সময়ানুবর্তী না হলে মানুষ কোন দিন সমাজ ও পৃথিবীর কোন উপকার করে যেতে পারে না। তাই আমাদের একান্ত উচিত সময়ের মূল্য বুঝে সময়ের সদ্ব্যবহার করা, সময়ানুবর্তী হওয়া। তবেই

www.pathagar.com

আমাদের নিয়ত ও আমল, সংকল্প ও কর্ম মানব কল্যাণমুখী বিশ্বমঙ্গলে পরিব্যাপ্ত হবে।

মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, কর্ম অপরিসীম। জীবনের যাবতীয় কর্তব্য শেষ করে যেতে চাইলে, সব কাজেই সময়মত সমাপ্ত করতে হবে। কবি বলেন ঃ

যে চাষা আলস্য ভরে বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায় ?

সময়মতো বীজ বপন করতে হবে, তবে তো সোনার ধান কেটে গোলায় ভরা যাবে। জীবনের স্বর্ণমুহূর্ত আলস্য ও অবহেলায় হারিয়ে অবশেষে হায় আফসোস করলে চলবে না। দিনের শেষে খেয়া পারে এসে হাজার কান্নায়ও আর সূর্যটি ফিরে আসবে না। সুতরাং যখন-কার যে কাজ, তখন তখনই সে কাজটি করে ফেলা উচিত। সব কাজই 'কাল করব' বলে ফেলে রাখলে, সে কাজ কোন দিনই করা হয়ে উঠবে না। ছাত্র, শিক্ষক, দেশে-সেবক ; সমাজ কর্মী, কৃষক, শ্রমিক সবারই জন্য এ একই কথা। কর্তব্য সম্পাদন করে জীবন সার্থক করে তুলতে হবে। তা হলেই আখেরাতে তার সুফল আশা করতে পারি। বলা হয়েছে ঃ আদ দুনিয়া মাখরা আতুল আখেরা ; এ দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। এখানে কাজ করে গেলেই তো পরকালে পারিশ্রমিক আশা করতে পারি। বাউল কবি বলেছেন ঃ

মন তুমি কৃষি কাজ জাননা
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

এ জীবন সত্যি স্বর্ণখনি। খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করতে হবে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মারফতে। পরিণামে তার মূল্য পাওয়া যাবে, সময় অমূল্য ধন। এ ধন একবারে খসে গেলে আর পাওয়া যাবে না। প্রতিটি মুহূর্ত অসংখ্য কর্মময়, সাধনায় পরিপূর্ণ হলেই পৃথিবী-তে মানুষের মাঝে শান্তি নেমে আসবে।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্ব

আদম সন্তান একে অন্যের ভাই। হযরত রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ সবাই আদম থেকে সৃষ্ট হয়েছে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ইসলামের চোখে তথা মানবতার দৃষ্টিতে সবাই সমান। ইসলামের চোখে আভিজাত্যের গর্ব, উচ্চ-নীচ, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলাম মানে শান্তি। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ শান্তিতে বাস করুক, একে অন্যকে সৌহার্দ বন্ধনে আবদ্ধ করে দুঃখময় এ সংসারে অনাবিল শান্তির প্রতিষ্ঠা করুক, এ-ইতো শ্রেষ্ঠ জীবন-বিধান ইসলামের কাম্য। তাই মানুষে মানুষে বিভেদ আর কৃতিমতা দূর করে দিয়ে সব মানুষকে এক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় ইসলামে। ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে এ ভ্রাতৃত্ব। মনুষের সত্যিকার মানুষ্যত্বকে উপরে তুলে ধরার এ এক অমোঘ নিয়ম। এ বিধানে মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। মানুষ মানুষের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম করবে না। এ-ইতো ইসলামের কাম্য। মানব জীবনের পদ্ধতিতে জীবন ধারণের ব্যবহারিক-তায় মানবতার অবমাননা করবে না, পরস্পর মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করবে, সে যে আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সে কথা ভুলে গিয়ে সে আত্মমর্যাদা হারাতে পারে না। মনুষ্যত্ববোধকে, তার আত্মাকে সে কলুষিত, হেয় ও লাঞ্ছিত করতে পারে না। মানুষকে আল্লাহ্ তাঁর নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাকে বলা হয়েছে ঃ তাখাল্লাকু বি-আখলাকিল্লাহ, আল্লাহ্র ফিতরাতে, তাঁরই আখলাকে, তাঁরই গুণে নিজেকে ভূষিত কর। আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কর্ম করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে যেহেতু জৈবিক প্রবৃত্তি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, যেহেতু তার মধ্যে পশু প্রবৃত্তিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তার মনুষ্যত্ব-বোধকে উজ্জীবিত করার জন্য তাঁর প্রতিনিধিত্ব, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য অহরহ পশুত্বের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

সংগ্রাম করতে হয়। এ সংগ্রামই জীবন। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনাই এ সংগ্রাম, এ সাধনা। এ সংগ্রাম তাকে পশুত্বের হীনতা, দীনতা ও নীচতা থেকে মনুষ্যত্বের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত করার সহায়ক হয়। মানবতাবোধ ও পশুবৃত্তি, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে। সত্য ও অসত্যের ফারাক করে, ন্যায়ও অন্যায়ের তথা সুন্দর ও অসুন্দরের তারতম্য করে মানুষ যাতে প্রকৃত মনুষ্য জীবন যাপন করতে সমর্থ হয় তারই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ও রসুল নানাভাবে তাগিদ দিয়েছেন। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হলেই প্রকৃত মুমিন ও প্রকৃত মুসলিম পদবাচ্য হতে পারে। মানুষের জন্য এ শিক্ষাই হজরত রসুলে করীম (সঃ) তাঁর কথায় ও কাজে নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। সে নির্দেশিত জীবন যাপন করতে পারলেই ইহকালে ও পরকালে কামিয়াব বা কৃতকার্য হওয়া যায়।

এ জীবন পদ্ধতিতে মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ একে অন্যকে ভালবাসবে, তার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হবে। দুঃসময়ে তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কেউ কারো ক্ষতির চিন্তা করবে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করবে। এবং যা বিশ্বাস করে তাই কার্যে পরিণত করবে। পরের প্রতি তার কর্তব্যবোধকে কর্মে নিয়োজিত করে কল্যাণময়ের নির্দেশ প্রতিপালনে তৎপর হবে। হজরত তাই মুমিনকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যিনি সমগ্র মানব জাতির জান ও মালের জিম্মাদারী করতে পারেন। যার দ্বারা কারো এতটুকু ক্ষতি হওয়ার আশংকা নাই। ইসলামের জীবন-বিধানেই দরিদ্র ও এতিম পায় অবলম্বন। অতি নিঃস্ব পায় সম্বল, অসহায় পায় আশ্রয়, পায় শান্তি, মজলুম জালেমের নির্যাতন থেকে পায় মুক্তি। এ অমোঘ বিধানেই মানুষের হককে বড় করে দেখা হয়েছে। আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক দুইয়েরই প্রতি রক্ষার তাগিদ রয়েছে। বান্দার হককে এত উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) বলেছেন ঃ কেউ যদি অন্যের স্বত্ব বা সম্মান নষ্ট করে তবে যে পর্যন্ত সে বান্দা তাকে ক্ষমা না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে পানীয়, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, পীড়িতের সেবা, অন্ধজনে

www.pathagar.com

আলোদান, এ সবের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা, তথা আল্লাহ্‌র সেবা হয়। আর তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় মানবতা। মানবতার প্রতিষ্ঠায়ই পৃথিবীতে আসে শান্তি। তাতেই মহড়া হয় পরস্পরের সৌহার্দ প্রীতি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের।

সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসলেই পথ সুগম হয় কল্যাণের আর ভ্রাতৃত্বের। মানুষের মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কলহ-দ্বন্দ্ব লেগে থাকবে। একে অপরের শত্রুতা করবে, এ তো ইসলামী জীবন তথা মনুষ্য জীবনের লক্ষণ নয়। হযরত সমাজে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে মুসলিমের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা, পরোপকার করা, অপর মুসলিমকে সৎকর্মের উপদেশ দেওয়া এবং সম্মিলিত হয়ে, সংঘবদ্ধ হয়ে, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা। হযরত আরো বলেছেন ঃ আহেব্বা লিন্নাসে মা তুহিব্বু লিনাফসিকা, তুমি নিজের যা জন্য পছন্দ কর, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা-ই ভালবাসবে। অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজের মত মনে করবে।

মানব-প্রীতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে। মানব-প্রীতি মানুষের কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, মঙ্গলের কর্মে নিয়োজিত করে। মানুষের দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ সাধনেই পরোপকার হয়। যেখানে অশিক্ষার অন্ধকার সেখানে শিক্ষার আলো, যেখানে অন্যায় ও জুলুমের নির্যাতন সেখানে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা মানব সেবার অমোঘ বিধান। আর এ বিধানই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান।

সদালাপ, বিনয়, মধুর ব্যবহার, নম্রতা, সৌজন্য, সরলতা, সত্যবাদিতা, নিরহংকার, অনাড়ম্বর জীবন যাপন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির সহায়ক। এ সব গুণে গুণান্বিত হলেই মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে, পরের কারণে স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। মানুষ একে অন্যের ভাই বলে দাবী করতে পারে। তখনই হযরতের বাণী ঃ 'কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়াতুন, মুসলমান সব ভাই ভাই' কথার সত্যতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

অসহায় মানুষ সাংসারিক চাপে পড়ে চরিত্রহানিকর কার্যে লিপ্ত হয় সত্য, কিন্তু আমাদের উচিত তাদের দুর্দশার হেতু জেনে তা দূরীকরণের চেষ্টা করা এবং তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা। তা নইলে সে-ও যে আমাদের ভাই, এ কথার প্রমাণ কোথায়। ভ্রাতৃত্ব তাকেই বলব যেখানে আমার অজ্ঞতা মোচনে আপনার জ্ঞান কাজে লাগে, আপনার দারিদ্র্য মোচনে আমার সম্পদ সহায়ক হয়।

পশু যে ইতর জীব, তার মধ্যেও ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে। তারাও একে অন্যের জন্য অনুভব করে। কিন্তু আমরা মানুষ হয়ে, আল্লাহ্‌র ভাইসজিরাও হয়ে আমরা একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসি না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ আমাদের অহরহ অমানবিক কর্মে লিপ্ত করতে প্ররোচিত করে। এর চাইতে লজ্জার কথা আর কি আছে? আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তায়ালার কাছে মুখ দেখাব কি করে, হিসাব দিব কি করে? কাজেই আমাদের সত্যিকার মানুষ হতে হবে, হতে হবে সত্যিকার মুসলিম।

সদ্ব্যবহার মানব-চরিত্রের অন্যতম সৎগুণ। কথা-বার্তায়, চাল-চলনে সর্বত্র চরিত্রের এ বিশেষ গুণটির বিকাশই মানুষের সচ্চরিত্রের লক্ষণ। সদালাপ, সদ্ব্যবহার, সৎ চিন্তা, সৎকর্ম এসবই শিষ্টাচারের অঙ্গ। শিষ্টাচার আপনার পরিবেশ ও পরিমণ্ডলকে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ও পরিমার্জিত সংস্কৃতি বিকাশের সহায়করূপে স্নিগ্ধ মধুর ও সুশোভন করে রাখে। আর এ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই লোকে আপনাকে ভালবাসবে। অপরের ভালবাসা আকর্ষণ করতে না পারলে আমরা সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর মানুষে পরিণত হই। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি রক্ষা হেতু পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন। মানুষের কতগুলো সৎ প্রবৃত্তি রয়েছে, তার মধ্যে সৌজন্য, শিষ্টাচার তথা সদ্ব্যবহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান গুণ। মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর অনুশীলন না করলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযোগী হতে পারে না, অপরকে ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে না পারলে, মহত্ত্ব ও উদারতা, ক্ষমা ও ত্যাগের মহিমার আলো না জ্বালাতে পারলে মানুষের মনুষ্য নামের সার্থকত ।। ইহকাল ও পরকাল দুই-ই

www.pathagar.com

নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ তখন পাপের অতল তমিস্রায় নিমজ্জিত হয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসে। আর তখনই সে নীচে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়। তখন আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আর থাকতে পারে না।

সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার যেমন চরিত্র বিকাশের অন্যতম গুণ তেমনি এ গুণগুলো পার্থিব শ্রীবৃদ্ধিরও কারণ। ব্যক্তিগত ও জাতিগত শিষ্টাচারের রেওয়াজ ব্যক্তি সমাজ তথা জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। শিষ্টাচার অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান। চরিত্র গঠনের মূলে যেমন শিষ্টাচার কার্যকরী হয়, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও পার্থিব লাভের মূলেও সদ্ব্যবহারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

আপনি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকুরীজীবী যা-ই হোন না কেন, আপনার জীবনের লক্ষ্য হবে মানুষ হিসেবে এ দুনিয়ায় বাস করে পরকালের পথ পরিষ্কার করা। মানুষ হিসেবে এ দুনিয়ায় বাস করতে হলে, আপনাকে ভদ্র ও শিষ্ট হতে হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে কৃতকার্য হতে হলে অপনার পক্ষে অশিষ্ট ও অভদ্র হলে চলবে না।

দুনিয়াতে সুখে বাস করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ঠিক না থাকলে কোন সমাজ বা জাতিই মানসবৃত্তিগুলোর উন্নতি সাধন। করতে পারে না এবং এ বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ পায় না। কবি বলেছেন : 'পরা গেন্দা রুজি পরা গেন্দা দিল'। অর্থের স্বচ্ছলতা না থাকলে অন্তরেরও স্বচ্ছলতা থাকে না। অর্থকষ্ট আপনাকে সৌজন্য ও ভদ্রতা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও মানবতার বিকাশ এ দুয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যদি অর্থ হস্তগত হলো তবে আপনি সমাজ কল্যাণ ও আনুসঙ্গিক কাজগুলোর সুযোগ পুরোপুরি গ্রহন করতে পারেন।

আপনি শিল্পপতি। আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে, ছোট বড় সবারই সাথে আপনাকে বিনয়ী, ভদ্র ও উদার হতে হবে। তা নইলে, তারা আপনার কাজ করে আনন্দ পাবে না, আপনিও তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি আদায় করতে পারবেন না। আর আপনি তাদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে পুরোপুরি কাজ না পেলে মুনাফা গুণবেন কোথ্থেকে। কাজেই তাদের আন্তরিকতা ও অকপট কর্মতৎপরতার ওপর আপনার অর্থনৈতিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করছে তা আপনি বুঝতেই পারছেন।

আপনি ব্যবসায়ী। আপনার গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ভাল লোক বলে সুনাম না থাকলে আপনার ব্যবসায় মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে গ্রাহকদের কাছে এবং মহাজনদের কাছে, যাদের সংগে আপনার বেচা ও কেনার সম্পর্ক, তাদের কাছে আপনাকে নম্র, বিনয়ী ও ভদ্র হতে হবে। তা হলেই আপনার ব্যবসায় দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। অভদ্র, অবিনয়ী ও অসুজন ব্যবসায়ী কোন দিন ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারে না।

তাই, অর্থনৈতিক উন্নতি সর্বতোভাবে নির্ভর করে সদ্ব্যবহার ও ভদ্রতার উপর। হযরত রসূলে করীম (সঃ) নিজে ব্যবসায় করেছেন। তাঁর সাহাবিগণেরও অনেকেই ব্যবসায় করেছেন। নবী ও রসূলদের অনেকেই ব্যবসায়-বানিজ্য করেই জীবিকা অর্জন করেছেন। তাঁদের সৎ ব্যবহার, সৌজন্য, বিনয় ও নম্রতার কাহিনী আজো হাযার হাযার মুসলিম ব্যবসায়ীর প্রেরণা যোগায়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁরা যেভাবে পরিশ্রম, সততা উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অনুসরণ করতে পারলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

কেবল ব্যবসায় ও শিল্পেই নয়, কৃষি ও অন্যান্য অর্থকারী কাজগুলোও সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কৃষিকার্যেও আপনাকে পরিশ্রম ও সৎ হতে হবে, ভদ্র ও বিনয়ী হতে হবে। তা হলেই আপনার চাষবাস থেকে আরম্ভ করে পণ্য উৎপাদন, বাজারজাত ও রফতানী করা পর্যন্ত সব স্তরে আপনার প্রাপ্য লভ্যাংশ পুরোপুরি আসবে। আমদানী-রফতানীর ব্যবসায় যাঁরা করেন, চুক্তিবদ্ধ হয়ে শর্তে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সবাইকে সদালাপী, ভদ্র ও নম্র হতে হবে। তা নইলে তাঁদের কর্মচারী, গ্রাহক-অনুগ্রাহক কেউ সন্তুষ্ট থাকবে না তারা সন্তুষ্ট না থাকলে সব শ্রম ব্যর্থ হবে।

কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ইত্যাদিতেই বলি কেন? চাকরী ক্ষেত্রেও আপনি আপনার উপরস্থ কর্মচারীর কাছে যতটা বিনয়ী, নম্র ও

www.pathagar.com

ভদ্র ব্যবহার করবেন, নিম্ন পদস্থদের প্রতিও তার চাইতে কোন অংশে কম করবেন না। আপনার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই আপনার উপরস্থ কর্মচারী আপনার প্রতি দয়াশীল হবেন। এক কথায় আপনি আপনার পদে থেকে সমাজের মনুষ হিসাবে যতখানি ভাল ব্যবহার পেতে আশা করেন, ততখানি ব্যবহার করলেই সবাই আপনার বাধ্য থাকবে। আপনার মধুর ব্যবহার, সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করবে, তবেই আপনি কামিয়াব হবেন।

ইসলামে এ সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যের জন্য নানাভাবে তাকিদ করা হয়েছে। শিষ্টতা মানব-চরিত্রের অঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেওয়ায়-নেওয়ায়, দানে-দক্ষিণায়, পাওনা-দেনায়, সব সময় আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপনার ব্যবহারে কেউ যেন কষ্ট না পায়, মনক্ষুণ্ণ না হয়, তবেই আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। আর এ ব্যবহারই জাতির সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও পরিশীলিত হলে আপনার ও সকলের আর্থিক উন্নতি সম্ভব। গরীব থাকার অধিকার আপনার নেই। হযরত বলেছেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদের গরীব রেখে যেও না। আর সে দরিদ্রতা দূর করতে হলে আপনাকে অর্থাগমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্তানদের সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর অর্থাগমের ব্যবস্থায় এবং সন্তানাদি মানুষ করার যে কোন প্রশিক্ষণে সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার একান্ত কাম্য। ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষায় আপনার ব্যয় নেই, খরচ নেই, অথচ লাভ প্রচুর। আপনি কি চান না যে, লোকে আপনার সামনে এবং অগোচরেও আপনার প্রশংসা করুক? তা যদি চান তা হালে আপনাকে সৌজন্য প্রকাশে কার্পণ্য করলে চলবে না। শিষ্টাচার আপনার জন্য আশীর্বাদ আহরণ করে আর অশিষ্টাচার আপনাকে তিরস্কারের শিকারে পরিণত করে। পরহিতব্রতী জীবনের জন্য সৌজন্য অতি প্রয়োজনীয় চারিত্র্যগুণ।

হৃদয়ের যে বৃত্তি দ্বারা পরের সুখ দুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করা যায়, তারই নাম সহানুভূতি। আর এ সহানুভূতিরই নামান্তর ভ্রাতৃত্ব। যার হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব নেই তিনি ধনী হতে পারেন, জ্ঞানী হতে পারেন গুণী হতে পরেন, উচ্চ পদ বা উচ্চ খ্যাতি লাভ করতে পারেন, কিন্তু

www.pathagar.com

প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা জীবনের সার্থকতা অর্জন করতে পারেন না। যে হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সহিত মিলিত হতে না পারে, পরের দুঃখে বিগলিত ও পরের সুখে উল্লাসিত হতে না পারে, এক কথায় সে পরকে আপন করে নিতে না পারে, সে হৃদয় অন্য যে কোন প্রয়োজনেই আসুক না কেন, মানব জীবনের সুখ ও উন্নতির অন্যতম প্রধান উৎস যে পরার্থপরতা তথা ভ্রাতৃত্ব না থাকলে মানব সমাজ নীরস ও বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অতএব ভ্রাতৃত্ব মানব জীবনের এক প্রধান সৌন্দর্য, পরার্থপরতায় যার বিকাশ, সম্ভবপর হয় স্বার্থ-পরতায় যার অধঃপতন অনিবার্য।

তাই দেখি এ পৃথিবীতে যত নিষ্ঠুর ও নৃশংস নরহত্যা এবং মানবতায় অবমাননা সংঘটিত হয়েছে, ভ্রাতৃত্ববোধ তথা মানব-প্রেমের অভাবই সে সমুদয়ের কারণ। তাই বলা হয়েছে ঃ পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে নয়, পাপীতো মানুষই। তাকে ভ্রাতৃপ্রেমে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে সংশোধন করে তোলাই তো সত্যিকার মুমিনের কাজ। ঘৃণা করে অথচ তাড়িয়ে দূরে রাখলে সে পাপী আরো পাপে নিমজ্জিত হবে। জ্ঞানী লোকের অন্তরে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, নিজেকে সাহায্য করার একমাত্র পথ হচ্ছে অপরকে সাহায্য করা। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেছেন ঃ সবাই মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ-কেই সম্পূর্ণ মুক্ত বলতে পারি না। সবাই সুনীতিবান না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষই সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এইচ, এম, ফিল্ড তাই বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষের ভ্রাতৃত্ব অনস্বীকার্য। দার্শনিক ইকবাল বলেছেন ঃ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আসন মানুষের হৃদয়। এর মূল হৃদয় জুড়ে ঃ কাদা বা পানিতে নয়। তিনি বলেছেন ঃ

তোমার বীণায় বাজাও ভ্রাতৃত্বের সুর,
সবায় বিলাও তোমার প্রেম সুমধুর।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই এ শাশ্বত প্রেমের উৎস। মানবতার সেবায় নিয়োজিত জীবই ভ্রাতৃত্বের অভিব্যক্তির ও পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। প্রতিটি মুসলিম তথা মানুষকে ভালবাসলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যায়।

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ বুদ্ধি বিবেক ও যুক্তি দিয়ে জীবন যাপনের পথ সহজ ও সুন্দর করে তোলে। একে অপরের অমঙ্গল থেকে বিরত থাকে, যথাসাধ্য পরের হিত সাধনে সচেষ্ট হয়। পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার তার মনুষ্যত্ব বিকাশের ও সাধনার পথ করে তোলে সুগম, জীবনকে করে তোলে সমৃদ্ধ।

মানুষ যেহেতু মানুষ, তাই তাকে বাঁচতে হয় ও বাঁচতে দিতেও হয়। সে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না, পরের জন্যও তাকে ভাবতে হয়। আবার পরের কারণে নিজের কথাও মনে রাখতে হয়। যেমন মরুভূমির পথিক নিজের কথা চিন্তা করেই, নিজের স্বার্থেই তার উটের স্বার্থ রক্ষা করে, তেমনি আমাদের জীনব যাপনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জনাই পরের সুবিধা দেখতে হয়। আত্মপর সবাই যে এক গোষ্ঠীগত সমাজের সমষ্টিগত সম্প্রদায় বা জাতির অঙ্গ এ কথা স্মরণ রেখেই পরস্পর পরস্পরকে আপন করে নিয়ে বৃহত্তর পরিবারের ধারণায় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয় মানবগোষ্ঠী।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ছোট-বড়, ধনী-গরীব, প্রতিবেশী, অপ্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রবাসী-অপ্রবাসী, আপন-পর সবাই শামিল। এমন কি কেবল মনুষ্য সমাজ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণী ও অপ্রাণী সব কিছুকে ঘিরেই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হয়। যাতে পৃথিবীর সব রকমের সংগ্রামের মোকাবেলা করতে পারি, তার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই জীবনে রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজন। সুষ্ঠুনাগরিক হিসেবে বাঁচার, ভদ্রভাবে চলবার অধিকারও এ শিক্ষা থেকেই গ্রহণ করতে হয়। আর ইসলাম এ শিক্ষাদানের উৎকর্ষ সাধনে তৎপর।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কেউ কারো উপর জুলুম করবে না, কেউ কারো জুলুম সহ্য করবে না। এ ব্যবস্থায় একে অন্যের সুখে দুঃখে

www.pathagar.com

সমভাগী হতে হবে, একে অন্যের দুর্দিনে সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এ সমাজ ব্যবস্থায় যেমন দারিদ্র্যের স্থান নেই, তেমনি কাউকে ভিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বাধ্য করার বিধানও নেই। এ জীবন ব্যবস্থায় মানুষ নিজে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচবে এবং অপরকে বাঁচতে দিবে।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এ জীবন পদ্ধতির বিশেষ প্রভাব স্বীকার করতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপনই প্রকৃত মনুষ্য-কল্যাণের পরিপোষক জীবন। এ জীবনই আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত জীবন। এ জীবনবোধের জন্য যে মানসিকতা গঠনের প্রয়োজন তা হলো উদার মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হয়ে সর্বতোভাবে নিষ্কলুষ জীবন যাপন করবে। তবেই সে জীবনে আসবে পরম শান্তি। আর এ শান্তিই ইসলামের লক্ষ্য। ইহজীবনে ও পরজীবনে এ শান্তিই মানুষের একমাত্র কাম্য।

একজনের অকল্যাণ করে বা একজনকে মেরে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব-পর নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাই পরম সহিষ্ণুতা, প্রেম, প্রীতি, মায়া, মহব্বত। উদারতা, মহানুভবতা ও ন্যায়বিচারের মারফত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এ জীবনবোধকে। এ বোধি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রকৃত মনুষ্য কল্যাণকামী জীবনবোধ থেকেই আসবে সমাজ তথা বিশ্বের কল্যাণ। আর যা কল্যাণের, যা জীবনের পরিপোষক তা-ই শান্তির। আর এ উদ্দিষ্ট শান্তিই ইসলামী জীবনবোধে পরিশীলিত সাধনার পরিণাম।

মানুষ অহরহ স্বার্থচিন্তায় লিপ্ত। তার এ স্বার্থচিন্তা যখন আত্মমুখী হয়, তখনই হয় তা আত্মঘাতী। সংকীর্ণমনা সে আত্মঘাতী স্বার্থ চিন্তায় আপনপর ভুলে গিয়ে, আপাতঃ মধুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে মেতে উঠে হিংসা, দ্বেষ, কলহ ও যুদ্ধচিন্তায়। Survival of the fittest—যে যোগ্য সে-ই বাঁচবে, অর্থাৎ শক্তিই বাঁচার উপায় বলে মেনে নিয়ে স্বার্থান্ধ মানব মেতে উঠে আত্মচিন্তায়। পরার্থপরতা ও মনুষ্যত্ববোধ তখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় পশুবৃত্তির পরিচর্যায়। আর এ থেকেই জন্ম নেয় অশান্তির অশান্তি এমনি আগুণ যে, তা ভিতরে বাইরে মানুষকে পুড়ে খাক করে দেয়, করে দেয় এ ধ্বংস। ধ্বংসমুখী জীবন তো স্রষ্টা ও প্রতি-

www.pathagar.com

পালক রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রেত জীবন নয়। সজীব চলমান প্রগতিশীল সমাজ ও ব্যক্তি মানস সৃজন এবং সে ধারায় সুষ্ঠু জীবন যাপনই ইসলাম তথা সার্বজনীন জীবন পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য। এর অন্যথা করলেই জীবন শান্তির পরিবর্তে নেমে আসে দুঃখ ও অশান্তি। মানুষের জীবনের প্রতি স্তরে কোন না কোন রকমের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। এ অধীনতা একটি বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলার সংগে পরিশীলিত। শিশু বাপ-মা, ভাই-বোনও মুরুব্বীদের অধীন, প্রজা রাজার অধীন। এ অধীনতা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে না; বরং ব্যক্তিসমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার ফল ভোগ করার জন্য এ একটি বিধান মাত্র। এতে সব কাজের তথা জীবনের সব বিধানের একটি সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হয়। আবার শিশুকালে আমরা মা-বাপ, ভাই-বোন এঁদের অধীনে মানুষ হই; যৌবনে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও স্বামী-স্ত্রী এঁদের সংগে সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য এক ধরনের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়, বার্ধক্যে সন্তানাদি নিম্ন বয়সের ভবিষ্যৎ নাগরিকের অধীনতা মেনে নিই। এ একটা নিয়ম মাত্র। এ নিয়ম পালন না করলে নিয়মের রাজত্বে অনিয়মতন্ত্রের প্রভাবে, উচ্ছৃংখলতার প্রভাবে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের উচিত সে নিয়ম মেনে চলা।

নিয়ম-শৃঙ্খলা মানুষকে একতা ও আনুগত্য শিক্ষা দেয়। একা একা বাস করতে গেলে মানুষ নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে যাবে, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। সমাজের প্রয়োজন থাকবে না, থাকবে না মানুষের প্রয়োজন। তাই নিজের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার তাকিদ অনুভব করেছে, সৃষ্টি করেছে সমাজের। এ সমাজবদ্ধতাই মানুষের মধ্যে এনে দিয়েছে আনুগত্যবোধ। এ আনুগত্য একতার পরিপোষক। তাই একতা ও আনুগত্যের নিয়ামক শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অমোঘ বিধান। শান্তি বিধানের উপায় একতা ও অনুগত্য তথা শৃঙ্খলা। কাজেই বিধিসঙ্গত শৃঙ্খলাই মানুষের জীবনে বয়ে নিয়ে আসতে পারে শান্তি।

মানুষের শান্তি কামনায় আল্লাহ্ তায়ালা তাকিদ দিয়ে বলেছেন:

www.pathagar.com

লা তুফ্‌সেদু ফিল আরদে—পৃথিবীতে অনর্থের বা অশান্তির সৃষ্টি করো না। শান্তি ও শৃঙ্খলা একত্রগামী। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর পক্ষে ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। হযরত রসূলে করীম (সঃ) এ শান্তি কামনায় মানুষের জীবন থেকে দুঃখ দূর করে অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নানাভাবে মানুষকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন: আল মুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমুনা মিললিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি—সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম রেহাই পেয়েছে। অর্থাৎ যে অপরকে কথায় ও কাজে কষ্ট দেয় না, সে-ই শান্তিকামী। তিনি বলেছেন: পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দাও। কোন বান্দার কাছে কেউ ঋণী থাকলে সে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেছেন: যে শ্রমিক কাজ করেছে তারা ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এতিম-দুঃস্থকে ভালবাসো, আল্লাহ্‌র রহমত তোমার উপর আসবে। প্রতিবেশীর খবর নাও। প্রতিবেশী কষ্টে থাকলে, উপবাসে থাকলে তোমার শান্তি নাই। তুমি ওকে উপবাসী রেখে নিজে পেট পুরে খেয়ো না। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ কর। দেশকে ভালবাস। বলা হয়েছে: হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান,—দেশকে ভালবাসা ঈমানেরই অংশ। পরের দুঃখ দূর কর, আর্তের সেবা কর, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত কর, জ্ঞানের আলো জ্বেলে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর কর। একটি মাত্র বাক্যও যদি হয়, তুমি তা লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও: বাল্লেগু আন্নি ওয়া লাও আয়াতান। অন্যের জিনিস না বলে নিও না, অপরকে নিজের গৃহস্থালী কর্মের দ্রব্যাদি দিতে মানা করো না, কর্তব্য কর্মের শৈথিল্য করো না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো। জালেম বা অত্যাচারী শাসক ও অন্যায় বিচারকের উচিত আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করা; কারণ মজলুম নিপীড়িতের অভিশাপ ও হাহাকার আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়ে তোলে। ব্যথিতের কান্না রোনাজারি কবুল হয়। কর্তব্যে কঠোর এবং ব্যবহারে নম্র, বিনয়ী হও। বিনয়ী, নম্রতা ও ভদ্রতা মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ সবই নির্ভর করে ঈমানের দৃঢ়তার উপর। পাকাপোক্ত ঈমানই মানুষকে এক বিশেষ জীবন পদ্ধতির পালনে ও তার রক্ষণে যত্নশীল করে তোলে। আর তাতেই এ দুঃখময় ধরায় ধূলোয় নেমে আসে শান্তির অনাবিল ধারা। এতেই দূরীভূত হয় ইহলোক ও পরকালের অশান্তি। যাতে সমষ্টিগত প্রগতি ব্যাহত না হয়, যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করতে পারে, মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। যে শিক্ষা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যে শিক্ষায় একতা ও আনুগত্যের মানবমুখী শৃঙ্খলার বিধান পাওয়া যায়, তওহীদজাত সে শিক্ষাই প্রকৃত মানব ধর্মের শিক্ষা।

কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকলে কোন সংঘ, সংস্থা বা পরিষদ এমনকি কোন পরিবার টিকে থাকতে পারে না। একতা বিধানের প্রথম সোপান যেমন আনুগত্য, শৃংখলাও তেমনি আনুগত্য ও একতাবোধের অবিচ্ছেদ্য অংগ। একতা আনুগত্যেরই নামান্তর; আবার আনুগত্য শৃঙ্খলার নামান্তর। আর এ সবের সমন্বিত প্রয়োগ-পদ্ধতিই শৃংখলায় পরিশীলত। যে নিয়মকে না মানলে একতা ও শৃংখলা উভয়ই নষ্ট হয়, তা-ই আনুগত্য। নিয়মের আনুগত্যই শৃংখলার আনুগত্য, রাষ্ট্র ও সমাজের আনুগত্য, দেশ ও দশের আনুগত্য, সর্বোপরি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌র আনুগত্য। তাঁর বিধান বা হুকুমের আনুগত্যই এ জীবনে ও পর-জীবনে সফলকাম হওয়ার একমাত্র উপায়। কাজেই যা শৃংখলা একতা ও আনুগত্যের পরিপোষক, তা-ই তওহীদ, বিশ্বাস বা ঈমান। এ তিনের একত্র সমন্বয়ের ফল, কাজে ও কথায়, কর্মে ও বিশ্বাসে প্রয়োগের পরিণাম শান্তি। শান্তি মানেই ইসলাম।

ইসলামে শৃংখলা, আনুগত্য ও একতা তথা শান্তিকে তওহীদজাত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হয়। আল্লাহ্‌ যে বলেছেন: ওয়া'তাসিমূ বিহাবলিল্লাহে জামিয়াওঁওয়ালা তাফাররাকূ, আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তা দ্বারা একতা, আনুগত্য ও শৃংখলার প্রতি তথা শান্তির প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কথায় বলে: একতাই বল। একা যে কাজ

www.pathagar.com

করা যায় না, সমবেতভাবে একতা ও নিয়মের আনুগত্যের মাধ্যমে শৃংখলার সংগে তা অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে স্বাধীনভাবে মানুষ হিসাবে বাঁচতে হলেও এ ধরনের আনুগত্য ও শৃংখলার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবন খুব স্বাধীন নয়। পশ্চিমের কোন এক মনীষী বলেছেন: Man is bron free but everywhere he is in bondage. মানুষ জন্ম নেয় আযাদ হয়েই, কিন্তু পদে পদে সে অধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। একথা খুবই সত্য।

মানুষের জীবনে এ ধরনের আনুগত্য আর শৃংখলাবোধ না থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়তো। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিকার নিয়ে বেয়াড়াপনায় বা বাড়াবাড়িতে এতটা মেতে উঠতো যে কিছুতেই ঝগড়া আর মারামারি এড়ানো সম্ভব হোতা না। একটি সভ্য মানব গোষ্ঠীর জন্য নাগরিক অধিকার মানেই কতকগুলো নিয়ম-শৃংখলার আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথা তো সবাই বোঝেন। আপনি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন, আমি সে পথের উপর দিব্যি আরামে ঘুমোব, সে হয় না। তাতে জীবন বিপন্ন হয় এবং সমাজের সুস্থতা ব্যাহত হয়। সে জন্যেই কোনও না কোন প্রকারে আমরা এক ধরনের আনুগত্য মেনে নিতে এবং শৃংখলাবদ্ধ হয়ে চলতে বাধ্য হই। ইসলাম এ আনুগত্যকে একটি শৃংখলাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন: 'আতী উল্লাহা ওয়াররাছুলা' আল্লাহ্ আর তাঁর রসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। মানুষ ন্যায়ের পথে চলবে, অন্যায়কে পরিত্যাগ করবে, এতটুকু বিবেকের আনুগত্য না থাকলে তার মানুষ হিসাবে বাঁচবার অধিকার নেই। জীবনের প্রতিটি কাজে, কথায় আর চলায় তাই ইসলাম আনুগত্যের শিক্ষা দিয়েছে। আনুগত্যহীন জীবন তো বিশৃংখল বরং উচ্ছৃংখল জীবন, সে জীবন সুন্দর আর মহৎ হতে পারে না। আর তাতে আল্লাহ্র ফিৎরাত বা গুণাবলীর বিকাশও সম্ভব নয়। সালাত প্রতিষ্ঠায় ঈমানের অনুসরণ করা কর্তব্য বলে বলা হয়েছে এজন্য যে, তাতে সামাজিক জীবনের শৃংখলার অভ্যাস হয়। সিয়ামে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান বা

www.pathagar.com

নির্দেশ পালনের যে কঠোর অভ্যাস সংযম আর সহিষ্ণুতার মধ্যে জীবনে ফুটে ওঠে, তা প্রকৃত প্রস্তাবে এক অদৃশ্য মহান স্রষ্টার আনুগত্যের নামান্তর। জীবনকে সুন্দর সত্যের আলোতে উজ্জল করে তোলার জন্যে কুরআনের শিক্ষা আর রসূলের আদর্শ এক অমোঘ শক্তিরূপে কাজ করছে। যে কোন সংস্থা, সংঘ বা সমাজ একতা ও শৃংখলা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না, টিকে থাকতে পারে না। আর সে শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে আনুগত্য স্বীকারের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার কথা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর হুকুমের এদিক সেদিক করলে যুদ্ধে জয়লাভ তো হবেই না, বরং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে মৃত্যবরণ করে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। তাই সেখানে শৃংখলার এত তাকিদ। ওহোদের যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন সৈন্য দিয়ে গিরিপথের একটি মুখ রক্ষা করতে বললেন। বললেন, তারা যেন এ স্থান ত্যাগ না করে। সেই যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয় হলো, মুসলিম সৈন্যরা শত্রুপক্ষের মাল লুট করতে লেগে গেল। সংগে সংগে সে গিরিপথের পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যরাও লোভ সম্বরণ করতে না পেরে লুটের কাজে লেগে গেল। তাদের দলপতি আবদুল্লাহ নানাভাবে বারণ করলেন, কিন্তু তারা দেখলো যখন নিশ্চিত জয় হয়ে গেছে তখন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু পলায়নপর শত্রুপক্ষের দুর্ধর্ষ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) এ ব্যাপার লক্ষ্য করে মরিয়া হয়ে বিপুলবিক্রমে আক্রমণ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ তখন মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শত্রুসৈন্য রুখতে পারলেন না। লুটে ব্যস্ত মুসলিম সৈন্যদের বাহুবল মনোবল দুই-ই দমে গেল। এ যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সঃ) নিজে আহত হলেন। আর মুসলমানদের সত্তর জন বীর সৈন্য ও সেনাপতি শহীদ হলেন। সামান্য নির্দেশ মাত্র তামিল না করায় ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হলো।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র রসূল এবং রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ পালন কর। দেশকে উন্নত করতে হলে, জনগণের সুখ সুবিধার বিধান করতে চাইলে যে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ্র

www.pathagar.com

ছায়ায় আচ্ছন্ন দীনের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর নির্দেশ পালন করা কর্তব্য বইকি।

এ সম্পর্কে হাদীস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। সাহাবী হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর নিকট আমরা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতাম ঃ

সুখ-দুঃখ ও ইচ্ছা অনিচ্ছার উর্ধ্বে শাসনকর্তার নির্দেশ মেনে চলব আর তাঁর অনুগত থাকব।

আমাদের মধ্য থেকে যাকে যে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, সে যে-ই হোক না কেন, আমরা তার সংগে বিবাদ করবো না বা তাকে পদচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করব না।

আমরা যে অবস্থায় থাকি আর যেখানেই থাকি সত্য কথা বলব। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে আমরা কারো নিন্দা বা সমালোচনার ভয় করব না।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমতাসীনের নির্দেশের বিরোধিতা করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে, জনসাধারণের একতার ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যুর ন্যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ যে আমাকে মান্য করে সে আল্লাহ্‌কে মান্য করে, আর যে আমার অবাধ্য হয় সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়। যে শাসনকর্তাকে মান্য করে সে আমাকে মান্য করে, আর যে শাসনকর্তাকে অমান্য করে সে আমাকে অমান্য করে। নিশ্চয় নেতা ঢাল স্বরূপ। সে তাঁর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ করে তাকে রক্ষা করে। যদি সে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে আদেশ দেয় আর সুবিচার করে তবে সে পুরস্কৃত হবে, অন্যথা করলে শাস্তি পাবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত বলেন ঃ যে পর্যন্ত কোন পাপ কাজের আদেশ দেওয়া না হয়, সে পর্যন্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

www.pathagar.com

শাসনকর্তাকে মানতে হবে। পাপের কাজের হুকুম দিলে মানা কর্তব্য নয়। এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত নাগরিকের পক্ষে আল্লাহ্ রসূল এবং মাননীয় ব্যক্তির আদেশ উপদেশ ও নির্দেশ পালন করা বিধেয়। যাতে সমষ্টিগত জীবনের পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত না হয়, যাতে ব্যক্তি ও জাতি একই মানে উন্নীত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার—যে শিক্ষায় বিবেক-বুদ্ধি ও সততা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আনুগত্য আর শৃংখলার নির্দেশ দেয়! উপযুক্ত নির্দেশ ও উপদেশের জন্য প্রকৃত নেতার প্রয়োজন। একে অন্যের সহযোগিতায় সুষ্ঠু জীবন যাপন প্রণালী গ্রহণ করে নিলেই একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশিত সুন্দর ও সত্য জীবনের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে।

একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত মানব জীবনই ইসলামী জীবন। আর তারই অপর নাম ধর্মীয় জীবন। কালিমা তওহীদ মানুষকে এ জ্ঞান ও বিশ্বাস শিক্ষা দেয় যে, পাপ জিনিসটা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অপরাধ নয়; আসলে এ অপরাধ মানুষের নিজেরই সত্তার বিরুদ্ধে। পাপী নিজেকেই জুলুম উৎপীড়িত ও নিগৃহিত করে। আল্লাহ, আল্লাহ্র রসূল এবং প্রকৃত বোজর্গ মানুষের তাবেদারীর বা আনুগত্য আর জীবন ধর্মের শৃংখলায় এ পরম শিক্ষাই মূর্ত হয়ে ওঠে। এ শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের প্রথম ও প্রধান বিধানই হলো তওহীদবাদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাস স্থাপন। আর সে বিশ্বাসই চলার পথে মানুষকে পথ দেখায়। পথ দেখায় কুরআন ও রসূলের মারফত। কর্মে প্রযুক্ত জীবনের বিশ্বাস ও কর্মের ঐক্যে ও সামঞ্জস্য বিধানও করে সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎ কর্মের তিরস্কার ভোগের বিধানও মেনে নিতে বাধ্য করে। এ বিশ্বাসজাত প্রক্রিয়াই বিধৃত সব কালের, সব দেশের, সব মানুষের শান্তি। এ প্রক্রিয়া যে পদ্ধতির অনুসারী, তারই ব্যবহারিক নাম শৃংখলা বা সংযমবোধ পরিশীলন। চরিত্রের অন্যান্য গুণের সংগে সংগে এ গুণগুলোও এ বিশ্বাসকেই করে বিকশিত, দৃঢ়চিত্ত, পরার্থপর ও মানব-কল্যাণমুখী। সভ্য সমাজের সর্বস্তরে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। অফিসে,

www.pathagar.com

আদালতে, শিক্ষালয়ে, সর্বত্র সুশৃংখল নিয়মের অনুপস্থিতি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক যেখানে গড়ে তোলা হয়, সেখানে অর্থাৎ স্কুল-কলেজে শৃংখলা প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভূত হয়। এখানে শৃংখলার অভ্যাস করলে ভবিষ্যৎ নাগরিকের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তা পরিব্যাপ্ত হবে। জাতির সৌষ্ঠব ও পারিপাট্য গড়ে উঠবে শৃংখলাবোধের সংগে সংগে। একথা ভুললে চলবে না যে, নিয়ম-শৃংখলাহীন জীবন হালহীন নৌকার মতো। উদ্দেশ্যহীন জীবনের যেমন কোন সঞ্চয় নেই, তেমনি শৃংখলাহীন জীবনের নেই কোন কূল কিনারা। মানুষ যদি একাকী বাস করতো, তাহলে নিয়ম-শৃংখলা মানা না মানা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করতো। কিন্তু সে যে সামাজিক জীব, সমষ্টির অংগ, সমষ্টির সুবিধার জন্য তাকে শৃংখলা মেনে চলতেই হবে।

সৃষ্টির অস্তিত্ব, সৃষ্টির ভিত্তি নির্ভর করে এ শৃংখলার উপর। বিশ্ব প্রকৃতির কোন কিছুই বিশৃংখল নয়। সব কিছুতেই একটি শৃংখলা, একটি নিয়মের বন্ধন দেখা যায়। সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন স্থানে কাজ করে যাচ্ছে। ঋতুর পর ঋতু দেখা যাচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সর্বত্র এক। তরুলতা জীবজন্তুর জীবনের ধারা প্রবাহ একই অমোঘ নিয়মে চলছে, কোথাও এর ব্যতিক্রম নেই।

ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষের সত্যিকার মানব-জীবন, সুন্দর জীবন যাপন করতে হলে, সাধনায় উত্তীর্ণ হতে হলে, অহরহ সংযম অভ্যাস করতে হয়, বাসনাকে করতে হয় খর্ব, প্রবৃত্তিকে করতে হয় দমন, নীতি ও সত্যের শৃংখলে নিজের জীবনকে করতে হয় বিধিসম্মত। স্বৈরাচারীর জীবন উচ্ছৃংখল, চিত্ত বিকেন্দ্রীভূত। কর্মে সাফল্যের জন্য যতখানি একাগ্রতার প্রয়োজন তা তার পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নহে। আত্মসংযম ও শৃংখলা তাই জীবনের সর্ব কর্মের উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতির নিয়মের রাজত্ব এক অমোঘ নিয়মে চালিত হচ্ছে। সমাজের নিয়ম-শৃংখলা বুদ্ধিমান মানুষের যুগ যুগ সাধনার ফলে অভিজ্ঞতার ফলে সঞ্চিত জ্ঞানের বাস্তব আরোপ মাত্র। মানুষ

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে যে নিয়ম নীতি মানতে হবে, নইলে তার নিজের ও অপরের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। তাই সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় মানুষ আপনার সর্বস্ব অর্পণ করেছে। সৈন্যদের যেমন অসংখ্য নিয়মের আওতায় থাকতে হয়, নইলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না, সব মানুষকেই তেমনি সহস্র দস্তুরে বদ্ধ থাকতে হয়, নতুবা তারা সমাজের কর্ম পালনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। এসব চিন্তা করেই মানুষ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে, অভিজ্ঞ কর্ণধারের তরণীর ন্যায় জীবনকে উচ্ছৃংখলতা মুক্ত রেখে সত্যের পথে কামিয়াবীর পথে ধাবিত হয়েছে। সুন্দর জীবনের জন্য শৃংখলা এক অমোঘ বিধান।

www.pathagar.com

দেশপ্রেম

মানুষ যেখানে ভূমিষ্ট হয় এবং শিশুকাল থেকে যেখানে লালিত পালিত হয় সেস্থানটিকে বড় ভালবাসে। তার প্রতি তার কেমন একটা মায়া পড়ে যায়। তারপর বড় হলে যদি সে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্যও হয় তবু সে কখনই তার জন্মস্থানের স্মৃতি ভুলতে পারে না।

এ প্রবৃত্তি যে কেবল মানুষের মধ্যেই রয়েছে তা নয়। পশু পক্ষী ইত্যাদি অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যেও এ প্রবৃত্তি অল্প বিস্তর লক্ষ্য করা যায়। তারাও যেখানে বড় হয়, সেখান থেকে অন্যত্র যেতে হলে মনে কষ্ট পায়। নিজ জন্মভূমির প্রতি, শৈশবের লীলা ভূমির প্রতি এই যে মোহ বা প্রীতি একেই বলে স্বদেশপ্রেম।

আমাদের জন্মভূমির প্রতি এই যে নাড়ির টান, স্বদেশের প্রতি এই যে আসক্তি তার ভৌগোলিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা মুশকিল। কোন কোন সময় এ আকর্ষণ কেবল একটি বাড়ী বা একটি গ্রাম বা একটি শহরকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। আবার এ প্রীতি সমগ্র দেশটিকে ঘিরেও উপ্ত হয়। এক একটি দেশ এক একটি মানব সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়ে পোষণ ও পালন করে থাকে। সে দেশের আবহাওয়া তার আকাশ বাতাস তার ঋতু পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, তার অধিবাসীর চরিত্র আচার অনুষ্ঠান সব মিলে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেখানকার প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষ একান্ত কাছের আপনার জন বলে মনে হয়। এই যে স্বদেশ প্রীতি এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, এ প্রবৃত্তি শাশ্বত। কবি সত্যি বলেছেন :

আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

এমন যে মায়া স্বদেশের জন্য, সে জন্মভূমির প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য নাই কি? এ সম্বন্ধে ইসলামেরই বা নির্দেশ কি?

www.pathagar.com

দেশের প্রতি সকলেরই একটি কর্তব্য রয়েছে বই কি। স্বদেশ-প্রীতি ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ। বলা হয়েছে : হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান, স্বদেশকে ভালবাসার আর এক নাম ঈমান। তাই ধর্ম বিশ্বাসের তথা তওহীদবাদের এ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংগ। স্বদেশের জন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদে, কাঁদা উচিত। তার কারণ দেশের স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যেকটি অধিবাসীর স্বার্থ জড়িত। এ স্বদেশ-প্রীতির প্রেরণায় মানুষ যুগে যুগে যে কত স্বার্থ ত্যাগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত লোক দুশমনের তরবারীকে উপেক্ষা করেছে, কত লোক প্রজ্জলিত আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে, কেবল দেশের সম্মান রক্ষার জন্য, আযাদী রক্ষার জন্য, স্বজাতির গৌরব রক্ষার জন্য, তার খোঁজ পাওয়া যাবে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক দেশ ও জাতির জন্য এভাবে প্রাণ দেওয়াকে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেন। প্রকৃত মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ বলে মনে করেন। আর যারা এর বিপরীত তাদের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে দেশদ্রোহী, মানবতার শত্রু তথা ধর্মদ্রোহী বলে। বস্তুত স্বদেশের সেবায় তথা মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে পারলে সত্যিকার স্বদেশ প্রেমিক নিজকে মনে করেন ধন্য।

স্বদেশের সেবা কেবল যুদ্ধ বা জেহাদেই নিবদ্ধ নয়, কখ্খনই না। স্বদেশের সেবা করতে হলে যে কেবল যুদ্ধই করতে হবে এমন কথা নেই। হাঁ, তবে দেশের স্বাধীনতা যেখানে বিপন্ন ; মানবতা যেখানে পর্যুদস্ত সেখানে দেশের তথা দেশবাসীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করা অবশ্য প্রয়োজন। তা ছাড়া অন্যবিধ উপায়েও দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও দেশবাসীর প্রতি আমাদের ভালবাসার নিদর্শন প্রকাশ পেতে পারে।

আমরা যদি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করি ; দেশের শিল্প বাণিজ্য কৃষি এ সবের উন্নতি বিধানে যত্নবান হই, তা হলে তার চাইতে উচ্চতর স্বদেশ সেবা আর কিছু হতে পারে না। এক কথায়, সমগ্র মানুষের কল্যাণ যখন আমার কর্ম, আমার সাধনা, আমার আরাধনা নিয়োজিত হয়, তখন হয় দেশ-

www.pathagar.com

প্রীতির সার্থক রূপায়ণ, আর দেশ ভক্তি প্রকাশ পায় জীবনের কর্ম সাধনায়।

প্রকৃত মানবতার সেবায়ই স্বদেশপ্রীতি বিকাশ লাভ করে। মানবতার সেবাই মানুষকে করে তোলে প্রকৃত মানব। নিজেকে ভালবেসে, নিজের ভালবাসার মাধ্যমে আমি জগতকে ভালবাসতে চাই। আর এ ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। এ-ইতো ইসলামের কাম্য। বলা হয়েছে ঃ কানান্নাসু উম্মাতান ওয়াহেদাহ্, মানুষ একগোষ্ঠীভুক্ত। "জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি"। ইকবাল বলেছেন ঃ মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতান হ্যায় সারা জাহাঁ হামারা। আমি মুসলিম, সমগ্র বিশ্ব আমার জন্মভূমি। জন্মভূমির সীমা মহামানবের কাছে তাই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। স্বদেশের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, স্বজাতির জন্য যিনি আত্মত্যাগ করতে পারেন, বিশ্ব-মানবতার জন্যও তার প্রাণ সমভাবেই কাঁদে, বিশ্বমানবতার সেবায় তাই নিয়োজিত করতে পারলে নিজেকে মনে করেন ধন্য। স্বদেশপ্রীতি একটি মহৎ গুণ, মানব প্রীতি মহত্তর গুণ। যিনি কেবল দেশের লোককে ভালবাসেন তার অপেক্ষা যিনি সমগ্র জগতের লোককে ভালবাসতে পারেন তিনি আরো মহৎ। আমরা এ মহা গুণটি অর্জন করতে পারলেই প্রকৃত মানুষ বলে পরিচিত হতে পারব।

আল্লাহ্‌কে পেতে হলে প্রধানতঃ বিপন্ন মানুষের মাঝেই তাকে খুঁজতে হয়।

তিনি থাকেন, যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙ্গে কাটছে সেথায় পথ
খাটছে বার মাস।
রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে।

মানুষের সেবার ভিতর দিয়া জগতের কল্যাণ সাধনই মানুষের জীবনের চরম স্বার্থকতা। এ মহান সেবা ব্রতের জন্যই মানুষের জন্ম।

www.pathagar.com

এ সেবার পথকে সুগম করার জন্যেই মানুষের জ্ঞান চিন্তা ধ্যান সভ্যতা সমাজ, এক কথায়, ধর্ম। শত্রুকে মিত্র করার, অহংকে উদার করার, মানুষের কল্যাণ করার এই যে পথ, মানুষের সেবার এই যে বিপুল আয়োজন, একে সুসংহত করে বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছে ইসলাম। কবি বলেছেন ঃ

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

এমন যে প্রিয় দেশ, সে দেশকে ভাল না বাসলে, তাকে ভাল করে জানবার ধৈর্য থাকে না। তাকে না জানলে তার ভাল করতে চাইলেও তার ভাল করা যায় না। তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস তার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরতে পার কিনা। দেশ যে আমার নিজের সে কথা দেশকে সেবা দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সাধনার দ্বারা, জানার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। নিজের বুদ্ধি বিবেক প্রাণ ও প্রেম দিয়ে যদি তাকে গড়ে তুলতে পারি, তবেই দেশপ্রেম সার্থক। আন্তরিকতার সংগে দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালবাসতে পারলে জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে। আপন দেশকে ভালবাসার অন্যতম উপায় দেশ ভ্রমন। অন্যের দেশকে যত বেশী করে দেখা যায়, জানা যায়, নিজের দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসা ততই বেড়ে যায়। এদেশ কেবল তোমারই নয় আমারও নয়, এ দেশকে যে নিজের দেশ বলে ভাবে এ দেশ তারই। এ দেশের কল্যাণ দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে, এ দেশের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদবে এদেশ তারই। আর যে এ দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, সে ত্যাগী পুরুষই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। কর্তব্য কর্মে অবহেলা না করে, তা যথাযথ পালন করাতেই দেশ সেবা প্রদর্শিত হয়। ছাত্রের কর্তব্য অধ্যয়ন। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কর্তব্য দেশবাসীকে জনকল্যাণমূলক মহতী প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করা। দেশের নেতা, আলেম ও পণ্ডিত সমাজ দেশ ও সমাজ থেকে অন্যায় জুলুম, পাপ বিদূরীত করার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন। চোরাচালানী, কালোবাজারী, জনস্বার্থ বিরোধী কর্মাদি দূরীকরণের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী তথ্য মনুষ্যত্ব বিকাশোপযোগী জীবনের পরিচর্যা করবেন। এতেই প্রকৃত দেশপ্রীতি তথা ধর্ম প্রবণতা নিহিত। আমার দেশের মঙ্গলই আমার মঙ্গল, আমার সমাজের কল্যাণই আমার কল্যাণ, আমার দেশের স্বার্থই আমার স্বার্থ, প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে এ অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। আর এ-ই প্রকৃত দেশপ্রেম।

www.pathagar.com

নাগরিক কর্তব্য

'নাগরিক' শব্দের অর্থ নগরবাসী। আজকাল 'নাগরিক' শব্দের মানে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র অধিবাসীদের সাধারণভাবে নাগরিক বলা হয়। এ নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের কর্তব্য রয়েছে। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকারের বেশী স্বীকৃতি দেয়, সে রাষ্ট্র তত বেশী প্রগতিশীল। অধিকার ভোগ, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে অধিকার সেখানেই দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটিকে ছেড়ে আর একটির কল্পনা করা যায় না।

রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের আযাদী ভোগ করার অধিকার দেয়, তখন নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে তার সে অধিকার ক্ষুণ্ণ না করা এবং তার অপব্যবহার না করা। নাগরিকগণ যে অধিকার ভোগ করেন, তার জন্য মূল্য দিতে হবে! বিনা মূল্যে, বিনা ত্যাগে, বিনা কর্তব্য সম্পাদনে ও বিনা দায়িত্ব পালনে কোন অধিকারই পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা যায় না।

যে রাষ্ট্র নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলো স্বীকার করে নিয়েছে, সে রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য স্বীকার করা নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য। সে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা, যে কোন কিছুর বিনিময়ে এর স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা নাগরিকের কঠোর দায়িত্ব। দেশবাসী সবার স্বার্থে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাও তারই কর্তব্য।

প্রত্যেকের কর্তব্য হলো ব্যক্তিসমাজ দেশ ও জাতির সেবা করা, এদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, আত্মত্যাগের মহিমায় সমষ্টির কল্যাণে বৃহত্তর মঙ্গল কামনায় উৎসর্গীকৃত

www.pathagar.com

জীবনই প্রকৃত দেশপ্রেমিক জনকল্যাণকামী মহৎ নাগরিকের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নাগরিকের দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা লাভ করে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, আত্মত্যাগ ও আত্মবিকাশের জ্ঞান অর্জন তাই নাগরিকের প্রথম কর্তব্য। তাকে হতে হবে দেশ হিতৈষী, মানব প্রেমিক এবং জাতির বিপদের দিনে সর্বশক্তি নিয়োগে ক্ষমতাবান, সম্পদে ও বিপদে সমদর্শিতার ও সাম্য নীতির প্রয়োগে নিষ্ঠাবান। একথা মনে রাখতে হবে যে, অসুস্থ্য দুর্বল ও মূর্খ নাগরিক দেশ ও জাতির কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই করে বেশী। সমাজ ও দেশ থেকে ক্ষুদ্র হিংসা দ্বেষ কলহ দূর করতে হবে। দূর করতে হবে ছোট বড় ও ধন বৈষম্যের বিরোধ। ব্যক্তির কল্যাণ ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে সমাজে, সমাজ থেকে জাতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। আর তা-ই বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হবে। আত্মপ্রেম রূপায়িত হবে দেশ প্রেমে, আর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম পরিব্যাপ্ত হবে আন্তর্জাতিকতায়। তাহলেই বিশ্বের তথা সামগ্রিক মানবতার কল্যাণ সাধিত হবে। বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে দেশ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করা, সবার জীবন যাপনের মানোন্নয়ন করা, নিজের ও অপরের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা, অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সাহায্য করা আমাদের সবারই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সুতরাং দেখা যায় রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব অপরিসীম। নাগরিকদের চরিত্রে দুর্বলতা, উচ্ছৃংখলতা ও দায়িত্বহীনতা দেখা দিলে রাষ্ট্রে বিশৃংখলা ও অশান্তি দেখা দেবে। হযরত রসূলে করীম (সঃ) এ দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন ঃ ফামা তাকুনুনা ফাকাযালিকা ইউমারু আলায়কুম, তোমরা ও তোমাদের চরিত্র যেমন হবে, তোমাদের শাসনকর্তাও তেমনি হবে। দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন পরহিতাকাংখী কোন নাগরিকই অনাচার অত্যাচার নৈরাজ্য বরদাশত করতে পারে না। তাই শাসক বা শাসিত যে-ই হোক না কেন, শোষণ ও অত্যাচার দূর করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। তার জন্য সে জিহাদ করতেও প্রস্তুত। আনুগত্য, শৃংখলা ও একতাই তখন কর্মের পথে সহায়ক হয়।

www.pathagar.com

আল-কুরআন ও রসূলের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনেই প্রকৃত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ রয়েছে। নাগরিকরা যেমন শাসনে সহায়ক হবেন, তেমনি তারা শাসকদের ভালমন্দ ভুলত্রুটির সংশোধন করবেন। আনুগত্য ও শৃঙ্খলা ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দলপতির নির্দেশের বিরোধিতা করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, সাধারণের একতায় ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যুর মতো। তিনি আরো বলেন ঃ যে ন্যায়নীতির জন্য নয়, বিদ্বেষবশতঃ ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়ায়, জনসাধারণকে প্ররোচিত করে বা বিদ্রোহ করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যুও অন্ধকার যুগের মৃত্যুর মতো। সংগ্রাম ও বিপ্লব যখন দেশের ও দশের প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তা না করা মহাপাপ। আর শান্ত পরিবেশে বিনা কারণে অশান্তি সৃষ্টি করার নামে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করার চেষ্টা অমার্জনীয় অপরাধ, ঈমানহীনতার লক্ষণ। ক্ষমতাসীন যতক্ষণ ন্যায়পথে থাকে, আদর্শচ্যুত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। কিন্তু তার অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ ও তা নিরসনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যও ইসলামের নির্দেশ আদর্শ স্থানীয়। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ অত্যাচারে লিপ্ত শাসকের সম্মুখে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। দুনিয়া থেকে অসুন্দর, অসত্য ও অন্যায় দূর করার জন্য এ জিহাদ প্রতি ঈমানদার মুসলিম নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই বলে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিবে না। নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে নিজ আদর্শকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। এ জন্য নিজের দায়িত্ব ও অপরের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধেই উজ্জীবিত হবে প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় ও কর্মচিন্তা। এতেই সৃষ্টি হবে আদর্শ মানব-গোষ্ঠী। এ মানব গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমাদের মানব জাতির আদর্শ করা হলো, যেন তোমরা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান করতে পারো এবং তাদের অকল্যাণের পথ থেকে বিরত রাখতে পারো। হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর খোতবায় বলেছিলেন, 'ভাই মুসলিমগণ। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের অনুসারী থাকব ততক্ষণ আমাকে আপনারা অনুসরণ

www.pathagar.com

করবেন। তা থেকে বিচ্যুত হলে আমাকে মান্য করার প্রশ্নই উঠে না।' আর এরূপ হলেই মানুষ রাষ্ট্রীয় প্রধানের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ আল্লাসু 'আলাদীনে মুলুকিহিম, প্রজা সব সময়ই শাসকের মতো হয়।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে প্রতিটি মানুষ সুষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। কুরআনে বারবার সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্যকে মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। সৃষ্ট জীবের প্রতি, মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের ভিতরেই আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য পালনের কথা রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য নিষ্ঠাই আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা। এর ব্যতিক্রম আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথের পরিপন্থী।

আত্মীয়স্বজন বাপ-মা সন্তানাদি এতিম নিঃস্ব পথিক প্রতিবেশী—এদের প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। পতিত দুঃখীজনকে বিপদমুক্ত করা যেমন নাগরিক কর্তব্য তেমনি অশিক্ষিত অজ্ঞজনে জ্ঞানের আলো দান, বুদ্ধিহীনে বুদ্ধিদানও নাগরিক দায়িত্ব। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্তব্য যথাযথ পালনই নাগরিক কর্তব্য।

মানুষ হিসেবে মানুষকে বাঁচতে হলে, ব্যক্তি সমাজ ও জাতির মঙ্গল কামনায় নিয়োজিত মননশীলতা ও তার সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন। আর তা যখন সকলের হিতের জন্য বিশ্ব-মানবতার সেবায় প্রযুক্ত হয় তখনই বিশ্বে শান্তি নেমে আসা সম্ভব। এ শান্তিই ইসলামের কাম্য। এ ব্রতই ইসলামের ধর্ম। মানুষ ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ কল্যাণ প্রেরণার বাস্তব ভূমিকা পালনের তৎপরতাই প্রকৃত নাগরিক কর্তব্য। আল্লাহ্‌ মুসলিমকে এই বলে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঃ আনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরেজাত লিন্‌নাসে তা'মুরূনা বিল মা'-রূফে ও তানহাওনা আনিল মুনকার, তোমরা এক শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের মধ্যে ভাল কাজে আদেশ দান ও মন্দ কাজে নিষেধ করার জন্যই তোমাদের মনোনীত করা হয়েছে। আমরা কি আল্লাহ্‌র কথিত সেই মুসলিম হতে পেরেছি? আমরা কি ভাল কাজে উৎসাহ, আদেশ বা নির্দেশ দিই এবং অসৎ কাজে বা খারাপ কাজে বাধা দিই? তা যদি না দিই তবে কি করে 'খায়রা উম্মাতিন' হবো? মুখে ঈমান আনলেই হবে, কার্যে পরিণত করতে হবে না?

www.pathagar.com

মানবিক মর্যাদা

মানুষের প্রথম ও প্রধান দাবী বেঁচে থাকার অধিকার। তার দাবী জ্ঞান সাধনা ও আধ্যাত্মিকতার অধিকারী। দৈহিক বা জৈবিক প্রয়োজনে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে মানুষ যুগে যুগে বঞ্চিত হয়েছে। মানুষেরই সৃষ্ট ধর্ম সমাজ তথা জাতির দোহাই দিয়ে মানুষকে নির্যাতন করা হয়েছে বহু দেশে, বহু কালে। মানুষ জন্ম গ্রহণের সময় স্বাধীন কিন্তু তারপরই সর্ব ক্ষেত্রে তার পায়ে বেড়ী। সমাজ ও গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের নামে মানবতার স্বাধীন পরিবর্ধন ও পরিশীলনীর পথ রুদ্ধ হয়েছে। মানুষ একথা ভুলে গিয়েছে যে, ধর্ম বা সমাজ মানুষেরই জন্য, ধর্মের জন্য বা সমাজের জন্য মানুষ নয়। আজ এ দাবী নীতিগতভাবে অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করা হলেও কার্যতঃ এ দাবীর বাস্তব স্বীকৃতি কোথাও দেখা যায় না।

ইসলামের প্রথম কথাই হলো মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। কেবল যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তাই নয়, সে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। সৃষ্টির প্রারম্ভে আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদের বলেছিলেন: ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খালিফা, আমি বিশ্বে প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করব। মানুষ সে যে আল্লাহ্‌র খলীফা, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, মানুষের জন্যে এর চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্মান আর কি হতে পারে? আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন বা বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর পরেই মানুষের স্থান। ফেরেশতা তো তারও নীচে। আদমকে সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌-তায়ালা ফেরেশতাদের আদেশ দিয়েছিলেন আদমকে সেজদা করতে। মানুষের এত বড় সম্মান আর কোন ধর্মেই দিতে পারেনি।

যে আদম সন্তানকে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র ধর্ম বিধান এত বড় সম্মান আর মর্যাদায় আসীন করেছেন, সে মানুষ নিজে নিজের মর্যাদা বুঝতে ও সে অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত হতে সচেষ্ট হবে, এ-ইতো কাম্য।

ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে সাম্যের নীতি প্রচার করেছে। কোথাও ছোট বড় ভেদাভেদের স্বীকৃতি নেই। ধনী

www.pathagar.com

বা নেতা হওয়াই পার্থক্যের লক্ষণ নয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। তার সামাজিক মর্যাদা কেবল তার রুজীর উপায় ও কর্মের তরিকা দেখে নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে-ই সবচাইতে বড়, যে ধর্মভীরুতায়, তাকওয়ায় বড়। তাকওয়া মানেই সব মানুষের হিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার নির্ধারিত ও নির্দেশিত পথে চলা। তাকওয়া মানেই বিশ্ব মানবের কল্যাণে নিয়োজিত মানবিক বৃত্তির পরিচর্যা করা। এ নির্দেশ-মতে এক দিকে যেমন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে, তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধেরও উজ্জীবন করা হয়েছে। একজন, সে যতই ছোট হোক, তাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। আর একজন, সে যতই বড় হোক তার দাম্ভিকতার অধিকার নাই। একজন পেট পুরে খাবে আর একজন উপোসে কাটাবে এ নীতি ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম এ ভেদনীতির পোষক ও ধারককে ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিগর্হিত সৃষ্টির নিয়ম লংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। পথের ভিখারীকে অনর্থক ধমক দেওয়ার অধিকার, এতিম নিঃস্ব আশ্রয়হীনকে আশ্রয়চ্যুত করার অধিকার তথাকথিত কোন বড় লোকের নাই, বরং লোকদের তাদের হাতে ধরে টেনে তোলার ও মানুষ হিসাবে বাঁচতে দেওয়ার অধিকার সৃষ্টির হক রয়েছে। প্রতি-বেশীর প্রতি, এতিম, অভাবগ্রস্তের প্রতি সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও হক আদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশ্বে মানবতার জয়গানের প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলাম। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ ওয়া আম্মাস্ সায়েলা ফালা তানহার, যাচ্ঞাকারীকে ধমক দিও না। যারা এতিমকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, টেনে তোলার ব্যবস্থা করে না, আল্লাহ্ সূরা মাউনে 'তাদের সর্বনাশ' বলে অভিশাপ দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবুবিদ্দীন, ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদোউল ইয়াতীমা ওয়ালাইয়াহদ্দো, আলাতায়ামিল মিসকীন, যারা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে তাদের দেখেছ কি? যারা ইয়াতিমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনের আহারে উৎসাহ দেয় না তারাই কেয়ামতের দিনে অবিশ্বাসী।

ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মর্যাদাবোধকে ও অপরের প্রতি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধবোধকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামে অস্পৃশ্যতা নাই। মনিব আর দাস দুই ই এক সারিতে দাঁড়াতে পারে। কামার কুমার মেথর চামার সবারই মসজিদে প্রবেশাধিকার সমান। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য সকলেরই সমান অধিকার। অন্য ধর্মের উপরও শ্রদ্ধাবান। ক্রীতদাসও নিজগুণের বলে শাসকের মর্যাদায় উঠতে পারে। নারী জাতির প্রতি বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মতামত। কিন্তু ইসলাম মায়ের পদতলে বেহেশ্‌ত নির্ধারণ করে নারী জাতির মহিমা ও সম্মান সবার উপরে স্থাপন করেছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ আলজান্নাতু তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম, তোমাদের মায়েদের পদতলেই জান্নাত। ইসলামই বলেছে ঃ সেই সত্যিকার ভাল লোক যার স্ত্রী ভাল বলে। এ ধরনের সনদের জন্য গুরু সাধক নবী রসুল বা আর কাউকে অধিকার না দিয়ে, দেওয়া হয়েছে স্ত্রীদের উপর। মানুষকে শ্রদ্ধা দেখানোর চাইতে আরো কিছু শ্রেষ্ঠ আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামই শ্রমের মর্যাদার কথা জোর গলায় বলেছে। হযরত রসুলে করীম (সঃ) নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন। তিনি কখনও কারো দুধ দুইয়ে দিয়েছেন, কখনোও বা বাজার করে দিয়েছেন। কখনও যুদ্ধ করেছেন, আবার কখনো বা রাজ্য শাসন করেছেন। এতসব করেও কোন দিন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে দাবী করেন নি। কেবল বলেছেন ঃ আনাবাশারুম মিসলুকুম, ইউহা ইলাইয়া আন্নামা ইলাহুকুম ইলাহুওঁয়াহিদ, আমি তোমাদের মতোই মানুষ, কেবল প্রভেদ এই যে, আমার কাছে ওহী নাযিল হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক।

মানুষে মানুষে পার্থক্য দূরীকরণের জন্য তিনি স্বীয় জীবনে ভেদাভেদের উচ্ছেদ সাধন করেছেন। আর কোন সংস্কারক, কোন মহাপুরুষ জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করে এমন করে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেনি।

ভিক্ষায় মনুষ্যত্ব খর্ব হয় খুদী হয় হেয়, আত্মা হয় অপমানিত লাঞ্ছিত। তাই ভিক্ষা নিষিদ্ধ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার্থে এমন নীতি আর কেউ কোন দিন আদর্শ রূপে দাঁড় করাতে পারে নাই। ভিক্ষায় আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানজ্ঞান লোপ পায়। তাই সমাজে যাতে ভিক্ষার

www.pathagar.com

প্রশ্রয় না দেওয়া হয় তার জন্য ইসলাম যাকাত, সদকা, ফিতরা ইত্যাদি অবশ্যদেয় ধর্মীয় ট্যাক্সের ব্যবস্থা করেছে।

ইসলাম ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ভেদ নীতির উচ্ছেদ সাধন করেছে। বিশ্ব মানবের কল্যাণে মানুষের জন্য ধর্মকে প্রয়োগ করেছে। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে সাম্যের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইসলামই প্রথম করে। ইসলামই সন্ন্যাস ধর্ম তুলে দিয়ে মানুষের কর্ম ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম ত্যাগের কথা বলেছে, কিন্তু ভোগকে ছোড়ে দিতে বলেনি। নিজের হালাল রুজী সকলে সমবেতভাবে ভোগ করবে, সকলের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে এই ইসলামের ইনসাফ। আর এরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, মনুষ্যত্বের প্রতি ভালবাসা। জ্ঞান অর্জন ও ধর্মানুশীলন প্রতিটি মুসলিমের জন্মগত অধিকার। দুর্বল মানুষের মনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রেরণা দিয়েছে ইসলাম এই বলেঃ লা তাকনাতু মির-রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ধনগত ও বংশগত আভিজাত্যের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসেবে একই সমতলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ তুমি দুর্বল মুহূর্তে অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমা-শীল পরম দয়ালু। তওবা কর। ফিরে এসো। অনুতপ্ত হও। এ গর্হিত কাজ আর করবে না বলে প্রতিজ্ঞা কর। মুসলিম কোন দিন মিথ্যা বলে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। কাজেই যা একবার ভুলে ঘটে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে না। শান্তি ফিরে আসবে। মনে রাখবে তোমাকে প্রকৃত মুসলিম হ'তে হবে, অপরকেও প্রকৃত মুসলিম হওয়ার তাকিদ দিতে হবে। দেখবে সমাজ থেকে দুর্নীতি চলে গেছে, সমাজে ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত জীবন এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান জীবনই প্রকৃত মুমিন ও মুসলিমের জীবন।

www.pathagar.com

সমাজ কল্যাণ

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সে বুঝতে চায়, বুঝাতে চায়। জানতে চায়, জানাতে চায়। কেবল খাওয়া পরা নিয়ে সে সুখী হতে পারে না। কেবল ডাল ভাতের জন্যই সে বাঁচে না। তার ওপরও তার কাজ রয়েছে। তার ভাবনা রয়েছে, তার চিন্তা রয়েছে। তাই কেবলমাত্র আহার নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন নিয়েই সে ব্যস্ত থাকতে পারে না। তাতে আর সাধারণ পশুতে তফাত এখানেই। তার সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণ এবং রহস্য এসব জানার তার একান্ত ইচ্ছা। জীবন ও জগত সম্বন্ধে তার নব নব জ্ঞানের উন্মেষ ও উদ্‌ঘাটন পরিকল্পনা ও চিন্তাশীলতা তাকে ক্রমেই ভাবিয়ে তোলে। এ থেকেই এসেছে তার আত্মচিন্তা এবং পরের সম্বন্ধে ভাবনা।

প্রত্যেক মানুষের মৌলিক কতকগুলো প্রয়োজন রয়েছে। এবং সে সবের মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য এবং বিশ্ব দুনিয়ার রহস্য ব্যাখ্যার জ্ঞান ও তা প্রকাশের ইচ্ছা অন্যতম। মানুষ এ দুনিয়ার পার্থিব সম্পদের যেমন অধিকারী হতে চায়, মানুষের সংগে সম্পর্ক গড়ে তোলারও তেমন প্রয়োজন বোধ করে। আবার অনুভূতিজাত বোধ থেকে সে বিশ্বাস করে যে, এই দুনিয়া জাহানের সে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সে অংশত্বের দাবী তার এ দুনিয়ার পার্থিব দাবীর অনেক উর্ধ্বে। পার্থিব অধিকার, সম্পর্ক সৃষ্টির আকাঙ্খা ও অপার্থিব মনুষ্যত্বের অংশের দাবী—এ তিনটি প্রয়োজন মানুষকে করে তুলেছে স্রষ্টা, সে পেয়েছে সৃষ্টির আবেগ।

এ আবেগ তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। হয় সমাজের সৃষ্টি। একক মানুষ তখন সমাজের অঙ্গ হয়ে যায়। আর সমবেতভাবে গোষ্ঠী-গতভাবে তার আচরণ প্রকাশের ক্ষেত্র তৈয়ার হয়। তাই সে হয় সমাজের ভিতরের একজন। জন্মক্ষণ থেকে হয় অপরের প্রত্যাশী। অপরের সাহায্য ছাড়া সে বাঁচতে পারে না।

www.pathagar.com

মানুষের জীবনকে দু'টো ভাগে ভাগ করে দেখা যায়। এক, পার্থিব বা জৈবিক জীবন। দুই, আধ্যাত্মিক বা অপার্থিব জীবন। পার্থিব বা জাগতিক জীবনের আশা-আকাংখার পরিতৃপ্তি সুখ ঐশ্বর্য অধিকারের নিবৃত্তিতে আর আধ্যাত্মিক বা আত্মিক জীবনের আকাংখার শুরু ভোগের বাইরে, ভোগের পরে। একদিকে ভোগ ও আকাংখা আর একদিকে ত্যাগ ও তিতিক্ষা, এ দু'য়ে মিলে গড়ে উঠেছে মানুষের এ বিচিত্র জীবন। এ জন্যেই এ জীবনে দেখি স্বার্থপরতার চরম বিকাশ, আবার স্বার্থ ত্যাগেরও পরাকাষ্ঠা।

মানুষের প্রয়োজন নানাবিধ। কিন্তু মানুষের ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সুযোগ লাভ সকলের সমান নয়। সেজন্যই প্রয়োজন মিটানোর জন্য তার অপরের সাহায্যের দরকার হয়। প্রয়োজনবোধ ও প্রয়োজন মিটানো এ দুটো বিষয় মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। এ সম্পর্কই অবশেষে আমাদের সত্তাকে বজায় রেখেছে। এই জন্যই ইসলাম মানুষ ও সমাজের সম্পর্কের পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে। সাংসারিক জীবন মানুষের কর্মক্ষমতা বিকাশ ও বিচারশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র। সন্ন্যাস সংসার ত্যাগীর ধর্ম, সংসারীর নয়। সংসারে থেকে মানুষের সমাজকে উপেক্ষা করা সমাজের গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মানুষের নিজের গরজেই, সমাজকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করে দেওয়া মানুষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বৈজ্ঞানিক সমাজ সেবা মানুষের কর্মশক্তির উপর বেশী জোর দিয়ে থাকে। আর ইসলামও কর্মশক্তির উপরই বেশী বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌কে বলা হয় রব, প্রতিপালক। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পালন ও কল্যাণময় রূপে গড়ে তোলা, এ প্রতিনিধিত্বেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যা কিছু আছে, সবই মানুষের ক্ষমতাধীন। মানুষ যদি তার বিচার শক্তি, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে, তবে তার সব রহস্যই তার কাছে উদঘাটিত হয় এবং সে জগতের কল্যাণ পথে তার সকল ক্ষমতা নিয়োগ করতে পারে। তাই সমাজ সেবার কাজকে ইসলাম অতি উচ্চে স্থান দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ সকল কাজের মধ্যে সমাজ কল্যাণের কাজ শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন ঃ যে লোক অভাবগ্রস্ত,

www.pathagar.com

আশ্রয়হীন ও দরিদ্রকে সাহায্য করে, তার সে সাহায্য সমস্ত রাত জেগে ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম না করে একজন আবেদের ইবাদত করার সমান। সমাজের হিত সাধন তথা মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা শ্রেষ্ঠ সৎকাজ। মুয়াজ্জিন মসজিদ থেকে দিনে পাঁচবার বিশ্ববাসী মুমিনদের ডেকে বলছেন: 'হাইয়া আলাল ফালাহ'; পূণ্য কল্যাণ শান্তি ও সৎকার্যের প্রতি অগ্রসর হও।

ইবাদত দু'রকম: হক্কুল ইবাদ ও হক্কুল্লাহ্। আধ্যাত্মিক জীবন যে আইনের বলে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে বলে হক্কুল্লাহ্ ও মারেফাত; আর যে আইন দিয়ে জাগতিক জীবন পরিচালিত হয় তাকেই বলে হক্কুল ইবাদ। ইহাই শরিয়ত।

আল্লাহ্র হক আদায় হয় আল্লাহ্র নির্দেশে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ায়। এ কল্যাণ রয়েছে একদিকে দেহ ও মনের সমন্বয়ের মধ্যে; অন্যদিকে ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে। সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাস পরস্পর সাহায্যের ইতিহাস। ইসলাম সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরআন বলে: ভাল কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। কেবল তাই নয়, ইসলাম বলে: কল্যাণের কাজ করতে এবং অকল্যাণকে দূর করতে নির্দেশ দাও। এ তোমার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

ইহকাল ও পরকালের সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায় পবিত্র কুরআন থেকে। জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া, রুজী ও ব্যয় নির্বাহের সংকেত বুঝিয়ে দেওয়া, এসবই সমাজকল্যাণ তথা মানবতার সেবা। যাকাত, সদকা আর্থিক দান খয়রাত করা, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা, এ সবই কল্যাণমুখী ধর্ম-প্রবণতা।

মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধ রয়েছে, তার কাজ, আচার-অনুষ্ঠান যুক্তি ও মনীষার বলে চালিত হয়। তার উৎপত্তি ও বিকাশের বিশেষত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব তার আত্মাকে নিষ্কলুষ, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করে তোলার অনুকূল পরিবেশ ও প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এবং তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে সাহায্য করে। তাই একথা সর্বতোভাবে সত্য যে, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া তার উপর আর কেউ নেই। মানুষের ন্যায়পরায়ণতা; মহত্ত্ব, আদর্শ, ক্ষমা, সৌন্দর্য—সব কিছুই নিজের ও অপরের কল্যাণে নিয়োজিত হলেই মানুষের মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হয়, বিশ্বপ্রভুর পরেই তার আসন নির্দিষ্ট হয়, ফেরেশতা ও অপরাপর সৃষ্ট মখলুকাত তার অধীনে, নীচে, তারা তার সেবক মাত্র।

একথা সত্য যে, কোন মানুষেরই মনটা ষোল আনা তার নিজের নয়। বড় জোর যদি এক আনা তার নিজের হয় তবে তার পনের আনা সমাজের। তাই মনে করি সমাজের কল্যাণ করতে হলে, সমাজের ব্যাধির প্রতিকার করতে চাইলে, তা বাইরের চেষ্টায় যতটা সফল হবে, মনের উপর কাজ করার চেষ্টায় তার চাইতে বেশী ফল পাওয়া যায়। সমাজের যত অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে, তার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার অভাবই দায়ী। সমাজের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুষ্ট-ক্ষত 'অশিক্ষা' দূরীকরণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে হবে। উত্তেজনা দ্বারা নয়, শান্ত ধীর মস্তিষ্কে সামাজিক ত্রুটি সংশোধনের প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝতে হবে। বুঝে সেভাবে কাজ করতে হবে।

মনে রাখতে হবেঃ জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মানব-সেবাই প্রকৃত ধর্ম। এর ন্যায় ধর্ম নেই। আবার কেবল মানুষই নয়, জীবের প্রতিও কল্যাণের হস্ত প্রসারিত করতে হবে। কারণ যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণ করে, সৃষ্টির সেবা করে, তারাই আল্লাহ্র খেদমত করে। কবি তাই বলেছেনঃ তরিকত বজুয খেদমতে খালকে নিস্ত, বতসবীহ ও সাজ্জাদাহ্ ও দালকে নিস্ত ঃ ধর্মতো খেদমতে খালকেই; জায়নামায তসবীহ ও আবাকাবায় ধর্ম নেই। রসূল (সঃ) বলেনঃ যে বিশ্ব মানবের হিত সাধন করে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ। মানবতার সেবায় যিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই মহামানব। তিনি আরো বলেনঃ তুমি কি আল্লাহ্কে ভালবাস? তবে মানুষকে ভালবাসতে শিখ।

www.pathagar.com

সমাজকল্যাণের মূল কথাই হলো ঃ বিশ্বের হিতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, বিশ্বকে ভালবাসা। এ বিশ্ব আমার দেশ, মানব জাতি আমার ভাই আর সবার কল্যাণ করাই আমার কাম্য। আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন বিশ্ব-মানব-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে পারলেই আমার মানব জন্ম সার্থক।

www.pathagar.com

সামাজিক দায়িত্ব

সমাজ সমষ্টিগত মানুষের সজ্ঞান বুদ্ধিজাত কল্যাণকামী চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। অন্যান্য জীবের গুণাগুণের উপর মানুষের বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান মানুষকে উচ্চ পর্যায়ে স্থান করে দিয়েছে। আর সে কারণেই মানুষ নিজস্ব জীবন যাপন প্রণালী বিধিবদ্ধ করেছে সবার মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে। নিজের ও পরের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই মানুষ একা একা পৃথক পৃথক না থেকে সমাজবদ্ধ হয়েছে, বিধান করেছে দেশ কালের পরিপ্রেক্ষির উপযোগী রীতিনীতি চাল চলনের। এই একতাবদ্ধতার নিয়মের মধ্যেই তাই রয়েছে স্বার্থ ও পরার্থ চিন্তা। একের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বহুর স্বার্থ রক্ষা করতে হয়। ব্যষ্টির মঙ্গলের চাইতে সমষ্টির মঙ্গলের চিন্তা করতে হয়, ব্যক্তির সুখের চাইতে সমাজের হিত বিধানের কথা লক্ষ্য রাখতে হয়। আর এ উদ্দেশ্যেই মানুষের সৃষ্টি।

আল্লাহ্‌র বিধানের এ পদ্ধতি পালন করতে হলে প্রত্যেককেই প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সমাজের তথা বিশ্বের সবার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, সে সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে উদাসীন থাকলে চলবে না। তাহলে কর্তব্যে অবহেলা করা হবে।

সমাজের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ও নিয়োজিত। প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যা রয়েছে। সে সব সমস্যা সম্পর্কে ভাবনা ও তার সমাধানের চেষ্টা করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষ ও অপরাপর জীব এবং জড় ও অজড় পদার্থ সৃষ্টি করে মানুষকে তার উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন, তাকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করেছেন, যেন সে সবার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। সবার সেবা মানেই আল্লাহ্‌র সেবা। তরিকত বযুজ

www.pathagar.com

খেদমতে খালকে নিস্ত ঃ সৃষ্টির সেবা খেদমতে খালক ছাড়া আর কোন ধর্ম পন্থা নাই। সমাজে বাস করতে গিয়ে, বৃহত্তর সমাজের প্রতিটি মানুষের সুখ সুবিধা শান্তির কথা ভাবতে হবে। সে ভাবনার রূপায়ণে এগিয়ে আসতে হবে ও মা বাপ, সন্তান-সন্ততি, স্বামী স্ত্রী, অধীনস্থ লোকজন, মনিব, মুরুব্বি, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, এতিম, দরিদ্র নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন, আর্ত, জরাগ্রস্ত রোগী তথা সর্বমানবের প্রতি এমনকি জীব জন্তু ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্যের প্রতি আমাদের যে পরম কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে একথা স্মরণ রাখতে হবে। হিংসা বিদ্বেষ কলহ ভুলে গিয়ে ইসলামের নির্দেশ মুতাবেক স্নেহ মায়া মমতা ও সততায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে, অন্যায় অসত্য থেকে দূরে থাকতে হবে। তবেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন সহজতর হবে।

যার প্রতি যা করা কর্তব্য তা পুরোপুরি পালন করলেই সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করা হবে। এ সম্বন্ধে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি। সব কালে সব দেশে সময়, স্থান ও আবহাওয়া অনুযায়ী আমাদের জীবন-ধারা নির্ধারিত হয়, আর বহির্জীবনে তার প্রকাশেই ধরা পড়ে আমাদের সংস্কৃতিবোধ ও জীবন চেতনা। এ বোধ ও চেতনা শিক্ষা সাপেক্ষ। ইসলাম জীবনের সে শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলেছে। জীবন যাপন কিভাবে সুখের হয়, শান্তির হয়, পরিচ্ছন্ন হয় এবং সে জীবনই কিভাবে ইহকালের ও পরকালের, এ পৃথিবীতে ও আখেরাতে মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় আসীন রাখতে পারে তার পূর্ণ পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ বিধান ইসলামে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইসলামী জীবন তথা মুসলিম জীবন সে ব্যাখ্যারই বাস্তব রূপায়ণ।

দরিদ্রের প্রতি ধনীর কর্তব্য, ধনবানের প্রতি গরীবের দায়িত্ব, ব্যবসায়ীর প্রতি গ্রাহক অনুগ্রাহকদের কর্তব্য, গ্রাহকদের প্রতি ব্যবসায়ীর দায়িত্ব, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব, নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রীয় কর্মীদের দায়িত্ব, শ্রমিকের প্রতি মালিকের, মালিকের প্রতি শ্রমিকের কর্তব্য ছাত্রের প্রতি শিক্ষক ও মুরুব্বির কর্তব্য, শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি ছাত্রের

www.pathagar.com

দায়িত্ব, এক কথায়, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালিত হলেই দেশ ও দশের জীবনে নেমে আসে শান্তি, দূর হয় পৃথিবী থেকে অশান্তি। সমাজে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হলেই অন্যায়জুলুম উৎপীড়ন আপনা আপনিই দূর হয়ে যায়। থাকে না মিথ্যা চুরি ডাকাতি প্রতারণা হিংসা বিদ্বেষ, থাকে না পরস্পর ঘৃণা ও পরশ্রীকাতরতা। দয়া পরমত সহিষ্ণুতা স্নেহ মমতা দিয়ে আত্ম-পর সবাইকে এক করে ভেবে সবার হিতে, সবার কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত করতে হবে আমাদের সর্ব কর্ম। তবেই ইসলামী জীবন বিধান জীবনে বাস্তবায়িত হবে। মুসলমান হিসেবে অন্য মুসলমানের প্রতি, প্রতিবেশী হিসেবে অন্য প্রতিবেশীর প্রতি, সহ-যাত্রী হিসেবে অন্য সহযাত্রীর প্রতি, সবার উপরে মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে প্রত্যেকেরই। আর এ দায়িত্ব পালনই হলো প্রকৃত সৎ কাজ। এ সৎ কাজ সম্বন্ধে কুরআন বলে ঃ ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরিন, ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালেহাত—মানুষ ক্ষতির কাজে লিপ্ত আছে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মপরায়ণ, তারা নয়। ইসলামের সাধনা কেবল কথার মাধ্যমে নয়। মুখে বলে তা মনে বিশ্বাস করে সে জীবন পদ্ধতির কাজে লাগতে হবে। ইসলাম পূর্ণ পরিণত যুক্তি-সংগত জীবন বিধান। এ বিধানে মানুষের জীবন পরিপূর্ণ কর্মময়। মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌র দরবারে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করে, মানুষ যখন পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ; তখন তার যাবতীয় কাজই আল্লাহ্‌র ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি পানাহার নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি জৈবিক কাজও ইবাদতের মর্যাদা লাভ করে। হযরত (সঃ) বলেন ঃ গরীব দুঃখী ও বিধবা অসহায়দের সাহায্যে যারা আত্মনিয়োগ করে, তারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী অথবা সারারাত ভরে সালাত কায়েমকারী, অথবা নফল রোযাদারের সমান মর্যাদার অধিকারী হয়। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেন ঃ লাইসাল বিররা আনতুআল্লু ওজুহাকুম কেবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়া লাকিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল মালা-ইকাতে ওয়াল কিতাবে ওয়ান্নাবিয়িনা। ওয়া আতাল মালা 'আলা হুব্বিহি যাবিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনে

www.pathagar.com

ওয়াব্-নাস্ সাবিল ওয়াসসায়েলিনা ওয়া ফিররিকাব ; পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো কোন সৎ কাজ নয়। প্রকৃত সৎকর্মশীল সে ব্যক্তি যে আমার প্রতি কেয়ামতের দিনের প্রতি, প্রেরিত গ্রন্থ ও রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় তার দরিদ্র নিকট আত্মীয় স্বজন, এতিম মিস্‌কীন পথিক মুসাফির এবং সাহায্যপ্রার্থীকে অর্থ সম্পদ দান করে। এতে বুঝা যায়, মানুষকে আল্লাহ্‌র সব গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ্‌র ফিতরাতে বিভূষিত হয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করায়ই সত্যিকার সামাজিক দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়। আর এ দায়িত্ব যথাবিহিত পালন করতে পারলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। এর কর্মসূচীর বাস্তবায়নই সাফল্যের মাপকাঠি।

প্রকৃত মানবতার সেবক নিজকে সব সময় দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক মনে করে এবং তার দায়িত্ব পালনে যথাবিহিত তৎপর হয়। কে কি বলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সে তার কর্ম করে যায়। কারণ, দায়িত্ব পালনেই তার ধর্ম, দায়িত্ব পালনেই তার সুখ। কর্তব্য কর্ম সম্পাদন তার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হলেই মানুষ কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য একই স্তরের একই মনোবৃত্তিজাত। কর্তব্যবোধ থেকে দায়িত্ব জ্ঞান আসে, আর দায়িত্ববোধই কর্তব্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার ভাইয়ের প্রতি, বোনের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, কর্তব্য রয়েছে তোমার বাপ-মা আত্মীয় স্বজনের প্রতি। আরো কর্তব্য রয়েছে তোমার প্রতিবেশী গ্রামবাসী, দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর প্রতি। এ সবের প্রতি কর্তব্য যদি যথাযথ পালন করতে পার, তাহলেই তোমার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে বলতে পারি এবং দায়িত্ব পালনেরও তখনই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে।

মানুষকে অবহেলা করে মানুষ কোন দিনই মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে না। মানুষের মানুষ্যত্বের মৃত্যুই তার চরম দায়িত্বহীনতার লক্ষণ। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের উজ্জীবন ও আত্মসত্তার চেতনাদানই বর্তমান সমাজের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালনেই প্রকৃত মানুষ্যত্বের বিকাশ। ইসলামী জীবনবিধানে এ-ই অমোঘ শক্তি।

www.pathagar.com

সহযোগিতা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নানা প্রয়োজনে মানুষকে একে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষ মানুষের দায়িত্ব পালন করুক এবং সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক, কোথাও কিছু ত্রুটি বা অসুস্থতা অনুপ্রবেশ না করুক, এই-ই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি করেছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র পরেই মানুষের স্থান। তার উপর আর কেউ বড় নেই। মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে পরস্পর পরস্পরের ভাই হিসেবে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াবে, এইতো স্বাভাবিক। সমাজে বাস করতে হলে নানাবিধ সমস্যায় মানুষ জড়িত হয়ে পড়ে। আর তার ভাই তার সে সমস্যার সবাধানে সাহায্য করবে, এই-ই তো মানবতার লক্ষণ। মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে পরিশীলনী করে যাতে সব মানুষের সব কালের কল্যাণ সাধিত হয় এমন কাজ ছাড়া মানুষ আর কিছু করবে না। পরের হিতের জন্যই তো মানুষ একে অন্যের ভাই ভাই। আল্লাহ্ কুরআন মজিদে এরশাদ করেছেনঃ ইন্নামাল মু'মিনুনা ইখওয়াতুন, মুমিন পরস্পর পরস্পরের ভাই।

ভাই ভাইয়ের কল্যাণে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হলে, নিজে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার বিপদে সাহায্য করবে, এই-ই তো কাম্য। নিজেকে ভুলে গিয়েও পরের উপকারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পরের দুঃখে দুঃখিত হতে হবে, তবেই তো বুঝা যাবে আমরা মানুষ। মানুষে পশুতে এখানেই প্রভেদ। পরের হিতে ব্রতী জীবনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। তারই উদ্বোধন করে বলা হয়েছে, মানুষ নিজের জন্য বাঁচে না। অন্যের প্রতি সহানুভূতিতে বিলিয়ে দেওয়াই তার জীবনের স্ফূর্তি। আল্লাহ্‌র অবদান মনুষ্য চরিত্রের সদগুণগুলোর মধ্যে এ অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্" আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও। আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে পরস্পর সহযোগিতাও

www.pathagar.com

একটি। মানুষের হিতের জন্য আত্ম পর ভুলে গিয়ে মানুষ সমাজের উপকারে নেমে আসবে। তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাওকি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

মানুষকে অহরহ সমাজে নানা রকমের কাজ করতে হয়। সমাজে তার বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকায় বাস্তব অভিনয় করতে হয়। পিতা হিসেবে, ভাই হিসেবে, পুত্র হিসেবে, বাড়ীর কর্তা হিসেবে তাকে রোজ দায়িত্ব পালনের মহড়া দিতে হচ্ছে। পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের প্রতি, সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার প্রতি মনিব হিসেবে দাস-দাসীর প্রতি, অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে মুরুব্বিদের প্রতি, কর্মকর্তা হিসেবে অধীনস্থ কর্মচারীর প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের ও জাতির প্রতি মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে পরস্পর সমঝোতার মধ্যে বিভিন্ন কর্তব্য পালন না করলে কারো প্রতি কারো কোন দায়িত্ব-বোধের কথা স্মরণ না রাখলে এবং সে অনুযায়ী কাজ না করলে মানুষ মনুষ্য নামের উপযুক্ত থাকে না।

মানুষের জন্য মানুষের সহনশীলতা দয়া ক্ষমা ন্যায় বিচার এই সব সৎ প্রবৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। হযরত বলেছেন ঃ 'আল মুসলিমু মায়ঁ ইউহিব্বু লিনাফসিহি ইউহিব্বু লিআখিহি" সে-ই প্রকৃত মুসলিম যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করে। এর চাইতে মহৎ গুণ আর কি হতে পারে ? দেশ কাল আবহাওয়া ভেদে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া, পরহিতে ব্রতী হওয়া, পরের জন্য বিবেচনা করাইতো মানব জীবনের কর্তব্য পালনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকলে মানব জীবন অচল হয়ে পড়তো। মানুষ অসহায় হয়ে নিরবলম্ব অসামাজিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হতো। মানুষের অন্তঃকরণ দেওয়া হয়েছে উপলব্ধি করার জন্য, আর মস্তিষ্ক দেওয়া হয়েছে বুঝবার ও বুদ্ধি খাটাবার জন্য। সমাজের আদিম অবস্থা থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই যে প্রাগ্রসরতা, এ ব্যাহত

www.pathagar.com

হয়ে পড়তো, যদি না মানুষ যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে পরিণত হয়ে প'ড়ে মানুষকে ভালবাসতো, একে অন্যকে প্রীতি, মায়া স্নেহ, মহব্বত দিয়ে, দরদ দিয়ে লালন না করতো। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাই। তাই অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতাও পারস্পরিকতা সাপেক্ষ ও সমাজের সব স্তরে সব অংগে পরিব্যাপ্ত। কেউ একা একা বাঁচতে পারে না। শিশুর জন্মের পর মা-বাবা, ভাই-বোন বা সে রকম কোন আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য গ্রহণ করে। তা নইলে সে বাঁচতে পারে না। সৃষ্টির ধারা রক্ষা করে এ এক অমোঘ নিয়ম। এ নিয়মকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের একে অন্যের প্রতি তাকাতে হয়, দেখতে হয়। কারো অসুখ অসুবিধা হলে তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হয়। তাকে বিপদে আপদে সান্ত্বনা দিতে হয়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়ে জীবন সম্বন্ধে নৈরাশ্য যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। তার শিক্ষা দীক্ষা চাল চলন হাবভাব সব কিছুতেই একটা কল্যাণের পরশ বুলিয়ে তার দুঃখ দৈন্যের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর মনোরম বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মানুষের প্রতিবেশীর, আত্মীয়ের, সমাজের।

ইসলাম সমাজের রক্ষণের জন্য তার সুষ্ঠু পরিবেশ ও পরিচালনের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে। ইসলামী জীবনবোধে উজ্জীবিত মানুষ কোন দিন কারো বিপদে আপদে অবজ্ঞা করতে পারে না, কারো প্রতি অন্যায় করতে পারে না, কারো প্রতি অন্যায় জুলুম হতে দেখলে তা নিরসন না করে চুপ করে সহ্য করতে পারে না। কারণ, সে জানে ঃ

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

আত্মীয়-স্বজনকে, এতিম মিসকিন নিঃস্বকে নানাভাবে সাহায্য করার কথা আল্লাহ্‌র রসূল বলে গেছেন। পরস্পর সহযোগিতা না থাকলে কেউ কোন দিন সমাজের উন্নতির জন্য কর্ম করে সফলকাম হতে পারতো না।

কারো ব্যবসায়ে বাণিজ্যে উপার্জন জীবিকা সুষ্ঠুভাবে চলতো না।

www.pathagar.com

একজন পড়ে গেলে তাকে হাত ধরে তোলা তো মনুষ্যত্বেরই কাজ। এ কাজের প্রেরণা আসে সহযোগিতার মনোবৃত্তি থেকে। এ মনোবৃত্তিই সত্যিকারের ঈমানদারের লক্ষণ। গৃহের প্রত্যেকের প্রতি, বাড়ীর প্রত্যেকের প্রতি, পাড়ার প্রত্যেকের প্রতি, বিশ্বের প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করার শিক্ষাই প্রথম আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া ইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন ; আমার সালাত দোয়া আমার সাধনা আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রকৃত মুমিন তার এ বিশ্বাসের বলেই তার জীবন মৃত্যু ও সব কাজ আল্লাহ্র সৃষ্টি, আল্লাহ্র বান্দার সেবায় নিয়োজিত করে। খেদমতে খালকেই প্রকৃত স্রষ্টার সেবা। আর খেদমতে খালকের মূল ভিত্তিই হলো সহযোগিতা। মানব সমাজ তথা সারা জীবনের প্রতি স্তরে সমবায়ের সহানুভূতির যে স্বরূপ বিধৃত সহযোগিতাই তার চাবিকাঠি।

সমাজ জীবন আমাদের প্রত্যেকের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। সমাজবন্ধন এর পূর্ণতা সাধনে সহায়ক হয়, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করে। নিজের প্রেম ভালবাসা, নিজের আগ্রহ ঘৃণা, নিজের বন্ধুত্ব শত্রুতা, নিজের কর্ম বিশ্বাস সব কিছুকে আল্লাহ্ অধীন করে দিলে, কেবল আল্লাহ্ যা চাইবে তাই পেতে চাইবে এবং আল্লাহ্ যা ঘৃণা করেন, তাই ঘৃণা করবে, তবেই সত্যিকার মানবতার উজ্জীবন সম্ভবপর হবে। আর এ-ই হচ্ছে ঈমানের প্রকৃষ্ট লক্ষণ। নীতিবোধে উৎকৃষ্ট জীবন, চারিত্র্য শক্তির মূল্যবোধে বিবর্তিত মনোবৃত্তি, স্বার্থত্যাগ উদ্বুদ্ধ মানবতা—এসবই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত করে, মানবজীবন কল্যাণকামী সহযোগিতায় বিসর্জনে উৎসাহিত হয়। এতেই পরস্পরের সৌহার্দ প্রসারিত হয়ে একে অন্যের সাহচর্য ও সংস্পর্শে সমাজকে যথোপযোগী স্বর্গীয় গুণে বিভূষিত করে পৃথিবীতে স্বর্গ তৈরীর প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হয়।

আমরা প্রত্যেকেই যখন চিন্তায় ও কর্মে আপন পর ভেদাভেদ ভুলে সহযোগিতার তাৎপর্য বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো, তখনই মানবতার কল্যাণ ও প্রকৃত শান্তি নেমে আসা সম্ভব।

www.pathagar.com

বিরোধ মীমাংসা

মানুষ একই আদমের সন্তান। দেশ কাল পাত্র ভেদে কেউ কালো, কেউ ধলো। কেউ বড়, কেউ ছোট, গরীব, কেউ উঁচু, কেউ নীচু, কেউ শাসক, কেউ শাসিত। কাজেই সাদা কালোর ভেদাভেদ, উঁচু-নীচুর পার্থক্য বড় ছোট, ধনী গরীবের পার্থক্য বলে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নেই। ভেদাভেদ প্রকৃতি আবহাওয়া পরিশ্রম ও সুযোগের তারতম্যজাত ও মানুষের সৃষ্ট। মহান আল্লাহ্ সব মানুষকে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কবি বলেছেন ঃ

আন্নাসু মিন জিহাতি তামসালি আকফাউ,
আবুহুম আদামু ওয়া উম্মুহুম হাওয়াউ।

মূলতঃ মানুষ সমতুল্য, কেননা তার বাবা আদম এবং মা হাওয়া। অর্থাৎ মনুষ্য জাতি এক আদম হাওয়ারই সন্তান, একই উপাদানে তৈরী। প্রকৃত প্রস্তাবে সে-ই বড়, সেই ভাই যে কুরআন প্রদর্শিত পথে চলে, যে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে ভালবেসে রসূলের আদর্শের অনুসরণ করে জীবন যাপন করে। সেই প্রকৃত মানুষ যে আল্লাহ্র গুণে নিজেকে ভূষিত করার সাধনা করে। সে-ই প্রকৃত মরদে মুমিন, যে সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করে জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে পেরেছে। আল্লাহ্ সত্য ও ন্যায় তথা সুন্দরকে ভালবাসেন, অসত্য ও অন্যায় তথা অসুন্দরকে ঘৃণা করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ সেই প্রকৃত ধার্মিক যে আল্লাহ্র প্রিয় আর সেই আল্লাহ্র প্রিয় যে সৎ পথে চলে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় ও আদর্শের পরিশীলনীর জন্য, অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরকে দূর করার জন্যই মানুষের সব প্রচেষ্টা সব সাধনা নিয়োজিত হওয়া উচিত। আমরি বিল মারুফ ওয়ান্নিহি আনেল মুনাকার, সৎকর্মে উৎসাহ ও গহিত কাজে বাধা দেওয়া মানুষের কর্তব্য। আল্লাহ্র কাছে প্রিয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ঃ মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সে উত্তম নির্মল জীবন গড়ে তুলুক, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করুক।

কিন্তু মানুষ যেহেতু নানা দুর্বলতা নিয়েই সৃষ্ট, সেহেতু তার চারদিকে নানা প্রলোভন নানা মনোরম উপাদান সব সময় তাকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করছে, তাই তার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ ক্রোধ ও মাৎসর্য কার্যকরী হয়ে উঠে, মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে লিপ্ত হয় আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে। স্বার্থের হানাহানিতে সে মেতে উঠে। হত্যা, রক্তপাত, অন্যায় অত্যাচার ও অসৌজন্যে দুনিয়া ভরে উঠে। মানুষের মনুষ্যত্ব পরাজিত হয় পশুত্বের তাণ্ডব লীলার উচ্ছৃংখল সংগ্রামে। সমাজ যখন এ অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন মানুষের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। চলমান জীবনের গতি প্রবাহমান রাখার জন্য তখন চাই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, অন্যায় ও অসত্যের দমন এবং ন্যায় ও সত্যের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা। তখনই প্রয়োজন হয়েছে আদালত বা বিচারের।

যাতে পরস্পর আত্মঘাতী ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে ব্যক্তি পরিবার সমাজ তথা জাতি ধ্বংসের মুখে চলে না যায়, সে উদ্দেশ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ বিধান তার সব ব্যাপারের মীমাংসা করে দিয়েছে। সুতরাং পরস্পর কলহ বিবাদের বা বিরোধেরও সুবিধাজনক ফয়সালা করার বিধান দিয়েছে। অশান্তি দূর করে যাতে সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য নানাভাবে তাগিদ্‌ করেছে।

পরস্পর ঝগড়া মতবিরোধ ঘটলে এক মুসলমান অপর মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে দেবে, বিরোধের ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেবে। এ-ই ইসলামের বিধান। যাতে দুষ্ট ক্ষতের মত ঝগড়া কলহ দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য বেড়ে না যায় তার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে সে সম্বন্ধে বিরোধ মীমাংসা করার ভার দেওয়া হয়েছে, তার বিচার বুদ্ধি ও বিবেককে সততা ও ন্যায়ের সঙ্গে প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া

www.pathagar.com

য়েছে হাকিমকে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আসসুলহু খায়রুন, আপোষ নিষ্পত্তি উত্তম ব্যবস্থা।

মুসলমান মুসলমানের দুশমনী করলে, মানুষ মানুষের শত্রুতা করলে সমাজের প্রাগ্রসরতা ও প্রগতি ব্যাহত হয়, সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাই সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের উচিত বিবাদ বিসম্বাদ থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব তা মিটিয়ে ফেলা।

আল্লাহ্ কুরআন মজিদে ফরমিয়েছেন ঃ ফাত্তাকুল্লাহা ওয়াসলেহু যাতা বায়নিকুম ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া রসূলাহু ইনকুনতুম মু'মিনিন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর, এবং তোমাদের পরস্পরের ব্যাপার ফয়সালা কর। অর্থাৎ বিবাদ পরিত্যাগ কর, এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

ঝগড়া বিবাদ লাগলে ন্যায় ভাবে বিচার করা উচিত। কেউ যদি অন্যায়কারীর পক্ষে ওকালতী করতে আসে তাহলে তা অন্যায় হবে, তেমনি ন্যায়ের জন্য ওকালতী করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি নিয়োগ করা ধর্মীয় কাজ। এতে সমাজের প্রগতি চলমান থাকে, সুস্থ সমাজ দেহে কোন রোগ ঢুকতে পারে না। অন্যায়কে দমন করতেই হবে। তার প্রবল প্রতাপ যেন কাউকে ঘাবড়িয়ে দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে মুমিনকে সরিয়ে না আনে। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা হুজুরাতে এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ ওয়া ইন তায়েফাতানে মিনাল মুমিনীনাকতাতালু ফাআসলিহু বায়নাহুমা ফাইন বাগাত্ এহ্দাহুমা আলাল ওখরা ফাকাতেলুল্লাতী তাবগী হাত্তা তাফীআ ইলা আমরিল্লাহ্ ফাইন ফা আত ফাআসলিহু বায়নাহুমা বিল আদলে ওয়া আকসেতু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসেতীন ; যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পর কলহ করে তবে তোমরা তাদের মধ্যে আপোষ করে দাও। তাদের একজন যদি অন্যের উপর অন্যায় করতে থাকে, তবে যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, সে পর্যন্ত তার বিরোধিতা কর। তারপর যদি ফিরে আসে তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ানুসারে সন্ধি করিয়ে দাও, এবং সুবিচার কর। আল্লাহ্ সুবিচারকারীকে ভালবাসেন।

দু'জনের মধ্যে বা দু'দলের মধ্যে বিরোধিতা মিটিয়ে তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

আপোষ মীমাংসা করে দিলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের উপর শান্তি নেমে আসে। বিরোধিতার বিস্ময় দংশনে অন্তর বাহির যে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে সে জ্বালা থেকে রক্ষা করে সুবিচারক মানবতার সেবাই করেন। আল্লাহ্‌ এ সূরায় বলেছেন: ইন্নামাল মুমিনূনা ইখওয়াতুন, ফাসলেহু বাইনা আখাওয়াইকুম, মুসলমান একে অন্যের ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মিল করিয়ে দাও, আপোষ করিয়ে দাও।

আল্লাহ্‌ তায়ালা আরো বলেন: ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলে ওয়াল ইহসান ওয়াইতাইযিল কুরবা ওয়াইয়ানহা আনিল ফাহসায়ে ওয়াল মুনকাবে ওয়াল বাগ্‌ই, ইয়াইযুকুমল আল্লাকুম তাযাক্কারুন। আল্লাহ সুবিচার ও পরোপকারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে ও ইয়াতিমকে আর্থিক সাহায্য দান করার আদেশ দিয়েছেন। আর অশ্লীল অনর্থ কাজ করতে বারণ করেছেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

কাজেই আল্লাহ্‌র আদেশে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে এবং কুৎসিত ও অসুন্দর দূর হবে। সমাজের কৃত্রিম বাধা সরিয়ে সোজা সরল পথে চলা, নিজেও সত্য ও সুন্দর শান্তির পরিচর্যা করা এবং অপরকেও তার সুযোগ দেওয়া ও উৎসাহিত করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। অপরের এবং নিজের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধ কামনা করলে কেউ অন্যায় ও অবিচারের প্রশ্রয় দিতে পারে না। এতে করেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে সুখ ও শান্তি নেমে আসে। তবেই হয় সমাজে ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা; আর সমাজ হয়ে উঠে বাসোপযোগী। অন্যায় অসত্য হয় দূর। মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, তার সুখ সম্পদে আনন্দিত এবং দুঃখে দারিদ্র্যে ও অমঙ্গলে দুঃখিত হবে, তবেই তো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধ।

মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধনা করতে হবে। এবং তার প্রকৃষ্ট উপায় ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করা। হযরত রসূলে করীম (সঃ) নিজের জীবন দিয়ে যা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার অনুশীলনীই হবে আমাদের জীবনের আদর্শ।

www.pathagar.com

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব

একজন মনীষী বলেছেন ঃ মানুষ জন্মগ্রহণ করে সাধারণ পশুর মতো কিন্তু পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে করে তোলে পশু থেকে আলাদা। মানুষ সামাজিক জীব। তাকে একা বাস করতে হয় না বলে, সমাজের বহু লোকের সংগে জড়িত হতে হয় বলে তাকে পশুত্বের উর্ধ্বে উঠতে হয়। যে ভাবে সে মনুষ্যত্বের বিকাশের এ সাধনা করতে থাকে, তাকেই বলি ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর এ শিক্ষা ও এ ধারায় অনুশীলনীর সুযোগ দেয় বাপ মা ও আত্মীয় স্বজন শিক্ষক গুরুজন এবং পরিবেশ। শিশু যেহেতু নিজে ভাবতে পারে না, কিছু করতে পারে না, তাই শৈশব থেকে তার শারীরিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের অনুশীলনী আরম্ভ করতে হয় মুরুব্বীদের।

বাবা ও মা হিসেবে আমাদের শিশু সন্তানের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে যথেষ্ট। সন্তানের বিশেষ বয়স পর্যন্ত তার লালন পালন করে দৈহিক ও মানসিক গঠনের পরিপোষকতা করে তাকে জীবন যুদ্ধে উপযোগী করে গড়ে তোলা আমাদের এক বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শিথিল করতে পারি না। করলে তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী হবো আমরা নিজেরা। শিশু তো নির্দোষ প্রকৃতি নিয়েই জন্মেছে। সমাজে বাসোপযোগী দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার, তাকে সুষ্ঠু সুন্দর উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ভার তো আমাদেরই উপর। হাদীসে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ মা মিন মাওলিদিন ইল্লা ইউলাদু আলাল ফিত্‌রাতে ফাআবাওয়াহু ইয়াহুদানিহি ওয়া ইউনাসসিরানিহি ওয়া মাজুসিসানিহি ; ইসলামের স্বভাব ধর্ম নিয়েই সব শিশু জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু পিতা মাতাই তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা মাজুসী করে গড়ে তোলে। সুতরাং সন্তানের উপর আপনার দায়িত্ব বোধ থেকে রেহাই পেতে পারেন না। আপনি

www.pathagar.com

জনক বা জননী। আপনার কর্তব্য হবে সন্তানদের এমনভাবে মানুষ করে তোলা, যাতে সে প্রকৃত মানুষ নামে পরিচিত হতে পারে। যাতে নিজের জীবনকে জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলে, সে আলোকে সে এ দুর্জ্ঞেয় পৃথিবীর রহস্য ভেদ করে নিজেও চলতে পারে এবং অপরকেও চলার প্রেরণা যোগাতে পারে। যাতে সে বলিষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে সে দৃঢ়তার সংগে কঠোর জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং দুঃখ কষ্টের উত্থান পতনের মধ্যেও সে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে, নিজেকে উত্তাল তরঙ্গের অভিঘাতে তলিয়ে না দিয়ে জয়ী হতে পারে এবং অপরকে জয়ী হওয়ার প্রেরণা দিতে পারে। যাতে কোন বাধাই যেন তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত না করতে পারে, কোন আঘাতই যেন তার অদম্য মানবীয় মনোবল ভেঙ্গে না দিতে পারে। তার সত্য সাধনার পথে কোন বিঘ্নই যেন অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে। তাকে উন্নতির চরম শিখরে উঠবার সবগুলো ধাপ ডিঙানোর কৌশল শিখিয়ে দিয়ে, সব পথের সংগে তাকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে তারপর আপনি তাকে চতুর্দিকে শত্রু পরিবৃত, রিপুবিস্তারিত দুস্তর প্রান্তরে কঠোর জীবন সংগ্রামে ছেড়ে দিতে পারেন।

মানুষ তো কোন হাতিয়ার নিয়ে জন্মায় না। জীবজগতের অন্যান্য শিশু আহার নিদ্রা ইত্যাদি জাগতিক বৃত্তিগুলোর পরিচর্যা প্রথম থেকেই শিখে আসে। শীত গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে তার রক্ষাকবচ প্রকৃতিই দিয়ে দেয় কিন্তু মানব শিশুরতো তেমন ব্যবস্থা নেই। তাই তার প্রকৃতির বিরোধী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং তাকে সহনশীল করে তুলতে আর বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনভর তাকে চলতে যে পরিশীলনী ও শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষাই দিবেন পিতা-মাতা। তাকে তার স্বভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে নোঙরহীন নৌকার মতো সে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে মরবে, কোনও দিন তার কূলে পৌঁছা হবে না, মানুষ হিসেবে বাঁচা না বাঁচা দুই-ই তখন তার কাছে সমান হবে। বিপদ সংকুল পৃথিবীর নানা জটিল সমস্যায় সে নিজের জন্য যে সমাধান খুঁজে পাবে সে তো আপনাদেরই প্রশিক্ষণে, বাপ মায়েরই শিক্ষায়।

www.pathagar.com

বাপ মা তার শিশুকে, তার সন্তানকে যতখানি ভালবাসেন তার চাইতে বেশী আর কেউ ভালবাসতে পারে কি ? তাই ভালবাসার স্নেহ প্রীতির স্নিগ্ধ ছায়াতলে শিশুমনের যে লালন ও পোষণ তা-ই তো প্রকৃত পরিশীলন বা প্রকৃত জীবন সংগ্রামের শিক্ষা। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ, যাকে পুত্রকন্যার মুহব্বতে আবদ্ধ করেছেন, সে যদি তার দাবী পূর্ণ করে, তবে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মানব শিশুর সুশিক্ষার জন্য নানাভাবে তাগিদ করেছেন। অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই সন্তান জন্ম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু তাদের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকটির প্রতি তাঁরা একেবারেই উদাসীন। তাঁরা ভুলে যান যে, সুসন্তানই পিতামাতার বেহেশত লাভের কারণ। সে বেহেশত এ দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও। তাই তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনে তৎপর হবেন। নিজের স্বার্থের খাতিরেই তাদের মানুষ করে তোলার কথা চিন্তা করবেন।

আপনি আপনার সন্তানকে গরীব ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যেতে পারেন না। পরের কাছে হাত পাতলে খুদী হয় লাঞ্ছিত, আত্মা হয় অপমানিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই সন্তানদের সাংসারিক দিক থেকে অভাবগ্রস্থ রেখে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। হযরত বলেছেন ঃ ইন্নাকা আন তাযার ওয়ারাছাকা আগনিয়া-আ খাইরুন মিন আন তাযারহুম আলাতান ইউকাফ্ফি ফুন্নাসা ঃ উত্তরাধিকারী সন্তানদের নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে না গিয়ে তাদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া সর্বোত্তম। সন্তান-সন্ততি যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের কাজ করতে পারে, সেভাবে তাদের রেখে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। আমাদের মুসলিম সমাজ এ দিকটির প্রতি কোনদিন মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন কি ? আপনার যদি খাওয়ানো পরানোর সামর্থ্য না থাকে তাহলে বিয়ে করা আপনার জন্য ওয়াজেব নয়। বিবাহ না করা ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ, কেননা তা মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই আপনাকে হাত পা ও মাথা খাটিয়ে স্বচ্ছল হতে হবে আর আপনার সন্তানের জন্যও স্বচ্ছলতা আনতে হবে।

এভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর আপনার কর্তব্য পুত্রকে সৎপাত্রী ও কন্যাকে

www.pathagar.com

সৎ পাত্র খুঁজে মানসিক ও দৈহিক সংগতিসম্পন্ন যোগ্যতানুসারে সম্প্রদান করা, তাদের গার্হস্থ ধর্মে দীক্ষিত করানো, সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ করানো। নাবালক ছেলে-মেয়েকে যেমন শিক্ষা দিবেন, তেমনি বয়স্ক উপযুক্ত ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন সুখী করার সহায়ক হবেন। মা-বাপের বিবেচনাহীনতার জন্য হয়ত অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। কত জীবন সমাজের মুখাপেক্ষী ও সমাজ দেহের দুষ্ট ক্ষতের মতো হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রেখেও আপনাকে সাবধান হতে হবে। তবেই সমাজের বুকে কল্যাণ নেমে আসবে। এ-ইতো ইসলামের নির্দেশ।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আপনার সন্তান যেমন আপনার নিজের তেমনি আপনার দেশেরও এবং বিশ্বেরও। আপনি যেমন উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে আপনার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তেমনি আপনার সন্তানকেও পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের প্রতি তার কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যেতে হবে। তার নিজের তার পরিবারের, তার সমাজের এবং বিশ্বের প্রতিও তার কর্তব্য অপরিসীম। সে কর্তব্য সমাজের এবং বিশ্বের প্রতি ও তার কর্তব্য অপরিসীম। সে কর্তব্য সে কতখানি পালন করতে পারবে, তা নির্ভর করে জীবনের প্রারম্ভ প্রশিক্ষণের উপর। তার শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাতে জীবনে চলার পথে সে যেকোন বাধা অতিক্রম করে পরহিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে। সে যেন সব সময় মনে রাখে :

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরার্থে উৎসর্গীত জীবনই প্রকৃত মনুষ্য জীবন। প্রকৃত মানুষ হতে হলে যে নীতিবাক্যটি অহরহ স্মর্তব্য তা হলো : মানুষ ক্ষণজীবি, তার কর্ম চিরদিন থাকবে। কর্মেই তার পরিচয় বিধৃত। সে ধার্মিক, পরোপকারী সে মার্জিত, ভদ্র, সে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, সত্যের জন্য আত্মত্যাগ করতে কুন্ঠিত হয় না—এ-ই তার প্রকৃত পরিচয়। মানবতার কল্যাণে

www.pathagar.com

নিয়োজিত সৈ জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা পাবে আপনার কাছ থেকে। প্রকৃত নাগরিক হওয়ার অনুপ্রেরণা দিবেন আপনি। আপনি পিতা, আপনি মাতা, সন্তানকে সৎ ও সাহসী কর্মী পুরুষ ও নারী করে তোলার ভার আপনার উপর।

www.pathagar.com

আর্তের সেবা

সেবা একটি মহৎগুণ, আর্তের সেবা, দীন দুঃস্থীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা, পীড়িত, আহতের সেবা, অক্ষম অসমর্থের সাহায্যে এগিয়ে আসা, এক কথায়, নির্যাতিত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য। পৃথিবীর সকল কালের সকল মানুষ মানবতার সেবাকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দিয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেছেন ঃ ওয়াহ মিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনীন ; তোমরা উপকার কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা পরোপকারীকে ভালবাসেন।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ইহসান বা পরোপকার পরম পুণ্য বা নেকের কাজ বলে গৃহীত হয়। তাই পরোপকারীকে পুণ্যবানও বলা হয়। সেই জন্যই কুরআনে আবার বলা হয়েছে ঃ হাল জাযায়ুল ইহ্সানে ইল্লাল ইহ্সান ; উপকারের বিনিময়ে উপকার ছাড়া আর কিছু আছে কি!

ইসলাম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টির উপর স্থান করে দিয়েছে। এ বিশ্ব সৃষ্টির মহিমা অক্ষুন্ন রেখে প্রতিটি প্রক্রিয়া যথা-যথরূপে প্রতিপালন করে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হবে, এ কল্যাণের ব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দেবে, এই-তো মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বলে নিজের হিতার্থেই পরের তথা বিশ্বের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হবে। এ সাধনা যত ব্যাপক ও যত উন্নত স্তরের হবে ততই কল্যাণ, বিশ্ব প্রসারী ও বাস্তবানুগ হবে। তাই ব্যক্তিই সমাজের আদর্শ। আবার সমাজই ব্যক্তির বিকাশ স্থল। কাজেই একের সুস্থতার জন্যে যা সর্ববাদী সম্মত সুন্দর তা-ই সকলের জন্যে, সমাজের জন্যে হিতকর বলে স্বীকৃত, এরই আর এক নাম হলো প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে মানব জীবনের উন্নতির কামনা করা। তাই মানুষ নিজেরই খাতিরে

www.pathagar.com

নিজেরই স্বার্থে পরের, সম [illegible] দেশের তথা বিশ্বের সকলের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিবে অকুণ্ঠিত চিত্তে। সুসংহত সুষ্ঠু সমাজ জীবন যাপনের জন্যে, মানব হিতের জন্যে যতগুলো অভিব্যক্তির বিকাশ সম্ভব ও প্রয়োজন 'ইহসান' বা দয়া তার মধ্যে একটি। দয়া থেকেই উদ্ভূত হয় কল্যাণ কামনা। সেবা, সংগতি সংহতি আর শৃংখলা বিধানের সুষ্ঠু ধারণা থেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ্সান সম্ভব। ইসলাম এ সেবা বা পরোপকারবৃত্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন: আহসিন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা; আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের প্রতি, সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, ইহসান কর। হযরত রসূল (সঃ) হাদীসে ফরমিয়েছেন: লা ইউমেনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লেআখিহে মা ইউহিব্বু লেনাফসিহি; যে পর্যন্ত নিজের জন্য যা পছন্দ কর, পরের জন্য, তোমার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না কর, সে পর্যন্ত তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না। আপনি ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী মুমিন, কাজেই আপনি অপরের ব্যথাকে যদি নিজের ব্যথা বলে গ্রহণ না করতে পারেন, অপরের ক্ষুধা অপরের দৈন্যকে যদি আপনার ক্ষুধা ও দৈন্য বলে স্বীকার না করে নিতে পারেন তবে আপনি কোন্ মুখে ইসলামের বুলি আওড়াবেন? আপনি কি ভাবেন, কেবল কালিমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত—এ সবই আপনাকে মুমিন করতে সাহায্য করবে? হাঁ, এ সবেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল মাত্র এ সবের অনুষ্ঠানে ধর্ম জীবনানুগ না হয়ে আকর্ষণ-হীন নিষ্প্রাণ আচার পর্যবসিত হয়, অন্তর সারশূন্য হয়ে যায়, মানবতা দূরীভূত হয়। আপনি শান্তিতে আপনার প্রাসাদে শুয়ে আছেন, আপনার পাশেই বন্যা পীড়িত আর্ত বাস্তুত্যাগী কপর্দকহীন, সামান্য একটু ক্ষুদ্র কড়ার জন্যে, সামান্য একটুখানি মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যে হা করে করুণ নয়নে তাকিয়ে আছে। তাদের কাতর কান্না আপনার সুখনিদ্রার এতটুকু ব্যাঘাত করল না; আপনি ভাবছেন আপনার তাহাজ্জুদ ও তাসবীহ তাহলীল আপনাকে মুমিন রাখল? মানবতা যেখানে বিপন্ন, মানুষ যেখানে সামান্যতম প্রয়োজন মিটাতে পারছে না, ব্যথিতের আর্তনাদে যেখানে আকাশ-বাতাস বিষিয়ে উঠেছে

www.pathagar.com

সেখানে আপনি নির্বাক দর্শক মাত্র। তা সত্ত্বেও কি আপনি ধার্মিক? ধার্মিক হওয়া এত সহজ নয়। হযরত রসূলে করীম (সঃ) কি বলেন শুনুনঃ মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও দয়ার একটি দেহতুল্য। দেহের বিশেষ অঙ্গে ব্যথা পেলে, সমস্ত দেহটাই বিষিয়ে যায়, সমাজের একজনেরও দুঃখ তাই গোটা সমাজটারই ব্যথার কারণ হয়ে উঠে।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেনঃ যদি নির্যাতিত মানুষের কেউ হল-ফুল ফজুলের উদ্যোক্তাদের আহবান করে, আমি অবশ্যই তার সে আহবানে সাড়া দিব, কারণ ইসলাম তো সত্য ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই এসেছে।

শেখ সা'দী বলেনঃ তালি দেয়া কাপড়, লম্বা তসবীহ আপনাকে সূফী করে না, মানবতার সেবার আদর্শকে জীবন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যেই প্রকৃত সূফীত্ব নিহিত। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভালবাসার অপর নামই আল্লাহ্‌কে ভালবাসা।

জীবে দয়া করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আজ শত শত নরনারী ও অসহায় শিশু আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, আপনি কি চোখ বুজে থাকবেন? যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে এসে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করুন। জান-মাল দিয়ে আর্তের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। তবেই আপনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সত্যিকার ধর্মপ্রাণ। কেবল মুখের কথায় দেশ ও ধর্ম রক্ষা করার অর্থহীন বাণী ইসলামের নয়। আপনার মুখের ইসলাম, বক্তৃতার ধর্ম আর যা-ই হোক প্রকৃত ইসলাম নয়, ধর্মীয় জীবনও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখের বুলি কার্মে পরিণত করে বাস্তবে রূপায়িত না করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কর্ম, আপনার চিন্তা, আপনার ধর্ম, আপনার সালাত, যাকাত নিয়ম হচ্ছে নিষ্ফল আচার অনুষ্ঠান পর্যবসিত।

মানুষ জন্ম থেকেই একে অন্যের মুখাপেক্ষী। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করতে হয় বলেই বুদ্ধিমান মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখেছে। আর সমাজে বাস করতে হলে কিভাবে সমাজকে

www.pathagar.com

বেশী কর্তব্যপরায়ণ, বেশী মানবতামুখী, কল্যাণমুখী করা যায় তার অনুশীলনী করেছে। মানুষ একা বড় অসহায়। তার এ অসহায় অবস্থার নিরসনকল্পে তার পরিবেশের, তার চারিপার্শ্বের মানুষের প্রতি কতক গুলো দায়িত্ব বর্তেছে। এ সবকেই বলা হয় মানবীয় গুণ। মানুষ যতই উন্নতির শিখরে আরোহন করার জন্য এগিয়ে চলেছে, ততই তার নবনব কর্ম চিন্তাও উদ্ভাবন করতে হয়েছে। সমাজ বিবর্তনে এ এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও প্রক্রিয়া।

মানুষের যদি পরের প্রতি মমতা, সৃষ্টির প্রতি করুণা না থাকত তাহলে মানুষ নামের উপযুক্তই হতে পারতো না। স্বার্থান্ধতা মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। মানুষের পরীক্ষার জন্য নানাভাবে দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের সান্নিধ্যে এনে আল্লাহ্ দেখতে চান যে, মানুষ মানুষের জন্যে কাঁদে কিনা। বলা হয়েছে, বিচারের দিন আল্লাহ, বলবেন ঃ আমি পীড়িত ছিলাম, আমাকে শুশ্রুষা করোনি, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে খাবার দাওনি, আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে পানি পান করাওনি, আমি নিরাশ্রয় ছিলাম, আমাকে আশ্রয় দাওনি। বান্দা বলবে ঃ আল্লাহ্ তুমিতো স্রষ্টা, পালনকর্তা। তুমি কিভাবে পীড়িত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও নিরাশ্রয় ছিলে, তোমাকে কিভাবে সাহায্য করব ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার প্রতিবেশী যখন পীড়িত ছিল, তৃষ্ণার্ত ছিল, নিরাশ্রয় ছিল, তখন তুমি তা নিবারণ করলে আমাকেই সেবা করা হতো। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, মানবতার সেবাই প্রকৃত স্রষ্টার সেবা। যে মানুকে ভালবাসতে জানে না সে আল্লাহ্কে ভালবাসে না। কবি যে বলেছেন ঃ

তরিকত বজুজে খেদমতে খালকে নিস্ত,
বতসবিহ ও সাজ্জাদাহ্ ও দালকে নিস্ত।

মানব-সেবা তথা আর্তের সেবা ছাড়া কোন ধর্মপথ নেই, তসবীহ জায়-নামায ও জোব্বা পরিধানে দরবেশ হওয়া যায় না। তাই আল্-কুরআনে মানব সেবায় ব্রতী জীবনকেই উত্তম জীবন বলা হয়েছে, আর্তের সেবায় নিয়োজিত জীবনকেই সত্যিকার মানব কল্যাণমুখী মুত্তাকীর জীবন বলা হয়েছে। অশিক্ষিতকে শিক্ষার আলো দান, অসচ্ছলকে সচ্ছলতা দানের যে উৎসাহ দেয় সে'ইতো মুমিন।

www.pathagar.com

এতিমের প্রতি ব্যবহার

পিতাই সাধারণতঃ সংসারের ভরণ-পোষণ করেন, পরিবারের সবার সমবেত ব্যয়ভারের দায়িত্ব নেন। তাই পিতৃহীনকেই এতিম বলা হয়। আর যার মা বাপ দুই-ই নাই, তাকে বলে ইয়াসির। আমাদের দেশে পিতা-মাতাহীনকে, আবার কেবল পিতৃহীনকে এতিম বলে থাকে। আরো একটু বিশ্লেষণ করলে বাপ-মাহীনই হোক, বাপহীনই হোক যার দেখা-শোনার কেউ নেই, যার লেখাপড়া শিক্ষা বা ব্যবসায় বাণিজ্য বা কারিগরি শিক্ষা—যদ্বারা সে জীবন যাপন করবে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃত নাগরিক হিসেবে জীবিকা অর্জন করে বাঁচতে পারবে, এমন শিক্ষা পেতে পারে না, এমন কি গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, তাকেই এতিম বলে সমাজ স্বীকার করে নেয়। এ অসহায় অবস্থা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বয়সেই থাকে। কাজেই সামাজিক দিক থেকে দুঃস্থ নিঃসহায় আত্মীয়-স্বজনহীন নাবালককেই এতিম বলে মেনে নিই।

ইসলাম এতিমদের জন্যে এবং অনাথ ও অসহায় বিধবাদের জন্যেও উত্তম সামাজিক বিধিব্যবস্থা করে রেখেছে। কুরআন ও হাদীসে এদের সম্বন্ধে বেশ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আহিব্বুল ইয়াতামা কামা তুহিব্বু আবনায়াকুম ওয়া আতুয়িমুহুম কামা তাকুলুন ; তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে যেমন স্নেহ ও আদর কর, এতিমদেরও তেমনি স্নেহ ও আদর করবে এবং তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খেতে দিবে। কুরআন সূরা মাউনে বলছে ঃ আরাআইতাল্লাযি ইউকাযযিবু বিদ্দিন, ফাযালেকাল্লাযি ইয়াদুয়্যোল ইয়াতিমা ওয়ালা ইয়াহদ্দু আলা তায়ামিল মিসকিন ; কেয়ামতের দিনকে যে অবিশ্বাস করে তাকে কি তুমি দেখেছ ? সে ব্যক্তি যে এতিমগণের সহিত কর্কশ ব্যবহার করে, তাদের ধাক্কা দিয়ে নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেয়, এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না। কুরআন দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করে ঃ

www.pathagar.com

ওয়া আম্মা ইযা মাবতালাহু ফাকাদরা আলাইহে রিয্কাহু ফাইয়াকুলু রাব্বি আহানানি, কাল্লা, বাললা তুকরিমুনাল ইয়াতিমা ওয়ালা তাহাদ্দুনা 'আলা তায়ামিল মিসকিন; যখনই তাকে পরীক্ষা করা হয়, তাদের রিজিক কমিয়ে দিই, তারা বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন। না বরং তোমরা এতিমের মর্যাদা রক্ষা করো না এবং মিসকিনদের খাবার দিতে উৎসাহ দান করো না।

এতিমের সম্পত্তিকে বলা হয়েছে আগুনের তুল্য। এতিমের সম্পদ তসরুফ করা আর আগুন নিয়ে খেলা করা একই কথা কুরআন সূরা নিসায় বলেছে: ওয়াআতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম ওয়ালা তাতাবাদ্দালুল খাবিছা বিত্তাইয়েবে, ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরান; এতিমদিগকে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও, উত্তম দ্রব্যের বিনিময়ে তাদের মন্দ দ্রব্য দিও না। তোমাদের সম্পত্তির সংগে সংযোগ করে তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করো না। এ নিশ্চয় কবিরা গুনাহ্।

এতিমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। কুরআন বলে: যে পর্যন্ত এতিম সাবালক না হয় সে পর্যন্ত পরীক্ষা কর এবং যদি তাদের ভিতর জ্ঞানের লক্ষণ দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পত্তি তাদের হাতে ফিরিয়ে দাও। তারা সাবালক হয়ে যাচ্ছে এ ভয়ে তাড়াতাড়ি যথেচ্ছাচারিতার সংগে তা আত্মসাৎ করো না। কুরআন বলে: ইন্নাল্লাযিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফী বুতুনিহিম নারান ওয়া সাইয়াসলাওনা সায়ীরান। যারা এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের উদরে আগুন পূর্ণ করে। তারা অবশ্যই প্রজ্জলিত আগুনে প্রবেশ করবে।

এতিমের সম্পত্তি বা মাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা ব্যয় করা বিধেয় ও প্রয়োজনীয় তা তত্ত্বাবধায়ক ব্যয় করতে পারে। এবং তা বাড়ানোর জন্য তার পক্ষ থেকে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। এ সব কাজে সততা ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করলেই এতিমের বঞ্চিত

www.pathagar.com

হওয়ার ভয় থাকে না। এতিমকে ভরণপোষণ ও আদর-যত্ন করার জন্য হযরত নিজে কতখানি সতর্ক ছিলেন তাঁর বাণী ও কার্যাবলী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি জন্মে পিতার মুখ দেখেন নি, মা ও শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথমে দাদা আবদুল মোত্তলিব ও পরে চাচা আবু তালিব-এর স্নেহ ও যত্নে লালিত হন। এতিম হওয়ার যে ভাগ্য বিড়ম্বনা তা শৈশব থেকে তিনি ভোগ করেছেন বলেই এতিমদের প্রতি তাঁর সব সময়ই একটা স্নেহ-কোমল দুর্বলতা ছিল। তাদের জন্য সব সময়ই তাঁর প্রাণ কাঁদতো।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ যে গৃহে এতিমকে উত্তম ব্যবহার করা হয়, মুসলমানদের পক্ষে সেটাই উত্তম গৃহ। আর যে গৃহে এতিমদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করা হয় সে গৃহ মুসলমানদের পক্ষে নিকৃষ্ট গৃহ।

তিরমিযি শরীফের একটি হাদিসে হযরত আবু ওসামাহ (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্নেহভরে কোন এতিমের মাথায় হাত বুলায়, আদর করে, সে তার মাথায় যত চুল আছে তত সওয়াব পাবে। অর্থাৎ অগণিত সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী আত্মীয় এতিম বালক-বালিকার প্রতি দয়া দেখাবে এবং রক্ষণা-বেক্ষণা করবে সে এবং আমি জান্নাতে এরূপভাবে বাস করবো, এই বলে তিনি দু'টো আঙ্গুল একত্র করে দেখালেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আহার্য ও পানীয় দিয়ে এতিমকে আশ্রয় দেয়, সে অমার্জনীয় গুণাহ না করলে তার জন্য বেহেশত সুনিশ্চিত। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা ভগ্নীকে পালন করে তাদের আদব-কায়দা ও জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দেয়, তার জন্যে বেহেশত সুনিশ্চিত। দু'জন বা একজন হলেও তিনি এ কথা বলতেন। এতিম ও সক্ষম ব্যক্তির মধ্যে গরীব ও ধনী ব্যক্তির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি করে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গড়ে তোলাই ইসলামের আদর্শ। যাকাত ও ফিতরা দেওয়া ধনীদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে, গরীব এতিম অসহায়দের সহায়তার জন্য। মানব সমাজে কল্যাণের জন্যই

www.pathagar.com

একজন যাতে না খেয়ে না পরে না থাকে সে কারণে সক্ষমের উপর হুকুম করা হয়েছে; নিঃসম্বল অসহায়কে সাহায্য করা জন্য। সে জন্যে সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে যাতে সুষ্ঠু সমাজের আদর্শ নাগরিক করে গড়ে তুলতে পারে তার চেষ্টা করবে। এ-ই ইসলামের নির্দেশ।

আমাদের বর্তমান সমাজে নানা কারণে দরিদ্রের সংখ্যা বেশী। অশিক্ষা কুসংস্কার চারদিকে ছেয়ে আছে। কেউ মারা গেলে ৪/৫টি সন্তানসহ স্ত্রী বিধবা হন। একমাত্র রোজগারী পুরুষ সদস্যের মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারটি তখন পথে বসে। নানা কারণে বাধ্য হয়ে তাদের তখন সামান্য চাকুরী বা ভিক্ষায় বের হতে হয়। অথবা এমন কাজ করতে হয় যা সমাজ অনুমোদন করে না। লেখাপড়ার সুযোগ না থাকায়, খাওয়া পরার নিশ্চয়তা না থাকায় শিশুরা সমাজের গলগ্রহ হয়ে পড়ে। উপযুক্ত মুরুব্বী ও যত্নের অভাবে তারা অকর্মণ্য অলস, বেয়াড়া ও সমাজগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজে চুরি ও অনাচারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ অবস্থাকে এভাবে থাকতে দিলে দিন দিন সমাজ দুর্বল হয়ে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। হয়ত এদের মধ্যে এমন সব প্রতিভা লুক্কায়িত রয়েছে যে, সুযোগ পেলে ও প্রকৃত পরিবেশে ফেলতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করা যাবে। কিন্তু যথাযোগ্য শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে তারা সমাজের কাজে তো আসেই না বরং সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে অমঙ্গলই সাধন করছে। আমাদের সমাজের একটা বিরাট অংশ এভাবে অকেজো ও বোঝা স্বরূপ হয়ে রয়েছে। চিন্তাশীল সক্ষম সমাজবিদের চিন্তা করা উচিত যে, সমাজদেহে এ বিষফোঁড়া থাকতে দিলে আদর্শ সমাজ-গঠন সম্ভব নয়। এদের বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে স্থানে স্থানে এতিমখানা, অনাথ-আশ্রম এসব তৈরী করে লেখাপড়া আদব কায়দার সাথে জীবিকার সংস্থানের বৈধ উপায় করে শিক্ষা দিয়ে তাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সম্যক সদ্ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া এবং সমাজের কল্যাণে যাতে ওরাও এগিয়ে আসতে পারে সে শিক্ষা দিয়ে এদের মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা দরকার। সতিকার সমাজ তাকে বাদ দিয়ে নয়।

www.pathagar.com

সমাজের একটি অংশ পঙ্গু থাকলে যেমন সমাজ সুষ্ঠু হলনা, আদর্শ সমাজ গড়ে উঠার বিস্তর বাধা সৃষ্টি হবে, তেমনি এ অংশটুকুকে সুন্দর করে সুস্থ করে কাজে লাগালে আদর্শ সুন্দর সমাজ সৃষ্টিতে আরো অধিক লোক-শক্তি নিয়োজিত হবে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ-ই ইসলামের বিধান। এ বিধান আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা না করতে পারলে আমরা মুসলমান বলে দাবী করতে পারি না; তথা মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ি।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে জন্যই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি মানুষের উপর কোন না কোন কারণে নির্ভর করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে শিশু মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন সবারই উপর নির্ভর করে। বয়স্ক হলেও তার নির্ভরশীলতা শেষ হয়ে যায় না। প্রথমতঃ বাড়ীর সবারই, তারপরই প্রতিবেশীর উপর নির্ভর করা যে-কোন সমাজের পক্ষেই স্বাভাবিক। তাই বাপ-মা, আত্মীয় স্বজন এদের প্রতি তো সদ্ব্যবহার করতেই হবে। এদের পরেই যাদের প্রতি আমাদের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে তারা হলো প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য ইসলামের যে নির্দেশ রয়েছে, তা সবারই অনুকরণীয়। আল্লাহ্ বারবার শির্ক না করার উপদেশ দিয়েছেন, সংগে সংগে প্রতিবেশীর প্রতিও যে কর্তব্য রয়েছে সে কথাও বলেছেন। যেমন শিরকের অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তেমনি প্রতিবেশীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের অপরাধ অমার্জনীয়। আমার আপনার ওপর প্রতিবেশীর হক রয়েছে। তাদের হক যদি যথাযথ পালন করতে না পারি তা হলে আমার আপনার কারোই আল্লাহ্ ও রসূলের কাছে মুখ দেখানের উপায় থাকবে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ওয়াঅ্বুদুল্লাহা ওয়ালাতুশরিকু বিহি শায়আ ওঁয়াবিল ওয়ালেদাইনে ইহসানা ওয়া বিযিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনা ওয়াল জারি বিল কুরবা ওয়াল জারিল জামবে ওয়াস সাবেবে বিল জামবে ওয়াবনিস্ সাবিলে ওয়া মা মালাকাত আয়মানুকুম ঃ আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। মাতা, পিতা, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, এতিম,

www.pathagar.com

গরীব, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরতম প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী, মুসাফির ও দাসদাসীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।

প্রতিবেশীর সংগে সদ্ভাব রাখা ঈমানের একটি অংশ। প্রতিবেশী যদি আপনার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। রসূলে করীম (সঃ) বলেছেনঃ মান কানা ইউমিনু বিল্লাহে ওয়া বিল ইয়াওমিল আখেরে ফালা ইউযি জাহাছ ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্, ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে, সে যেন অতিথি মেহমানের কদর করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনে ঈমান এনেছে, সে যেন প্রিয়ভাষী হয়, অথবা না পারলে যেন চুপ করে থাকে।

প্রতিবেশীর সংগে সদ্ভাব রাখা সম্বন্ধে বহু স্থানে হযরত (সঃ) তাকিদ দিয়েছেন। একবার তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাব রেখে চলে না সে মুমিন নয়। তিনি বলেনঃ ওয়াল্লাহে লা ইউমেনু ওয়াল্লাহে লাইউমেনু ওয়াল্লাহে লা ইউমেনু কিলা মানইয়া রাসূলাল্লাহ? কালা আল্লাযি লাইয়া'মানু জারুহু বাওয়ায়েকাহু। রসূল বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ সে ব্যক্তি মুমিন নয়। কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ ব্যক্তি মুমিন নয়? উত্তরে তিনি বললেনঃ যার ব্যবহারে প্রতিবেশীর অশান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশীর প্রতি কোন রকম দুর্ব্যবহার করা বা কোন রকমে প্রতিবেশীর ক্ষতি হয় এমন কিছু করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করলে প্রতিবেশীও খুশী হয়, যিনি সদ্ব্যবহার করেন তাঁরও হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দে ভরে ওঠে। আপনি যদি কারো সংগে সদ্ব্যবহার না করেন, তা হলে কারো সদ্ব্যবহার আপনিও আশা করতে পারেন না। পরস্পর সদ্ব্যবহারে সৌহার্দ্য বাড়ে, সহৃদয়তা বাড়ে, তাতে একে অপরের দুঃখের ও সুখের ভাগী হওয়ায় এক ধরনের আনন্দের উদ্রেক হয়। তাতেই সমাজের লোক সত্যিকার সৎভাবের পরিপোষকতা ভোগ করতে পারে। সমাজ হয় তখনই বাসোপ-

www.pathagar.com

যোগী। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি এভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ভাবেন, চিন্তা করেন তবেই তো পৃথিবী থেকে অকল্যাণ দূরীভূত হয়ে কল্যাণের বিস্তার সম্ভবপর হবে। মানুষ একে অপরকে ভালবাসবে এই-ইতো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ। যে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে ভালবাসতে পারলো না, সে আল্লাহ্কে কি করে ভালবাসবে। আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায়ই মানুষ দুশমন হলেও তার প্রতিবেশীকে পরম আত্মীয়ের মতো বিপদে আপদে সাহায্য করবে। ধৈর্য ও সহনশীলতা, উদারতা ও মহত্ত্বের অনুশীলনীর এক শ্রেষ্ঠ সোপান। একের দয়া ও মহত্ত্বের অনুসরণে অপরে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এতে করে সমাজে সদ্ব্যবহারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী হতে পারে। প্রতিবেশী নিষ্ঠুর হলেও তার রোগে, শোকে বিপদে-আপনার কর্তব্য পালনে শৈথিল্য করবেন না। প্রতিবেশীকে দেখাশোনা করা, কেউ খেল কি না খেল, সুস্থ কি অসুস্থ আছে, এসব খোঁজ খবর নেওয়া ও প্রতিকারের চেষ্টাই তো প্রকৃত মুসলিমের কাজ।

প্রতিবেশীর অভাব-অভিযোগকে আপনার নিজেরই অভাব-অভিযোগ মনে করবেন। আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, প্রতিবেশী ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবেন। আপনি খেয়ে দেয়ে সুখে শুয়ে রাত কাটাবেন আর আপনার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকবে, এ তো ঈমানের লক্ষণ নয়। হযরত রসূলে করীম বলেন: লাইসাল মুমিনুল্লাযি ইয়াশবায়ু ওয়া জারুহু জায়েয়ুন ইলা জামবিহি; যে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়।

আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার পুত্র কন্যা, ভাই বোন, এরা আপনার উত্তরাধিকারী। হযরত বলেন: জিবরাইল (আঃ) প্রতিবেশী সম্বন্ধে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হত যেন তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করে দেবেন।

আপনি ভাল কি মন্দ তা নির্ভর করে প্রতিবেশীর মতামতের উপর। নবী করীম (সঃ) সব সময় ভাল কাজ করার উপদেশ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে বুঝবো আমি ভাল কাজ করছি; না মন্দ কাজ করছি। নবী করীম (সঃ) তার উত্তরে বললেন:

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর কাছে শুনবে তুমি ভাল কাজ করছ ; কি মন্দ কাজ করছ, তা থেকেই বুঝে নেবে তোমার কাজ মন্দ না ভাল।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ইবাদতে মশগুল থাকলে এক ইহুদী টিন পিটিয়ে তার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাত। একদিন টিন পিটানো শোনা গেল না। হযরত বড় পীর সাহেব তখন নিজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলেন ইহুদী কোন অপরাধের জন্য হাজতে গিয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজে জামিন হয়ে তাকে হাজত থেকে মুক্ত করে আনলেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) তাঁর চাকরকে একটি বকরী জবেহ করে প্রতিবেশী ইহুদীকে কিছু গোশ্ত দিতে বললেন। চাকর বললো, সেতো আমাদের ক্ষতি করে, তাকে না দিলে হয় না? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন : তুমি কী বুঝবে? হযরত (সঃ) কত তাগিদ করেছেন প্রতিবেশীর হকের জন্যে, এক্ষুনি গোশ্ত দিয়ে এসো। তাকে সেভাবেই দেওয়া হলো। প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের মনোভাব এরূপই হওয়া উচিত। এ-ই হলো প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ইসলামী মনোভাব।

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে বস্তুতঃ মানবতার প্রতিই অবজ্ঞা করা হয়। প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলে তার আবাসস্থল না থাকলে, তার রোগ শোক হলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, তার দুঃখ মোচন করার দায়িত্ব আপনার আমার। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখা, প্রতিপালন করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আল্ কুরআনে ও হাদীস শরীফে অনেক তাগিদ এসেছে। প্রতিবেশীই সেবার প্রথম হকদার। আপনি নিজের ও আপন সন্তানাদি ও পিতামাতা ভাই-বোনের মঙ্গলামঙ্গল যেমন দেখবেন, প্রতিবেশীর মঙ্গলামঙ্গলও তেমনি দেখবেন। তাদের সুখেই আপনার আনন্দ, তাঁদের দুঃখে আপনার মনোবেদনার কারণ হবে। তবেই বুঝা যাবে তাদের প্রতি আপনার দরদ রয়েছে। আপনার পরিবারের সবাই ভাল থাকলে যেমন আপনি শান্তিতে থাকেন, তেমনি প্রতিবেশীরা নিরাপদ ও স্বস্তিতে থাকলে আপনার শান্তি। এতেই সমাজেরও শান্তি। আর সবাই এ ব্রত গ্রহণ করলেই বিশ্ব শান্তির আধার হয়ে উঠবে, এ পৃথিবী বাসোপযোগী হবে, কল্যাণ নেমে আসবে।

www.pathagar.com

জাতীয় চরিত্র

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ—আশরাফুল মাখলুকাত। তবে এই শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের, শ্রীবৃদ্ধির লালনের ও কর্তব্য কর্মে তার পরিচর্যার পরিণত রূপটি ফুটে উঠবে তার প্রতিটি কাজে, কথায়, আচারে অনুষ্ঠানে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায়, চলনে বলনে। মানুষ ও সৃষ্টির অন্যান্য জীবের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। পশু স্বার্থপর স্থূলবুদ্ধি। আহার নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক বৃত্তিগুলোর পরিচর্যা ও পরিতৃপ্তি সাধনেই তার জীবনের উদ্দেশ্য নিহিত। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন, যুক্তিবাদী, সেজন্য কেবলমাত্র আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক বৃত্তিগুলোর পরিচর্যা ও পরিতৃপ্তিতেই সে সন্তুষ্ট নয়। সে ভাবে, সে চিন্তা করে। একে অন্যকে ভালবাসে, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সমাজে বাস করার একটি প্রধান শর্তই হল পরমত সহিষ্ণুতা ও পরমত বিবেচনা। এ গুণেই মানুষ সভ্য ও সামাজিক। সভ্যতার অন্যতম সংজ্ঞাই হলো ঃ অপরের জন্য বিবেচনা। বলা হয়েছে ঃ Civilization means consideration for others. এই পরের জন্য বিবেচনা কথাটুকুই মনে রাখলে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে জীবনের প্রতিটি কাজে প্রয়োগ করলেই মনুষ্য চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দিকটির উদ্বোধন ঘটে। মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবপর হয়। মানুষকে সর্বোপরি মানুষ হতে হবে। সমস্ত হীনতা, নীচতা, পশুত্ব ও স্থূলত্বের উর্ধ্বে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবে। তবেই সে পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ, এমন কি, ফেরেশতার চাইতেও শ্রেষ্ঠ—প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

কুরআন বলে ঃ ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা, 'আমি বিশ্বে আমার প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করব।' আল্লাহ্ এ কথা বলে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার উপরে সৃষ্টির আর কেউ নেই। আল্লাহ্ একমাত্র সর্বময় কর্তা, স্রষ্টা। তার পরেই তাঁর প্রতিনিধি মানুষের স্থান। ফেরেশতারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর প্রতিনিধি

www.pathagar.com

মানুষের আজ্ঞাবাহী খাদেম মাত্র। সৃষ্টির অন্যান্য সব কিছু আল্লাহ্ ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, আসমান যমিন ও তার মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে—সবাইকে তোমার খেদমতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে মানুষ সেই প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে, এ দুনিয়া ও আখেরাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে, তবে তো তার সে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিণত ফলটি উপভোগ করতে পারবে।

মনুষ্যত্বের এ বিকাশ সাধনের পরিকল্পনাকেই বলা হয়েছে ঃ আদ্দুনইয়া মাযরাআতুল আখেরাত ; এ পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের শস্য-ক্ষেত্র। এখানে যে পরিশীলনী অনুশীলনী করা হবে, যে যে ফল লাভের জন্য যুক্তিসংগত চেষ্টা করবে, তারই যথাযোগ্য ফলটি পাবে। এই পরিশীলনীর অপর নাম সাধনা। মানুষ তার পরিবেশ শিক্ষা ইত্যাদির সহায়তায় যে মনুষ্যত্ববোধের উৎকর্ষ সাধন করে, তাকেই বলে চরিত্র। চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। অর্থ সম্পত্তি সবকিছু নষ্ট হলে ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু চরিত্র একবার নষ্ট হলে আর ফিরে পাওয়ার উপায় থাকে না। ব্যক্তিগত চরিত্রই জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। একজন একজন করে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে চরিত্র-বান না হলে জাতির দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। কারণ চরিত্র দোষে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে হীনতার চরমে নেমে যায়। তার অন্তর হয় কলুষিত। কঠোর সাধনার ধন মানব চরিত্রের সৌন্দর্য্য সুষমা কলুষ কালিমায় লিপ্ত হয়ে মানুষকে সমবেত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। চরিত্র-হীন মানুষ সামান্য স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গোষ্পদের মধ্যে মহত্ব ডুবিয়ে দেয়। সে জন্য জাতীয় চরিত্র গঠন ও সংরক্ষণ তার সার্বিক কর্তব্য। চরিত্র মানবের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার মনুষ্যত্বহীনতারই নামান্তর। চরিত্রই মানুষকে ঈমান একতা ও শৃংখলা শিখায়। যে জাতি যত উন্নত সে জাতির চরিত্র-বল তত উন্নত। সে জাতির ঈমান একতা ও শৃংখলাও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমানই মানুষকে একতার সোপানে আসন দান করে। আর সে ঈমান ও একতা বোধ থেকেই শৃংখলা ও নীতিবোধের জাগৃতি সম্ভবপর হয়ে উঠে। বে-ঈমানী ও অনৈক্যবোধ থেকে যে

www.pathagar.com

উচ্ছৃংখলতার উদ্ভব তা ব্যক্তি ও জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে। চির-তরে জাতির সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়। উচ্ছৃংখলতা ও অনৈক্য বে-ঈমানীর লক্ষণ; এতে মানুষ চরিত্রহীনতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়।

চারিত্র্য শক্তির বলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। এ চারিত্র্য শক্তিগঠনে কয়েকটি উপাদান কাজ করে থাকে। আত্মসম্মান-বোধ, আত্মসংযম, আত্মাদর, আত্মসমালোচনা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাস। একটি অমোঘ শক্তির পরিশীলনীতে চরিত্রের প্রকৃত গঠন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। আত্মসম্মানবোধ মানুষকে হীন ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মানুষ যে শ্রেষ্ঠ এ কথা সব সময় স্মরণ করিয়ে দিয়ে হীনকর্ম থেকে দূরে রাখে। আত্মাদর ও আত্মসম্মানবোধ চরিত্র রক্ষার প্রধান উপায়। আত্মাদর ও আত্ম-সম্মনই আত্মসংযমবোধ জাগ্রত করে। আত্মসংযমী মানুষ অবি-বিশ্বাসাভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যিনি সংযমী তিনি লোভ লালসার উর্ধ্বে, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ পরহিতে ব্রতী। তাঁর চরিত্র প্রভাবে জাতি নতুন পথের সন্ধান পায়। আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরশীলতা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরিত্রবান হতে হলে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। স্বাবলম্বন চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান। স্বাবলম্বী না হয়ে সংযমী হওয়া যায় না। সংযমী না হলে আত্মবিশ্বাসের মূল ধ্বংস হয়ে যায়। আত্মবিশ্বাস মানুষকে পশুত্বের নিম্নতম পর্যায় থেকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে টেনে তোলে। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠায় জাতি আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী। পরনির্ভরশীল আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি ও জাতি কোন দিন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। চরিত্র বলতে তার কিছু থাকে না। পরের কথায় তাকে উঠতে বসতে হয়। মনুষ্যত্ব তার ধারে কাছেও থাকতে পারে না।

মানুষের সামনে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন মানুষ হালবিহীন নৌকার মতো। সংসার সমুদ্রের ঘূর্ণিপাকে সে পরমতানু-সারী ব্যক্তিত্বহীন ও অস্ত্রাবলম্বী। সর্বোপরি সে মনুষ্যত্ববিহীন। আদর্শ চরিত্র মানুষকে শিক্ষা দেয় ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা,

www.pathagar.com

নৈতিক ও সততা। ন্যায়নীতিহীন মানুষকে কেউ মানুষ বলে অভিহিত করবে না, তার আচরণ যতই সভ্য হোক, সে মানুষ নামের অনুপযুক্ত। মানুষের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্টা হলো কর্তব্য পরায়ণতা কর্তব্যবোধ বিচ্যুত মানুষ নিজেকে যতই বড় মনে করুক তাকে মনুষ্য পর্যায়ে স্থান দেওয়া দুঃসাধ্য। কারণ কর্তব্যে অবহেলার মত পাপ আর নাই। ধর্ম কর্ম বাহ্যিকভাবে যতই করুক না কেন, যে কর্তব্যে অবহেলা করে তার ঈমান আছে কিনা সন্দেহ। নৈতিকবোধ থেকেই কর্তব্য বোধের জাগৃতি। আবার নৈতিকবোধ ও কর্তব্যবোধ দুই-ই সততা, থেকে উদ্ভূত। কাজেই অসততা, কর্তব্য অবহেলা নীতিহীনতা এ সবই আদর্শের পরিপন্থী। সর্বোপরি মানুষ পরের কল্যাণে স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ হবে। সকলকেই নিজের মত ভালবাসতে পারলে সৃষ্টির ভালবাসায় নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

এই হলো প্রকৃত ত্যাগের আদর্শ। সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত মনুষ্যত্ববোধ। এ বোধকে জাগ্রত করতে হলে চাই জ্ঞান সাধনা। জ্ঞান সাধনাই মানুষকে মার্জিত-পরিচ্ছন্ন করে, পশুত্ব থেকে পৃথক করে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে। আর তা-ই মানুষকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে পরের কল্যাণে নিয়োজিত করে। এ থেকেই জন্ম লাভ করে সংযম, স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস, নীতিবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দেশাত্মবোধ ও সংহতি। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তি চরিত্র জাতির চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। জাতীয় চরিত্র তার সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ববোধের দর্পণ স্বরূপ। এ সত্য উপলব্ধি হলেই আমরা সত্যিকার নাগরিক, সত্যিকার মুসলমান, সত্যিকার মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব।

www.pathagar.com

দুশমনের প্রতি ব্যবহার

ইসলাম একটি জীবন পদ্ধতি। মানব জন্মের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যে ধারায় জীবন যাপন করতে হবে তারই প্রক্রিয়া বিধিনিষেধ প্রণালী বা ধারা ইসলাম ধর্মে সন্নিবেশিত রয়েছে। ইসলামের আভিধানিক অর্থ শান্তি এবং আত্ম নিবেদন। ইসলামী জীবন ধারায় অশান্তির স্থান নেই।

ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ অর্থাৎ মুসলমান তাওহীদে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ এক। সে আরো বিশ্বাস করে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বা খলিফা এবং সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আশরাফুল মাখলুকাত। এ বিশ্বাসই মুসলমানকে সারাজীবন পথ দেখায়, তাই সে জীবনে যা অস্বাভাবিক, মানব ধর্মে যা অকল্যাণকর এমন কাজ করতে পারে না। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে নিজের জন্য যা সুন্দর ও পরের জন্য যা সুন্দর তারই অনুশীলনী করবে। সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির জন্য যা ক্ষতিকর, যা অমঙ্গলের এমন কাজ সে কোন দিন করতে পারে না। যা সত্য, যা সুন্দর, যা মঙ্গলময় তার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাই তাকে অন্যায়, অসুন্দর ও অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় মানুষের অসুস্থ সমাজদেহে সময় সময় অস্ত্রোপচার করতে হয়। সমাজে অকল্যাণ সৃষ্টিকারী, অত্যাচারী, অসত্যের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে হয়। যেখানে মানবতা নির্যাতিত সুন্দর অন্তর্নিহিত, যেখানে অন্যায়ের কাছে ন্যায় পরাজিত সেখানে তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, তাকেই বলা হয়েছে জিহাদ। পৃথিবী যখন অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত, মানবতা যখন লাঞ্ছিত, সত্য যখন বিদূরীত ও ন্যায় যখন অবদমিত, মানব সভ্যতা যেখানে বিপন্ন, মৃত্যুর দুয়ারে তখন প্রত্যেকের উচিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে মুসলমান তা করবে না তার আকিদায় দুর্বলতা আছে। সে প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন কি না সন্দেহ আছে।

www.pathagar.com

সত্য ও ন্যায়ের জন্য এই যে যুদ্ধ, এই যে অন্যায়ের বিরোধিতা, ধর্মের ভাষায় একেই বলা হয়েছে জিহাদ। মানুষ নিজেকে বিরুদ্ধশক্তির মাঝখান থেকে রক্ষা করার জন্য, সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জীবন ব্যাপী যে যুদ্ধ করতে থাকে, বিরুদ্ধ পরিবেশ ও বিরুদ্ধবাদের সঙ্গে এই যে সংগ্রাম, একেই বলে জিহাদে আকবর। আর দুশমন যদি প্রবল হয়, অন্যায় অত্যাচারে দেশ ও জাতির ধ্বংস ডেকে আনে, মানবতা দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে চায়, তখন অত্যাচারী উৎপীড়নকারী দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জিহাদে আসগর ছোট জিহাদ। একে 'কেতাল' বা Fighting ও বলা হয়।

একবার একদল লোক ধর্ম যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথ্থেকে এসেছ'? তাঁরা জবাব দিলেন ঃ ধর্মযুদ্ধ থেকে। হযরত উত্তরে বললেন ঃ হাঁ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এসেছ, অর্থাৎ তরবারীর যুদ্ধ ছোট যুদ্ধ আর প্রবৃত্তি ও রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিরুদ্ধ পরিবেশের সংগে যুদ্ধই, চরিত্রের জিহাদ সত্যকার বড় জিহাদ। কিন্তু এ যুদ্ধেরও নিয়ম আছে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজিদে ফরমিয়েছেন ঃ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে আক্রমণকারী হয়ো না। অতএব মুসলমান প্রথম তলোয়ার খুলবে না, আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করবে। রাসূল (সঃ) জীবিত থাকিতেই অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে, হযরত নিজেও কয়েকবার যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু দুশমনের হামলার পর। সে জন্যই দেখা যায় যে, যুদ্ধগুলো সব মদীনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। হযরত নিজে যেচে গিয়ে যুদ্ধ করলে যুদ্ধগুলো তার আভাসভূমির কাছাকাছি না হয়ে মক্কা বা তেমন কোন কোরেশ অধ্যুষিত জায়গায় হতে পারত।

হযরত যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে তিনি যোদ্ধাদের বলে দিতেন ! খবরদার মুজাহিদ, তোমরা শিশু, নারী এবং বৃদ্ধদের উপর কখনো জুলুম করো না।

www.pathagar.com

কোন মূল্যবান জিনিষ, ফলবান বৃক্ষ ও শষ্য ক্ষেত্রাদি নষ্ট করো না, পানির কূয়া, ফোয়ারা এসব নষ্ট করো না। পরাজিত দুশমনদের উপর অত্যাচার জুলুম করবে না তাদের অঙ্গচ্ছেদ করবে না।

এ হলো রাসূল করীমের (সঃ) আদর্শ জীবন, শত্রুর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয়। জিহাদ শেষ হয়ে গেলে যারা যিম্মি হয়ে রইল, তাদের সম্বন্ধে হযরত বলেনঃ মান আযাআ যিম্মিয়ান ফাহুয়া আযা-আনী মান আযাআনী ফাহুয়া আযাআল্লাহ; যে অধীনস্থকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়; যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেয়।

মুসলমান কুরআন হাদীসের এ শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বিশ্ব মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। হযরতের এ ঘটনা আপনারা অবশ্য জানেন: এক বুড়ী রাসূলুল্লাহ্‌র পথে রোজ কাঁটা পুতে রাখতো, দু'একটি কাঁটা রাসূলল্লাহ্‌র পায়েও ফুটতো। তিনি কাঁটা খুলতেন, বুড়ী দূরে দাঁড়িয়ে হাসতো, তার দিকে চেয়ে হযরতও হাসতেন। তারপর তিনি তাঁর কাজে চলে যেতেন। একদিন সে পথে যেতে বুড়ীকে আর দেখতে পেলেন না। তারপর দিনও তার দেখা পাওয়া গেল না। মহানবী (সঃ) ভাবলেন, নিশ্চয়ই বুড়ীর কোন বিপদ ঘটেছে। তিনি খুঁজে খুঁজে বুড়ীর বাড়ী গেলেন। দেখলেন বুড়ীর অসুখ। তিনি বুড়ীর মাথার কাছে বসলেন, তার শুশ্রূষা করলেন, বুড়ী ভাল হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র আপন হয়ে গেল।

এ-ইতো হলো মহানবী (সঃ) এর আদর্শ তথা মুসলমানের জীবন ধারণের নীতি। শত্রুকে কবলে পেয়ে যাচ্ছেতাই করায় নেই কোন পৌরুষ, নেই কোন ধর্ম। ইসলামে তার সমর্থন নেই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানবতার মর্যাদা সবার উপরে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ কোন মানুষকে, সে যদি পরম শত্রুও হয় তবু তার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে না।

একথা মনে রাখতে হবে যে, যে আঘাত করে সেপ্রকৃত দুশমন নয়, বরং যে আঘাত করার মনোভাব পোষণ করে সে-ই পরম দুশমন।

www.pathagar.com

অপরিচিত লোক অপেক্ষা আত্মীয়ের শত্রুতা অধিক দুঃখজনক। তাই হযরত আলী (রাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, ক্ষমতা না থাকলে দুশমনের মোকাবেলা করো না। দুশমনকে আপন কর তাতে তোমার মহত্ত্ব বাড়বে, সেও আপন হবে।

একথাও ঠিক যে, মানুষই মানুষের নিকটতম শত্রু। যে শত্রুকে আমরা সন্দেহ করি না তারাই বেশী বিপদজনক। তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, কারণ তারাই প্রথমে তোমার অমঙ্গল সাধনে তৎপর হবে। দুশমন তোমার প্রতি তার দুশমনি বশতঃ তোমার বিরুদ্ধে দোষত্রুটি বলে বেড়াবে। এ জন্য তাকে দোষী করো না, বরং তাকে ধন্যবাদ দাও। কারণ সে-ই তোমাকে পরিশোধনের সুযোগ করে দিয়েছে। তোমার ত্রুটি তোমার বন্ধুর কাছে কোন দিনই ধরা পড়বে না, সুতরাং তার কাছে সংশোধনেরও সুযোগ পাবে না। কাজেই শত্রুই তোমার প্রকৃত বন্ধু। একথা মনে রেখেই দুমশনের প্রতি ব্যবহার করবে। যে দুশমন তোমার উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে, তার জন্য তুমি দোয়া করো, কেননা তার প্রচেষ্টায়ই তোমার উদ্যম বৃদ্ধি পেয়েছে। শেকস্‌পীয়র বলেছেন ঃ শত্রুর জন্য আগুন এত বেশী উত্তপ্ত করো না যাতে তোমার নিজের পা-ই পুড়ে যায়। কিন্তু তাই বলে শত্রুর হাতের অস্ত্র তুলে দিও না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> সক্ষমে দিওনা ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া, করহ দলন,
> অপমানিতের করে ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে।

সবচাইতে মোক্ষম কথা হলো ঃ সে মন্দ হয়েছে বলেই তুমি ভাল হবে না কেন ? বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন ঃ যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করা যার স্বভাব, সে পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করবেই। বস্তুত ঃ এ-ই হওয়া উচিত জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গি, দুশমনের প্রতি ব্যবহার। তাই বলা হয়েছে, তৃষ্ণার্ত শত্রুকে পানি দাও, ক্ষুধার্ত শত্রুকে খাবার দাও, নিরাশ্রয় শত্রুকে আশ্রয় দাও, শীতার্ত শত্রুকে একটু উষ্ণতার ব্যবস্থা করো। দেখবে শত্রুও মাথা নত করেছে। এণ্ড্রক্লিসের কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। একদা সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটে ছিল, এণ্ড্রক্লিস তা খুলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

তারপর যখন ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে তাকে নিক্ষেপ করা হয়, সিংহ তার পদ লেহন করতে থাকে। দুশমনকে আপন করার কৌশল জানা এবং তা প্রয়োগ করাই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। হযরত ঈসা (আঃ) এক গালে চড় খেয়ে আর এক গাল পেতে দিয়েছেন। সাংসারিক দিক থেকে অবশ্য এ ব্যবহার চানক্য-বুদ্ধির পরিচায়ক নয়, কিন্তু এরও একটা নৈতিক দিক রয়েছে, একথা ভুললে চলবে না।

www.pathagar.com

আমাদের আচরণ

আমাদের জীবন একটি জটিল কর্ম পর্যায়ের সমষ্টি। কাজকর্ম এবং জীবনযাপনের সব রকমের কর্তব্য সম্পাদনে মানুষ দায়িত্বের কথা ভুলতে পারে না, ভোলা উচিত হবে না। মানুষ সামাজিক প্রেক্ষিতে নিজের ও পরের প্রয়োজনে কেবল কাজই করে যাচ্ছে না, কাজ করতে আর সবাইকে সাহায্যও করছে। তাই মানুষকে বলি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। যাঁর এ জ্ঞান যত বেশী তাঁকে তত উচ্চস্তরের মানুষ বলে মনে করি। আর যে এ সম্বন্ধে কম সজাগ তাকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন বলে অবজ্ঞা করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে দায়িত্বজ্ঞান মানুষের জীবন-যাপন ব্যাপারে একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ। আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে এ দায়িত্ব জ্ঞানের সজ্ঞান ভূমিকার প্রকাশেরই পথ আচার।

আমরা যখন যা করি, যা ভাবি, তার প্রতিটির মধ্যে আমার যে অন্তর অনুভূতি বা রুচির পরিচয় ফুটে উঠে তাকেই বলি আচারের অভিব্যক্তি। এ ভাবে বাহ্যত ক্রিয়াকলাপে যে ভাবে আমাদের মনের ভাবটি কার্যে রূপ পেল সে রূপকেই আমরা বলি জীবনের বিকাশ। এ বিকাশ যার জীবনে যত সুষ্ঠু ও সুন্দর হতে পারে, যার জীবনে যত মধুর ও সুষম হয়ে ফুটে উঠে তাকেই আমরা বলি সুসভ্য ভদ্র, মার্জিত রুচির।

বাইরের জীবনে কতগুলো বিধান আমরা মেনে চলি দৃশ্যতঃ ধর্মের অনুশাসনে। যেমন, সিয়াম, সালাত এসব। এ গুলোকে বলা যায় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে বাইরের দিক যতটা রয়েছে, ততটা রয়েছে ভিতরের দিকও। এ কাজগুলো করায় যেমন নিজেরও অপরের মঙ্গল, তেমনি না করায় নিজের ও অপরের সমূহ ক্ষতি। কিন্তু এ কাজটি আনুষঙ্গিক আচারে যে ব্যক্তিমানসের পরিচয় ফুটে ওঠে, সেটির আরো বেশী প্রয়োজন। মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করলে, তাকে তার নিজের মর্যাদা দিলে, আত্মপর দু'য়েরই সম্মান রক্ষা করা হলে, তার

www.pathagar.com

প্রতি অমর্যাদাকর কোন ব্যবহার না করলেই সে অনুষ্ঠানে বাহ্যতঃ আন্তরিক দিক দিয়ে স্পষ্ট, সুন্দর ও নিখুঁত হয়ে ওঠে।

মানুষ মানুষকে ভালবাসবে। একে অন্যের জন্য আত্মত্যাগ করবে। স্বার্থপরতা, হীনতায় মানুষ নিজকে কলুষিত করবে না। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননা করবে না, এই তো প্রকৃত রুচিবোধের পরিচায়ক। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে দিয়ে আল্লাহ্ নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর খলীফা। তারই মতো গুণে গুণান্বিত হবে প্রতিটি মানুষ, তবেই তার নিজের সম্মান রক্ষা করা হয়। মানুষের মধ্যে এ শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান আছে বলেই তাকে ফেরেশ্‌তারও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। ফেরেশ্‌তাদের হুকুম করা হয়েছে সিজদা করতে মাটির মানুষকে যে গুণের খাতিরে সে গুণাবলীর অবমাননা তার পক্ষে অশোভনীয়।

আমরা যে সব অনুষ্ঠান করে থাকি সেগুলোকে এক-একটা বিশেষ নামে অভিহিত করি, এবং বিশেষ প্রক্রিয়ায় তার একটা বাহ্য রূপদান করি। এগুলোর বাইরে যে ক্রিয়াগুলোর অভিব্যক্তি থাকে তারও প্রভাব আমাদের জীবনে কম নয়। আপনি যাকাত দেন। একটি বাহ্য অনুষ্ঠান। যাকাত দিতে গিয়ে গরীব-দুঃখী, অভাবী মানুষদের প্রতি আপনার অবজ্ঞার অবধি নেই। আপনি অর্থশালী বিত্তশালী মানুষ, তাই তারা আপনার দরবারে ভীড় করে। আর আপনি সে সুযোগে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করেন। এ মানবতা বিরোধী। সুতরাং ইসলামবিরোধী, ধর্ম বিরোধী। তাদের প্রতি মানবোচিত সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ আপনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এ একটা ঘটনা যে অমুক আপনার বাড়ীতে এসেছে। আর আপনি সুযোগ পেয়ে তার প্রতি হীন আচরণ করলেন। আপনি খুব বড় কর্মকর্তা, আপনার অধীনে ছোট-বড় অনেকেই কাজ করছে। তাদের মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ, কেউ ভদ্র, কেউবা একটু অমার্জিত বা অসম্পূর্ণ-বুদ্ধি। আপনার কর্তব্য তাদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করা। আপনার কাছ থেকে তারা ব্যবহার শিখে তবে তারা নিজেদের ব্যবহারকে দুরুস্ত করবে। আপনার কাছ থেকে অশোভন আচরণ পেলে তারা আরো বেশী অমার্জিত হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ এমন হতে পারে

www.pathagar.com

যে, আপনি তার যে ব্যবহারটির জন্য তাকে যতখানি অপরাধী করেছেন, সে ব্যবহারটির জন্য সে ততখানি অপরাধী নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি জীবনের সামগ্রিক ভাবে উন্নতির জন্য যে চেষ্টা, যে সাধনা করেছেন, সে চেষ্টা, সে সাধনার সুযোগ তারা পায়নি। অথবা আপনি বড় ঘরে জন্মের খাতিরে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পেরেছেন, সে সুযোগ থেকে তার বঞ্চিত। তাই তাদের ব্যবহার বা কাজকর্মে এমন কি চিন্তায় ভাবনায়ও একটা অস্বস্তিকর আচরণ প্রকাশ পাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। আপনি কি তাদের ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন না, তাদের কি সুযোগ দিতে পারেন না? যদি না পারেন তবে বোঝা যাবে আপনার মনুষ্যত্ববোধ এখনো পুরোপুরি শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি, সত্যিকার বোধটা জাগ্রত ও মার্জিত হয়নি। যদি তাদের কারো দুর্ব্যবহারের জন্য কঠোর শাস্তি দেন, তবে বুঝা যাবে আপনার ক্রোধ এখানে নিম্নস্তরের পাপের পর্যায়ে রয়ে গেছে, তা মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, পৃথিবীর ইনসাফ বিধানের ব্যাপারে নিয়োজিত না হয়ে অন্যায় যুলুম তথা মনুষ্যত্বের অবমাননায় ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ তা কখনো কাম্য নয়। ধর্মীয় বিধান তথা মনুষ্যত্বের বিধান তা নয়।

মানব জীবন একটা শিক্ষা ক্ষেত্র। এ শিক্ষা বাইরের এবং ভিতরের মানুষটির সম্যক সুষ্ঠু সুন্দর ব্যবহারের শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে অথবা কাজে-কর্মে যাদের সংস্পর্শে আসি তাদের কারো প্রতি দুর্ব্যবহার বা অশোভন আচরণ করতে পারি না। যাতে একজনের মনে কষ্ট হয়, তেমন আচরণ নিশ্চয়ই কারো কাছে ভাল লাগে না। আপনার আমার আচরণ তাই আমাদের ভিতরকার মানুষটির প্রকৃত পরিচয় বহন করে। আপনি সুযোগ পেলেন, আর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভব্য কথাটি বলে ফেললেন বা অশোভন আচরণটি করে ফেললেন, তাতে আপনার নিজের পরিচয় ফুটে উঠল। আপনি ভব্য মার্জিত রুচির পরিচ্ছন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে চান না। অথচ তা-ই কিন্তু প্রমাণিত হলো। আর সে জন্যই ভুক্তভোগী বলুক আর নাই বলুক, গণমনের ভাবটি প্রকাশ পাক আর নাই পাক, আপনার যে পরিচয় ফুটে উঠলো, তাতে আপনার জীবিত বা মৃত

www.pathagar.com

পিতা ও পিতামহের উপর দুর্নাম আসে, আপনার ধর্মবিশ্বাস ও আকিদার উপর প্রশ্ন আসে। আপনার রুচিবোধ তথা শিক্ষার উপর অভক্তি আসে। লোকে বলবে ছোট লোকের ছেলে কিংবা এহ্, তিনি আবার মুসলমানও! আজকাল কোন লোকের কেবল আদর্শের বুলি কাজে লাগছে না কেন? তার নিজের জীবন দিয়ে তা পালন করছে না, প্রমাণ করেছে না বলে। পরচর্চায় এতখানি ব্যস্ত যে কারো সম্বন্ধে ভাববারই সময় পাই না। সুতরাং আমি আর আমার বন্ধুবর্গ মিলে আমাকে এত উপরে টেনে তুলেছি যে, আমার বিবেচনা, যাদের দোষ প্রকাশ করছি, তাদের তুলনায় আমি কতই না ভালো। যাদের সম্পর্কে যাচাই করে না করে কেবল মনগড়া উক্তি করেই যাচ্ছি, তাদের ব্যক্তিগত ভাবে জানলে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সঙ্গে মিশলে বোধকরি সে সব কথা বলতাম না। তাহলে আমার মনের চিন্তা এখনো সংশোধিত হয়নি। আমি অপরকে ঘৃণিত ভাষায় হেয় করতে চেষ্টা করি, নিজের মৌলিক উপাদানের কথা ভুলে যাই। নিজকে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু আসলেই কি আমি তাই? তাহলে চিন্তা করুন, একটু থেমে ভাবুন যার সম্বন্ধে যা বলছি, তা সত্যি সত্যি আমি বলতে পারি কি না, বলার অধিকার আমার আছে কিনা। কিন্তু এক্ষি মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় হবে? নিম্নস্তরের মানুষের মতোই কি আচারণটা হলো না?

আমাদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। যার কাছে কোন স্বার্থ আছে তাকে আকাশে তুলবো, আর অগোচরে তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করব। মার্জিত রুচির মানুষের পক্ষে এ কখনো সম্ভব নয়। আসলে আপনার আর আমার জীবনে কতগুলো অপরিচ্ছন্ন ব্যবহার, অসমঞ্জস আচরণ লুকিয়ে আছে। জীবনে অক্ষমতা বা অসমর্থের জন্য ক্রমাগত সেগুলো সঞ্চিত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে কারো সংগে কথায় সে সঞ্চিত আক্রোশ ফেটে পড়ে। আর যেই ফেটে পড়ল অমনি বোঝা গেল আপনার শিক্ষা আপনাকে ঊর্ধ্বে তুলতে পারেনি। শিক্ষা আপনার জীবনে কাজে আসেনি আপনার অহমিকা হয়তো সে কথা আপনাকে বুঝতে দিচ্ছে না। কিন্তু আপনার বোঝা উচিত।

www.pathagar.com

মানুষের সম্মুখে এবং পশ্চাতে একই ধারণা, একই অভিমত পোষণ করা উচিত। যে কারো সম্বন্ধে আপনার ধারণাই যে একমাত্র সত্য নয়, সে কথা বোঝার মতো পরমত সহিষ্ণুতা আপনার থাকা উচিত। মানুষ হিসেবে সমাজে বাঁচতে হলে, এ সমাজ ত্রুটিমুক্ত করতে হলে, সকলের আগে আপনার দায়িত্ব মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা করা। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ঔদার্য, মহত্ব ও শিষ্টতা দ্বারা সকলের জন্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা। এভাবেই পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় সামাজিক উদার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সম্ভব হবে। আর একেই বলা যাবে ধর্ম তথা মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার সাধনা, যার অভিব্যক্তি আমাদের আচারে-অনুষ্ঠানে বিধৃত। আর আচারে যেন কখনো আচরণকে আচ্ছন্ন না করে বরং আচরণই আচারকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

আচরণ সম্বন্ধে কোন মনীষী বলেছেন ঃ তোমরা এমন কথা বলবে না বা এমন আচরণ করবে না যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হয়। অর্থাৎ যখন যাই বল এবং যাই কর চিন্তা করে ধীরস্থিরভাবে করবে যাতে পরে অনুশোচনার কারণ না হয়। কোন কাজ করার আগে কয়েকবার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তোমার সিদ্ধান্তে তোমার জ্ঞান বুদ্ধি, সর্বোপরি তোমার বিবেক প্রয়োগ করবে। কোনও ক্রমে অস্থির চিত্ত ও অধীর হয়ে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চকিতে কাজ করে ফেলবে না, যাতে পরে পস্তাতে হয়। তোমার বিচারশক্তি তোমার বিবেক, তোমার বুদ্ধিমত্তা ও তোমার মানবতাবোধ তোমাকে তোমার কর্মোদ্যোগে সাহায্য করবে।

স্মরণ রাখতে হবে, দুঃখ মানুষের জীবনে থাকবেই, তবে দুঃখকে জয় করে সুখের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই মানুষের কাজ। দুঃখকে দূর করতে মানুষ গভীরতর দুঃখে ডুব দেয়, দুরুহতর দুঃখের তুঙ্গে আরোহণ করে, দুঃখকে আরো নিবিড়ভাবে, আরো গভীর ভাবে আলিঙ্গন করে কেবল দুঃখ এড়াবার জন্যে। কঠোর দুঃখে অবগাহন করেও যে রাজ-হংসের পালকে দুঃখের এক ফোটা পানিও লাগে না, সে সিংহ পুরুষই প্রকৃত মানব। তার আচরণে অপরের দুঃখ দূর করার যে অমোঘ স্পৃহা অভিব্যক্তি লাভ করে তা-ই তাকে মানব-কল্যাণমুখী মনুষ্যে পরিণত করে। ব্যথা পেয়েছ বলেই তুমি ব্যথা দিয়ে তার প্রতিশোধ

www.pathagar.com

নেবে, আরো একটি সৃষ্টিকে দুঃখ দিবে, ন্যায় সংগত না হলে তোমার আচরণে তা অশোভনীয়। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি কঠোর হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সে পাপ। অতএব মানুষকে দুর্বলতা ত্যাগ করে সবল হতে হবে তার চরিত্র শক্তিতে তার সর্ববিধ আচরণে। কঠোর হতে হবে বিচারে, সত্যনিষ্ঠ হতে হবে তার সাক্ষ্যে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তুমি সত্য সাক্ষ্য দিতে কুন্ঠিত হয়ো না, যদি তোমার পিতার বিরুদ্ধেও হয়। এরূপ সত্যনিষ্ঠ আচরণই মানুষের কাছে, প্রকৃত মুমিনের কাছে কাম্য। বলা হয়েছে ঃ সে বিচারই উত্তম বিচার যা বিচারকের চোখে অশ্রু আনে। ব্যক্তিগত জীবনে এভাবে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবেই সে সমাজকে আলোকিত করবে, প্রভাবিত করবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক খলীল জিবরান বলেছেন ঃ অন্যে যদি তোমাকে আঘাত দেয় তা তুমি ভুলে যাবে। তুমি যদি অন্যকে আঘাত দাও তা চিরকাল স্মরণ রাখবে। তাতে তুমি সংশোধনের সুযোগ পাবে।

মনুষ্য আচরণের গূঢ় কথা হলো ঃ আকাঙ্খা সীমিত করায়ই সুখ, নিবৃত্তির মধ্যেই আনন্দ, ভোগের মধ্যে নয়। আকাঙ্খার পিপাসা কখনো মিটে না, এর পূর্ণ পরিতৃপ্তি নেই। তাই প্রার্থনা করি ঃ আমাদের জীবন হোক সহজ, আমাদের পরিবেশ হোক প্রশান্ত প্রসন্ন, আমাদের জীবনযাত্রা হোক আড়ম্বরহীন কল্যাণপূর্ণ, আমাদের অভাব স্বল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, প্রচেষ্টা নিঃস্বার্থ, জীবন হোক পরার্থপরতায় বিলীন।

মানুষের সহিত আমাদের আচরণ হোক ভব্য ঃ ছোটর সঙ্গে স্নেহময়, বড়র সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ। পরিবার-প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, দেশী-বিদেশী সবার প্রতি আমাদের উদার প্রীতিপূর্ণ আচরণে যেন বিশ্বকে আহবান করে। যে ছোট বড় সবাইকে সমান ভালবাসতে পারে সেই মুত্তাকী, আল্লাহ্র প্রিয়। মনে রাখতে হবে যে, ভোগে নয় ত্যাগেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ; অন্যের প্রতি বিবেচনায় যে জীবনের নীতি নির্ধারিত সে জীবনই কাম্য।

www.pathagar.com

কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য

মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, সে দুর্বল। সব রকমের প্রয়োজনে তাকে নির্ভর করতে হয় আরও অনেকের উপর। তাই প্রয়োজন মিটানোর তাগিদেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, দলবদ্ধ হয়ে বাস করার পদ্ধতি বের করেছে। আর তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা তাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্মে পরিণত হয়েছে। সমাজ-বদ্ধ হয়ে চলতে তাকে অনেকের সংস্পর্শে আসতে হয়, অনেকের সংগে তার সম্পর্ক রাখতে হয়, সমাজের সবার সংগে দৈহিক ও আত্মিক এ যোগাযোগ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এর স্বার্থের কথা। সমাজের স্বার্থ মানে গোষ্ঠীর স্বার্থ। ব্যক্তি-স্বার্থ ও গোষ্ঠী-স্বার্থ এ দুয়ের মধ্যে সমঝোতা করে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়।

ইসলাম যেহেতু সার্বজনীন ও সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তাই তার বিধিনিষেধের মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণ ও বৃহত্তর স্বার্থের পরিপোষক নীতি ও আদর্শের পরিচর্যা রয়েছে। মানুষের মনুষ্যবৃত্তির বিকাশ লাভের জন্যে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন তার পুরোপুরি বিধান দিয়েছে ইসলাম।

ইসলাম বলে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হও, কারো অকল্যাণ কামনা করো না, মানুষের জীবনের চলার পথ সুগম করে দাও, পথে কাঁটা পুতে রেখো না, প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করো না, মানুষের জন্য শান্তি কামনা করো, অশান্তি ডেকে এনো না; দেহ ও মন পবিত্র রাখ, অন্যায়-অমঙ্গল চিন্তা করে তাকে কলুষিত করো না; দুঃখ মোচন কর, দুঃখ সৃষ্টির কারণ ঘটিও না। তোমার নিজের দিকে তাকাও। তোমার নিজের জন্য যা ভাল মনে কর তোমার ভাই, অপর মানুষের জন্যও তা-ই ভাল মনে করো। ত্যাগের আনন্দে শান্তি লাভ করার চেষ্টা কর, ভোগের ঐশ্বর্য যেন তোমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে ফেলে।

www.pathagar.com

মা-বাপ, ভাইবোন, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী, বিশ্ববাসী তথা সর্বমানবের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সর্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হবে তোমার সমগ্র জীবন, দেহ ও মন। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে : কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়া ইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন ; বল আমার সালাত-দোয়া, আমার সাধনা, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ বান্দা কোন দিনই আল্লাহ্র সৃষ্টির মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল ভাবতে পারে না।

মুসলিম প্রথম ঈমান এনেই স্বীকার করে নেয় যে, তার স্রষ্টা প্রতি-পালক এক ও অদ্বিতীয়। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রকৃত মানুষের জীবন-যাপন করতে বদ্ধ পরিকর হয় ; আল্লাহ্র খলীফা, স্রষ্টার প্রতিনিধি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত নামের মর্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। কোন বিরোধী শক্তিই তখন তাকে সে পথ থেকে টলাতে পারে না। সে পথ সরল-সহজ কিন্তু কঠোর সাধনা-সাপেক্ষ। সে সাধনায় কামিয়াব হয়ে সফলকাম হয়ে পরম কল্যাণ-ময়ের ইচ্ছার পূর্ণ অভিব্যক্তি জীবনে ঘটাতে পারলেই এ দুনিয়া 'মায়-রাতুল আখেরা' বলে প্রতীয়মান হবে, এর কর্মফলই সঞ্চিত হবে পর-কালের জন্য। মনুষ্যত্ব বিকাশের এ সাধনায় সফলকাম হতে হলে চাই কথায় ও কাজে সমতা বিধান। কথায় যা বলব কাজেও তাই করব। এ-ই মানব ধর্মের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু কথায় ও কাজে এক না হলে মনুষ্যত্বের সাধনায় মানুষ হবে অকৃতকার্য। ইসলামের বিধানে মুসলিম কথা দিয়ে ভঙ্গ করতে পারে না প্রতিশ্রুতি করে তা নষ্ট করতে পারে না ; ওয়াদা করে তার বরখেলাফ তার স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধ।

পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল মানুষের পক্ষে এ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে যদি যে যার কর্তব্য পালন না করি, যে যার কথা না রক্ষা করি। কারো বিপদে- আপদে তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে সে অঙ্গীকার অবশ্য রক্ষা করতে হবে। তা না হলে যাকে সাহায্যের অঙ্গীকার করা হয়েছে তাকে আরো বিপদে ফেলা হবে। অথচ মানুষ

www.pathagar.com

হয়ে একাজ করা অন্যায় হবে। আর যা অন্যায় তা-ই গর্হিত। কুরআনে বার বার অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে: ইয়া আইউহাল্লাযিনা আমানু উফু বিল উকুদ। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা অঙ্গীকার রক্ষা কর।

কথা দিয়ে সে কাজ না করলে তার পরিণতি নিজের ও পরের সবার জন্য অপ্রীতিকর, অমঙ্গলজনক হয়, যারা কথা ও কাজের মধ্যে মিল ঘটাতে পারে না তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: 'আক্বাতু মেনুনা বি-বাদিল কিতাবি ও তাকফুরুনা বি-বাদ' তোমরা কি কুরআনের কথার কোন-কোনটা সুবিধাজনকভাবে বিশ্বাস কর ও কোন কোনটা সুবিধাজনক ভাবে অস্বীকার কর? অর্থাৎ তুমি যখন মানুষ হিসেবে জন্মেছ তখন অমানুষিক কিছু করতে পার না। যখন তুমি মুসলিম বনেছ, তখন ইসলাম বিরোধী কিছু করতে পার না। অথচ মুখে বলে তা কাজে পরিণত না করা তো মুসলিমের ধর্ম নয় বা মানুষের বৈশিষ্ট্যও নয়।

বড় বড় কথা বলে কার্যক্ষেত্রে কিছু না করা মনুষ্য ধর্ম বিরুদ্ধ। বচন সার কর্মবিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল পছন্দ করেন না। বচনসার ব্যক্তি খাঁটি মুসলিম হতে পারে না। আমাদের নিয়ত, আমাদের সংকল্প মুখে বলে তা কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। কর্মহীন চিন্তা বা আমলহীন ঈমান ফলহীন বৃক্ষের ন্যায়। খাঁটি মুসলিম হতে হলে তাই কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলছে: ইয়া আইউহাল্লাযিনা আমানু লিমা তাকুলুনা মালা তাফয়ালুন, কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহি আন তাকুলু মালা তাফয়ালুন; হে বিশ্বাসিগণ তোমরা যা পালন করতে পার না, এমন কথা কেন বলো? তোমরা যা বল তা যে করো না, এ কথা আল্লাহ্ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন: লা দীনা লিমান লা আহদা লাহ, যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই। সমাজের সদস্য হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মুসলিম অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, ন্যায়ের, সত্যের ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা কামনায় এবং অন্যায় অসুন্দর ও অসত্যের দূরীকরণের জন্য সে জান মাল কুরবান করবে। তার

www.pathagar.com

জীবন-মরণ, তার সাধনাই তাই। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কি তার উচিত হবে?

সে তো প্রতিশ্রুতির পর অশান্তি সৃষ্টি হয় ও অসত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কাজ করতে পারে না। তা হলে কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে না। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করার জন্য হযরত রসূলে করীম (সঃ) এক স্থানে একটি লোকের জন্য তিন দিন অপেক্ষা করেছিলেন। লোকটি তার ওয়াদা ভুলে গিয়েছিল। কথা ঠিক রাখতে গেলেই একজনকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, যুলুম করা যাবে না, অন্যায়-অপব্যয় করা যাবে না, অবিচার ও অনর্থ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, ফাঁকি প্রতারণা অসব হবে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমানতের খেয়ানত ও মিথ্যা কথা মুমিনের চরিত্র বহির্ভূত। তিনি বলেছেন ঃ লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহু, ওয়ালা দীনা লিমান লা' আহদা লাহু, যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই, আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার ধর্ম নেই। আমানত খেয়ানত ঈমানহীনতার লক্ষণ একথা অন্য কোন ধর্ম বা জীবন-বিধান এমন ভাবে বলেছে কি? ঈমানই হলো মনুষ্যত্বের ভিত্তি। এর উপর নির্ভর করেই সমগ্র জীবনের যাবতীয় কর্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত।

মিথ্যা মুনাফিকীর আলামত। সত্য কাজে পরিণত না করলে তা মুমিনের কাজ হবে না। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যই মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে শেখায়, মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। মিথ্যা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। মিথ্যা কলুষিত অমানুষিক জীবনের পরিপোষক। বলা হয়েছে ঃ আল ইসলামু হাক্কুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন; ইসলাম সত্য আর কুফরী বাতিল। তাই ইসলামে 'আমলে সালেহ' অর্থাৎ সৎকর্মশীলতা সম্বন্ধে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ বলেছে ঃ মানুষ আলোর সন্তান। আনন্দেই তার জন্ম, আনন্দেই তার জীবন, আনন্দেই তার মৃত্যু। এ আনন্দই হলো স্রষ্টার নির্দেশিত পথের চর্চায় পরিপুষ্ট যে জীবন, যে জীবনের মূলমন্ত্র হলো ঃ রাদিতুবিল্লাহি রাব্বান ওঁবিল

www.pathagar.com

ইসলামি দীনা ; আল্লাহ্‌কে রব বা প্রতিপালক হিসেবে ও ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ। একমাত্র সৎ কাজেই তা সম্ভব। কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে এক হলেই মানুষ মুত্তাকী হতে পারে, আর মুত্তাকী হলেই জীবন হয় সাফল্যমণ্ডিত।

www.pathagar.com

বৈধ উপার্জন

বিশ্ব স্রষ্টা প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালা এ বিশ্ব সৃষ্টি করে সবার উপরে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন ঃ এ পৃথিবীতে ও আসমানে এবং এ দুয়ের মাঝামাঝি যা কিছু আছে সব কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হল। সবাই তোমাদের তাবেদার, তাদের কাছ থেকে উপকার হাসিল কর।

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন, আশরাফুল মাখলুকাত করেছেন। তাকে আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকেও অন্যান্য জীবজগৎ থেকে শ্রেষ্ঠ করে, সুন্দরতর করে সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক গঠন সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষা করা মানব কর্তব্যের অন্যতম। আর তা সম্ভব হয় শরীরের উপযুক্ত আহারাদি গ্রহণের মাধ্যমে। শরীরের সুখ-সুবিধার জন্য তার যথোপযুক্ত খাদ্যাদির সংগে বাসস্থান ও মানস অনুশীলনের প্রয়োজন। মানুষ যেহেতু বিবেক সম্পন্ন জীব, যেহেতু জৈবিক প্রয়োজনের জন্যেই কেবল সে বাঁচে না, তাই তার মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। সে তার মন মস্তিষ্ক বিচার বিবেক বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে বুঝে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে পারে। তার দেহের সংগে মনের এ নিকট সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই তাকে হালাল রুজির অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ ইয়া আইয়ু হার রুসুলু কুলু মিনাত তায়্যিবাতে ওয়া'মালু সালেহান, হে রসূলগণ, হালাল ও পবিত্র খাদ্য খাও এবং সৎকর্ম কর। রসূলদের বলতে গিয়ে সমগ্র মুসলিম সমাজকে আল্লাহ্ এ আদেশ দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন হারাম বস্তু আহারের দ্বারা যে শরীর বর্ধিত তা দোযখে যাবে।

এ দুনিয়া আখেরাতেরও কর্মক্ষেত্র। তাই সুস্থ মানুষ কর্মে তৎপর থাকবে। বৃথা আলস্যে সময় নষ্ট করবে না। জড়তা ও আলস্য মৃত্যুরই নামান্তর। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আলস্য ও কর্মে

www.pathagar.com

অনিচ্ছা, ধ্বংস ডেকে আনে। আর কর্মে স্পৃহা ও তৎপরতা জীবনকে করে তোলে সুখী ও সমৃদ্ধ। দুঃখ দূর করে শ্রমশীলতা মানুষকে দৈহিক ও মানসিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। কর্মের মাধ্যমে নিজের ও পরের কল্যাণে নিয়োজিত জীবনই ত প্রকৃত মানুষের জীবন। মানবতার সেবা, 'খেদমতে খালক' কেবল পরিশ্রমীই করে যেতে পারে। শ্রম বিমুখ মানুষের পক্ষে পরোপকার, রাষ্ট্র, দেশ ও সমাজের মঙ্গল চিন্তা আকাশ-কুসুমই থেকে যায়। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে কল্যাণ তখনই কার্যকরী হয়, স্থায়ী মঙ্গল স্থাপনে সক্ষম হয়, যখন কল্যাণ কর্মের উৎস থেকে আসে।

কর্ম ও সৎসংকল্পের সমন্বয়ে যে রুজীর চেষ্টা তা-ই হবে হালাল রুজী। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল হালাল রুজী আহরণের কথাই বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাষবাস ও চাকুরী যে কোন উপায়েই হোক না কেন, রুজীর অনুসন্ধান করতে হবে। অসৎ উপায়ে রুজী, ভিক্ষা, চুরিডাকাতি, সুদ, ঘুষ, জুয়া, অবৈধ ব্যবসায়, এসব উপায়ে রুজী নিষিদ্ধ। এরূপে রুজী আল্লাহ্র অভিপ্রেত নয়। হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ হালাল রুজীর চেষ্টা কর নামায, রোযা, জিহাদ ইত্যাদি ফরযের পরই এ অতি বড় ফরয। রেযেকের মালিক আল্লাহ্। রেযেককে বলা হয়েছে আল্লাহ্র ফযল বা অনুগ্রহ। নামায, রোযা, এসব কর্মের জন্য তাকিদ করেও আল্লাহ্ বলেছেন ঃ ফাইযা কুদিয়াতিস্ সালাতু ফানতাশিরু ফিল আরদে ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ্, যখন নামায-দেওয়া শেষ হয়ে যায়, তখন দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বরূপ জীবিকা অর্জন কর।

হযরত রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ ইযা সাল্লাইতুমুল ফাজরা ফালা তানামু আনতালাবিল আরযুকাকুম, তোমাদের ফজরের নামায পড়া হয়ে গেলে, রুজীর অনুসন্ধান না করে ঘুমিয়ে পড়ো না।

জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা ও পরিশ্রম করা আমাদের আখেরাতের জন্য বহু উপকারী। এতে এমন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় যা অন্য কিছুতে হয় না। হযরত বলেছেন ঃ মানুষের জীবনের বিভিন্ন রকম গুনাহের মধ্যে এমন অনেক গুনাহ্ আছে যার কাফফারা জীবিকা

www.pathagar.com

অর্জনের পথে দুঃখ-কষ্ট বহন করা ছাড়া আর কিছুতে আদায় হয় না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউই যেন জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে না থাকে। লিইয়াকউদু আহাদুকুম আন তালাবের রিয়কে। 'ইহইয়া উল উলুম' গ্রন্থে সৈয়দ মুরতাজা জোবাইদী হযরত ওমরের এ কথা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন ও অঙ্গ সঞ্চালন বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল-কুরআনে দৃঢ় ভাষায় নির্দেশ এসেছে ঃ ইয়া আইয়ু হান্নাসু কুলু মিম্মা ফিল আরদি হালালান তাইয়েবান ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইয়াতিন, ইন্নাহু লাকুম 'আদুব্বুম মুবিন। হে মানব সম্প্রদায়, দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ কুলু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহু হালালান তায়্যিবান। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র রুজি দিয়েছেন তা থেকে খাও। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ পবিত্র বস্তুকে তাদের নবী (সঃ) তাদের জন্য হালাল রাখেন আর অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য অবৈধ রাখেন। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, মূর্তিপূজা, পাশাখেলা নাপাক ঘৃন্য শয়তানের কাজ। অতএব এ থেকে দূরে থাক যাতে কল্যাণ লাভ করতে পার। আল্লাহ্ এ সূরায় আরো বলেছেন ঃ মড়া, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত, যা ফাঁস লেগে, উপর থেকে পড়ে কিংবা পাথর বা লাঠির আঘাতে বা অন্য জন্তুর শিংএর আঘাতে বা অন্য জন্তুর আঘাতে মরেছে সেসব হারাম।

মানবতা বিরোধী, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর সব পন্থায় রুজী অবৈধ করা হয়েছে। প্রতারণা, ছলচাতুরী, মাপে কম দেওয়া, চুরি, ডাকাতি, সুদ ঘুষ, ভেজালদ্রব্য খাঁটি বলে চালান এসব হারাম। কুরআন বলে ঃ ওয়ালা তাকুল আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি ওয়া তুদলু বিহা ইলাল হুক্কামি লিতাকুলু ফারিকাম মিন আমওয়ালীন নাসি বিল ইসমে ওয়া আনতুম তা'য়লামুন, তোমরা অন্যায় ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না এবং ধন-সম্পদকে ক্ষমতাসীনদের নৈকট্য

www.pathagar.com

লাভের বাহন হিসাবে ব্যবহার করো না—মানুষের অর্থ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করার জন্যে, অথচ তোমরা এর পরিণাম সম্বন্ধে অবগত রয়েছো। আমাদের প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন ঃ ঘুষ গ্রহিতা ও ঘুষ দাতা এ দুজনই দোযখে যাবে। তিনি আরো বলেন ঃ কুকুরের মূল্যে দেহ বিক্রয় ও বিনিময় এবং জ্যোতিষী গণণার পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ। যাতে কোন অন্যায় প্রশ্রয় না পায় সে জন্য তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন তার সাতগুণ জমি তার গলায় শিকল রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ যে ব্যক্তি ব্যবসায়-বানিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে দেহ হারাম রুজী দ্বারা পরিপুষ্ট তার স্থান বেহেশতে নাই।

সবল সুস্থ লোক খেটে যাবে, ভিক্ষা করবে না। ভিক্ষায় মানুষকে করে হেয়, আত্মাকে করে লাঞ্ছিত। যে ভিক্ষা না করে নিজের কষ্টের অর্জিত জীবিকায় জীবন-যাপন করে তার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। যার ঘরে চল্লিশ দেরহাম পরিমাণ সম্পদ আছে, অথচ সে ভিক্ষা করে সে যেন জ্বলন্ত আগুণ ভক্ষন করে। হযরত বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে কথা দেবে যে, সে ভিক্ষা করবে না আমি তাকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিই।

হালাল ব্যবসা-বানিজ্য উৎসাহিত করার জন্য হযরত বলেছেন ঃ তোমরা তেজারত কর। এর মধ্যে তোমাদের রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগ রয়েছে। সৎ ব্যবসায়ীরা হাশরের দিন, অলী ও শহীদের সংগে থাকবেন। মোট কথা মানুষ হালাল রুজী আহার করবে, তাতে কম হলেও পরম লাভ। হারাম রুজীতে ঈমান ও আমল দুই-ই নষ্ট হয়। হালাল রুজীতে ইহকালের বরকত এবং আধ্যাত্মিকতায় কৃতকার্যতা লাভ হয়। আল্লাহ্র পথে থাকার এ এক অমোঘ উপায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ লাওলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিউনা ওয়াল আহবারু 'আন কাওলিহিমুল ইছমা ওয়া আকলিহিমুস্ সুহতা লাবিসা মাকানু ইয়াসনাউন, ধর্মনেতা ও পণ্ডিতগণ কেন তাদের পাপালোচনা ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? এরা যা করে তা কত নিকৃষ্ট।

www.pathagar.com

শ্রম সাধনা

ইসলাম ফিৎরাতের ধর্ম। ফিৎরাত মানে স্বভাব প্রকৃতি। অন্য কথায় ইসলাম স্বভাব সঙ্গত ধর্ম। মানুষ খেয়ে পরে সুস্থ সবল জীবন যাপন করে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নেয়ামত ভোগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এ-ই তো মানুষের প্রকৃত জীবন। তাই ইসলাম আমলে জোর দিয়েছে, কর্মে প্রেরণা দিয়েছে। কর্মহীন মানুষ আসমানে কল্পনার ফানুষ উড়াবে—এ মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। কুরআনে আল্লাহ্‌ দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেছেন : লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম, ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্য নাই। সংসার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের সহিত তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক দৃঢ় রেখে প্রত্যেকের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্নশীল হবে, এ-ই ইসলামের বিধান। মা-বাবা ভাই বোন স্ত্রী-পুত্র পরিবার, আত্মীয়-অনাত্মীয়, প্রতিবেশী দেশবাসী ও বিশ্ববাসী সবার প্রতি মানুষ তার কর্তব্য পালন করে নিজের ও পরের জীবন সুখী সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে, তবেই তো প্রকৃত মোমেন হতে পারবে। এ সব করার মানেই সাংসারিকতায় মনোযোগী হওয়া। সাংসারিকতায় মনোযোগী হওয়া মানেই নিজের জীবন পরার্থে বিলিয়ে দেওয়া, মানুষের সেবা করা। আর মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার মানেই আজীবন নিজেকে কর্মে নিয়োজিত রাখা। কর্মই জীবন, কর্মহীনতায় মৃত্যু।

হাস্তাম আগার মীরাওয়াম
অগর নামীরাওয়াম নিস্তাম

গতিতেই আমার জীবন গতিহীনতাতেই আমার মৃত্যু। এ চলমান কর্মময় জীবনে অকর্মন্যতা ও আলস্যের স্থান নেই। বুজুর্গানে দীন বলেছেন : জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ কর।

www.pathagar.com

ইসলামে সত্যিকার আভিজাত্য ও সম্মান মানুষের সেবা ও কর্মময় জীবনে। বেঁচে থাকার প্রথম উপকরণ খাদ্য ব্যবস্থা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করে জীবনটাকে নষ্ট করায় যেমন পশুবৃত্তির পরিচর্যা হয়, তেমনি সামান্য মাত্র আহার করে জীবনকে কষ্ট দেওয়া ও ইসলামের নিয়ম বিরুদ্ধ। ইসলামী মতে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরলে বা না খেয়ে দেহকে পীড়ন করায় কোন সওয়াব নাই। বলা হয়েছে ঃ খুযু যীনাতাকুম ইনদা কুল্লে মাসজিদেওঁ ওয়া কুলু ওয়াশ-রাবু ওলা তুসরেফু, সালাত আদায়ে যাওয়ার সময় সুন্দর পোষাক পরিধান করো, খাও, পান কর এবং অপচয় করো না।

এই খাওয়া পরার স্বচ্ছলতার জন্য, মানুষের রোযেকের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইসলাম শ্রমকে অপরিসীম মর্যাদা দিয়েছে। শ্রমহীনতাকে কোন রকমে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ ওয়া লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মাসাআ, মানুষ যার জন্য চেষ্টা করে, তা ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

মহানবী বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কামাই করে খায়, আল্লাহ তার প্রতি প্রসন্ন। বিশ্বনবী নিজে বাণিজ্য করেছেন। এমন কি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের কল্যাণে যার সৃষ্টি ঃ যিনি সব নবী রসূলের নেতা সেই মহানবী নিজ হাতে জুতা সেলাই করেছেন। কোন বিদেশী এসে রসূলুল্লাহর সাহাবাদের মসজিদে দেখলে মনে করতো ঃ এঁরা বুঝি সমস্ত দুনিয়া ভুলে তসবিহ তাহলিল ও আল্লাহর ইবাদত নিয়েই মশগুল রয়েছেন ; আবার কখনো কর্মরত দেখলে ভাবত, এঁরাতো সব কিছু ছেড়ে দুনিয়াকেই আকড়ে ধরেছেন।

দারিদ্র্য মানুষকে হেয় করে। মানুষের মনুষ্যত্বকে করে লাঞ্ছিত। পরিশ্রমের অভাবেই এ দারিদ্র্য এসে জীবনের সব আশা ভরসা পঙ্গু করে দেয়। দারিদ্র্য তাই মানব জীবনের সাধারণ পরিবর্ধনের বিরোধী। দারিদ্র্য জনিত দুঃখ ভোগ ইসলামের অভিপ্রেত নয়। ইসলামে কুফরীর মতো আর পাপ নাই। আর দারিদ্র্যের স্থান সেই কুফরীর নীচে। অপব্যয় ও আলস্য মানুষকে দারিদ্র্যের পথে ঠেলে দেয়।

www.pathagar.com

নির্বাহ শ্রেষ্ঠতর। রসূলে করীম আরো বলেছেন: নিজে অর্জিত আয়ের দ্বারা খাদ্য গ্রহণই সব চাইতে পবিত্র আহার্য।

বলা হয়েছে: লিল হারাকাতে বারাকাতুন, কর্মশীলতায় বরকত রয়েছে, অকর্মন্যতায় রয়েছে অভিশাপ। কাজেই কর্মেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে; অপরকে নিয়োজিত করার উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে হবে। শ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবনে আসে আর্থিক স্বচ্ছলতা। জাতির সব সদস্য যদি কর্মে নিয়োজিত হয়, সব নাগরিক যদি শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে তবে দেশ ও জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দুনিয়ায় সব জাতি ও দেশের উন্নতির মূলেই এ শ্রম সাধনা ক্রিয়াশীল। কাজেই শ্রম সাধনা প্রযুক্ত যে জীবন তা-ই প্রকৃত মানব সেবায় নিয়োজিত, আর মানব সেবার সে জীবন কোরবানীকৃত, সে জীবনই সার্থক জীবন, সে জীবনই আল্লাহ্‌র উদ্দিষ্ট জীবন, আল্লাহর অভিপ্রেত জীবন, সে জীবনই ইসলামী জীবন। আল্লাহ আমাদের শ্রম সাধনার তৌফিক দিবেন তখনই, যখন আমরা দৃঢ়চিত্তে সংকল্প করব যে, আমরা একমাত্র হালাল রুজিই খাব, হারাম রুজি পরিত্যাগ করব। কেন না হালাল রুজি আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত, আর হারাম রুজি শয়তানের অভিপ্রেত। হালাল রুজি ইবাদত কবুলের সহায়। হারাম রুজি খাওয়া হারাম, তার তৈরী রক্তমাংস হারাম, জাহান্নামী, অতএব হারাম খেয়ে ইবাদতই হবে না।

কাজ না করে কেবল 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলে তসবীহ্ তাহলীলে সওয়াব নেই। আল্লাহ্ বলেছেন: ইযা নূদিয়ালিস্ সালাতি মিন্ ইয়াওমিল জুমুআতে ফাসআও ইলা যিকরিল্লাহে ওয়াযারুল বাইয়া, যখন জুময়ার সালাতের আযান দেওয়া হয় তখন বেচাকেনা ত্যাগ করে দৌড়ে যাও। তারপর, ফাইযা কুদিয়াতিস্ সালাতু ফানতাশিরু ফীলআরদে ওয়াবতাগু মিনফাদলিল্লাহ, যখন সালাত শেষ হয়ে গেল তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফজিলত থেকে রেযেক অনুসন্ধান কর। এতেই বুঝা যায় যে মুমিনের জন্য হালাল রিযিক অনুসন্ধান করা কত প্রয়োজনীয়। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র হুকুম সমূহের মধ্যে সালাতের পরেই হালাল রিযিক সন্ধান অন্যতম প্রথম কর্তব্য। রুযিতে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে ইবাদতও ভালভাবে করা যায় না।

www.pathagar.com

মিতব্যয় ও কর্ম তৎপরতা তাই অবশ্য কর্তব্য। কর্মের পথে শ্রমের মাধ্যমে যে আয় তা-ই হালাল, আর তা থেকেই নিজে ভোগ করে অভাবগ্রস্ত নিঃস্বম্বলকে সাহায্য করবে। তবেই তো সমাজ হয়ে উঠবে সুস্থ সমৃদ্ধ বাসোপযোগী।

অপব্যয় গর্হিত অপরাধ! আমাদের জীবন কতগুলো মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। বসে, অনর্থক ভাবনা ভেবে সময় নষ্ট করার মতো আর নেই। জীবনের প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্ত মুক্তার মতো, এ মুক্তা সদৃশ সময় হেলায় বিনা কাজে ব্যয় করা অপব্যয়। ইসলামে এ অপব্যয় পরিত্যাজ্য ও কর্মময় জীবন গ্রহণীয়। তাই ইসলাম এমনি ভাবে শ্রমের মর্যাদা দিয়েছে। মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে কর্মের মাধ্যমে শ্রমশীলতায় বাঁচতে হবে। দেশের দশের জন্য সমাজের হিতের জন্য যে কোন কিছু করতে চায়, তাকে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। শ্রমের মর্যাদা দেওয়ার জন্যই হযরত (সঃ) নিজ হাতে কাপড় সেলাই করতেন, ঘর ঝাট দিতেন, জুতো মেরামত করতেন, মেষ চরাতেন এমনকি রান্নাও করতেন। কাঠ সংগ্রহ করা, কুয়া থেকে পানি তোলাকেও তিনি নিজের জন্য অপছন্দ মনে করেননি। সাহাবাগণের প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যবসায় করতেন; শ্রমলব্ধ অন্নে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে বর্ম ও বস্ত্র তৈয়ার করতেন। যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে এবং আখেরাতের জন্য চিন্তা করে সে প্রকৃত জ্ঞানী, এ নির্দেশ দিয়ে মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তার ইহ পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

যথেষ্ট পরিশ্রম ও কর্ম ব্যতীত বেহেশতের আশা করা বৃথা। একবার একটি লোক হযরতের কাছে ভিক্ষা চাইলে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) তার একমাত্র কম্বলটি বিক্রী করে তার কিছু দিয়ে তার তখনকার খাবার কিনে বাকী পয়সায় একটি কুঠার কিনে তাদিয়ে কাঠ কেটে রুজী করার উপদেশ দেন। পরে সে ব্যক্তি এভাবে কাজ করে স্বচ্ছল হয়েছিল। হযরত বলেন ঃ বিচারের দিন ভিক্ষার দরুন মুখমণ্ডলে ক্ষত নিয়ে আসার চাইতে এভাবে শ্রমলব্ধ অর্থে জীবিকা

www.pathagar.com

এজন্য বলা হয় ঃ পরাগেন্দা রুজি পরাগেন্দা দিল। রুজির সংকোচন দিলকেও সংকুচিত করে দেয়। রসূল (সঃ) বলেছেন ঃ ফজরের সালাতের পরে নিদ্রায় যেন তোমাদের রিযিকের অন্বেষণে গাফিলাতি না করায়। অর্থাৎ ফজরের পরে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে হালাল রিযিকের সন্ধানে পরিশ্রম কর।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা

শরীর সুস্থ নীরোগ এবং শক্তি সামর্থ্য পূর্ণ থাকলেই আমরা একজনকে স্বাস্থ্যবান বলে থাকি। রোগ জর্জরিত শক্তি সামর্থহীন দেহই অসুস্থ। এ সংসারে স্বাস্থ্যই সুখের মূল। শরীর সুস্থ্য না থাকলে মন মেজাজ ভাল থাকে না, সুপরিপক্ক রাজকীয় খাবারও তার কাছে মূল্যহীন। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির নিকট পৃথিবী দুঃখের আগার বলে মনে হয়। দুধের ফেনার মত শুভ্র কোমল বিছানায় শুয়েও তার নিদ্রা হয় না। এপাশ ওপাশ করতে হয়। আর স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সামান্য শাক ভাত খেয়ে, গাছের নীচে শুয়েও আরামে নিদ্রা যেতে পারে। তারজন্য এ সংসার সুখের আকর। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির মনে সদা প্রফুল্লতা ও হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করে। সে কখনও কোন কাজে বিরক্তি বোধ করে না। সংসারের যাবতীয় উপভোগ্য বস্তুই সে ভোগ করতে পারে। সে দীর্ঘজীবি হয়ে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অনাবিল মানসিক আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সদা প্রফুল্ল সে লোকটি কারো মনে অকারণে কষ্ট দেয় না। অসুস্থ ব্যক্তি অকারণে অন্যকে নিজের সাহায্যে জড়িয়ে ফেলে, কষ্ট দেয়, পরোপকার ও পরহিতে মানবতার সেবায় আত্ম-নিয়োগ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বাস্থ্যবান লোক মনের সুখে কাজ করতে পারে, খেটে যেতে পারে, কোন কিছুতে অসুবিধা হয় না। সে তার হালাল উপায়ে অর্জিত রুজি নিজেও খেতে পারে, অপরকেও তার ভাগ দিয়ে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অসুস্থ ব্যক্তি নিজেও কাজ করতে পারে না, অপরের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে, কাউকে পরিচর্যায় নিযুক্ত করে, কারো সময় ও শক্তি ব্যয় করায়। অসুস্থ ব্যক্তি কোন দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতও সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ সুস্থ শরীরই শ্রেষ্ঠ বস্তু, তা দিয়েই ধর্ম সাধনা করা যায়। সুস্থ দেহে সুস্থ মন না থাকলে কিছুতেই মানব ধর্ম যথাযথ পালন সম্ভবপর হয় না। শরীর সুস্থ রাখা তাই ধর্মের অংগ।

www.pathagar.com

দুনিয়ার যাবতীয় ধন সম্পদও স্বাস্থ্যের সমান নয়। সে জন্যই তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হেনরী ফোর্ড বলেছিলেন ঃ আমাকে যে আধা-বাসন গোশ্ত হজম করাতে পারবে তাকে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারি। আর এক ধনকুবের বলেছিল ঃ ঘুম কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ?

এতেই বুঝা যায় স্বাস্থ্যের মূল্য কত, আর স্বাস্থ্যহীনতার দোষ কত-খানি। শরীর সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মিত সময়ে আহার নিদ্রা, পরিমিত ব্যায়াম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এসব স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান নিয়ম। প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগ, দেহ ও বাসস্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ থাকতে হলে পরি-স্কার পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ প্রয়োজন তা গ্রহণ এবং সবকিছুতে পরিচ্ছন্নতা প্রতিপালন স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম উপায়। বাসগৃহের চতুষ্পার্শ্ব পরিচ্ছন্ন রাখা স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল। নিয়ম নিষ্ঠা শৃঙ্খলা মেনে চলা শরীর রক্ষার অন্যতম উপায়। অনিয়ম ও দুশ্চিন্তায় অনিদ্রা অজীর্ণ রক্তচাপ ইত্যাদি নানা রোগ দেখা দেয়। তাই নিয়ম মেনে চলা, সুস্থ চিন্তা করা ও দুশ্চিন্তা দূর করা সুস্থ দেহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিচ্ছন্ন জীবন বোধে উজ্জীবিত হলে, মার্জিত জীবন যাত্রার অনুশীলন করলে শরীর অসুস্থ হতে পারে না।

পরিস্কার পরিপাটি তকতকে ঝকঝকে অবস্থাকে বলা যায় পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতার সংগে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। পরিচ্ছন্ন না থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে না। আর মন প্রফুল্ল ও দেহ সুস্থ না থাকলে কোন কাজেই ভাল লাগে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তি সমাজের কোন কাজই করতে পারে না। অপরিচ্ছন্নতায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, দেহ রোগের আধার হয়, নানাবিধ রোগ দেহের ভিতর বাহির অকর্মণ্য করে তোলে, সর্বপরি মানসিক অবনতি ঘটে, নিরানন্দ জীবন যাপনে বাধ্য করে। এমন লোককে সবাই ঘৃণা করে।

ইসলাম এ ধরনের জীবন যাপনে উৎসাহ দেয় না। আল্লাহ নিজে

www.pathagar.com

সুন্দর। তার বান্দাও সুন্দর হবে এ-ই তাঁর অভিপ্রায়। অসুন্দরের পরিচর্যা শয়তানীর নামান্তর ; অসুন্দরই অপরিচ্ছন্ন। তাই অপরিচ্ছন্নতা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পরিচ্ছন্নতা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে। এ বাণী সব ধর্ম সব মহামনীষী নানাভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষের জীবনকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন। আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে ফরমিয়েছেন : কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা যে ভিতর বাহির পবিত্র করে, সেই কৃতকার্য, সে-ই মুক্তি পায়। আল্লাহ্‌ আরো বলেন : ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুল মুতাতাহ্‌হেরিন, যারা পবিত্র, আল্লাহ্‌ তাদের ভালবাসেন। ইহপরকালে কামিয়াব হতে চাইলে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, অপরিচ্ছন্নতার গ্লানি সম্বন্ধে নানা ভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এ বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি সৌন্দর্যের আধার। তার সৌন্দর্য থেকেই আমাদের সৌন্দর্য। আপনার সৌন্দর্য চর্চা পরিচ্ছন্নতা নিজের জন্য এবং আপনার ভাইএর জন্যও। এ ই ইসলামী জীবন। অপরিচ্ছন্ন নোংরা জীবন ইসলামী জীবন নয়, অমনুষ্যধর্মী জীবন।

মানব ধর্ম তথা ইসলাম থেকে বিচ্যুত যে জীবন তা অস্বাভাবিক জীবন, মানব স্বাস্থ্য বিরোধী জীবন। এমন জীবন কারো কাম্য নয়। ইসলাম প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আলোচনা করে নির্দেশ দিয়েছে, জীবনধারা সম্বন্ধে বিধান দিয়েছে। সাধারণ নখ চুল কাটা থেকে আরম্ভ করে পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত সব কিছুতেই একটা ভব্যতার ছাপ ফুটে উঠবে। মানুষ স্বভাবতঃ সুন্দর, তাই তার অসুন্দর থাকার অভব্য হওয়ার অধিকার নেই। যে এ অধিকারের অপব্যবহার করে বা সীমা অতিক্রম করে, সে সভ্য জীবন তথা ইসলামী জীবন থেকে বঞ্চিত।

পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য সম্বন্ধে কুরআন বলে : খুজুযিনাতা কুম ইন্‌দা কুল্লে মাসজিদেন, প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা পরিচ্ছন্ন সুশোভন পোষাক পর। নামাযের আগে গোসল অথবা ওজু করে বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন করে নাও। বাহ্যিক পবিত্রতাই তো অন্তরের পবিত্রতার পূর্বস্তর। অপরিচ্ছন্ন থাকলে, অন্যের অসুবিধা হতে পারে। তাই জুমা-ঈদ এসব জামআতে নামাযে সুগন্ধি সুরভি ব্যবহারেরও নির্দেশ রয়েছে। হযরত বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে

www.pathagar.com

না করতাম তা হলে প্রত্যেক বার ওজুর সময় তাদের মিসওয়াক করতে আদেশ দিতাম। তিনি আরও বলেছেন ঃ আত্‌তাহরু শাতরুল ঈমান, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ঃ ওয়া ছিয়াবাকা ফাতাহ্‌হের, তোমাদের নিজের কাপড় পরিষ্কার কর। রসূল (সঃ) পোষাক পরিচ্ছদ কাপড় চোপড় সব কিছু পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলেছেন। একবার এক ব্যক্তির আলুথালু চুল দেখে তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যক্তি কি চুল দুরস্ত করার কিছু পেল না ? আর একবার এক ব্যক্তির অপরিষ্কার কাপড় দেখে বলেছিলেন ঃ লোকটি কি কাপড় পরিষ্কার করার কোন বস্তু পেল না ? আল্লাহ্‌ কুরআনে এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করেছে সেই কামিয়াব হয়েছে। মোট কথা, স্বাস্থ্য চরিত্র রক্ষার অন্যতম উপায়, স্বাস্থ্যের সংগে পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এ দুয়ে মিলে মানুষের জীবন পবিত্র করে তোলে, আর তখনই মুসলিম সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

মানুষ সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সব সৌন্দর্যের মধ্য থেকে তিল তিল করে আহরণ করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজিদে বলেছেন ঃ ওয়া লাকাদ খালাক্‌নাল ইনসানা ফি আহ্‌সানি তাকবীম, আমরা মানুষকে শ্রেষ্ঠ আকৃতিতে অর্থাৎ সর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত করে সৃষ্টি করেছি। অতএব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সে মানুষ অসুন্দরকে ভাল বাসতে পারে না। আল্লাহ্‌ নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধিরও সৌন্দর্য পছন্দনীয় হবে— এ ইতো নিয়ম। সুন্দরের উপাসনা সৌন্দর্যের তৃষ্ণা তাই মানুষের একটি স্বাভাবিক ও চিরন্তন প্রবৃত্তি। আল্লাহ্‌র ও সৌন্দর্যের রাজ্যে কোথাও কেউ অসুন্দরের পরিচর্যা করলে সে হয়ে পড়ে মিথ্যাশ্রয়ী, সে নেমে পড়ে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে অনেক নীচে।

মানুষের ভিতর বাহির সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে, এ বাণী দুনিয়ার সকল ধর্মশাস্ত্র, সকল মহাপুরুষ সকল জাতি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে-

www.pathagar.com

ছেন। বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনা করে সে যেন পরিচ্ছন্নতার পরিচর্যা করে।

যে ভিতর বাহিরকে পবিত্র করে সে-ই কৃতকার্য, সে-ই মুক্তি পায়। আল্লাহ্‌ বলেছেন : ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুতা তাহ্‌হেরিন, যারা পবিত্র থাকে আল্লাহ্‌ তাদেরই ভালবাসেন। এতেই বুঝা যায় পবিত্রতা পরকাল ও ইহকাল দুকালেরই সাফল্য বা মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। যারা এ ব্যাপারে অবহেলা করে তাদের সম্বন্ধে নানাভাবে তাম্বী করা হয়েছে, তাদের গ্লানি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

এ বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি সৌন্দর্যের আধার। তাঁর সৌন্দর্য থেকেই আমাদের সৌন্দর্য। তাই বলা হয়েছে : তাখাল্লাকু বি-আখলাকিল্লাহ্‌, তোমরা তোমাদের চরিত্র গঠন কর আল্লাহ্‌র চরিত্রের মত করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণে নিজেকে বিভূষিত কর। তবেইতো তোমরা প্রকৃত মুমিন। প্রকৃত মানবতার এ-ইতো মাপকাঠি।

আপনি আপনার জীবনকে সুন্দর করে তুলবেন, অপরকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবেন, উৎসাহ দিবেন যা ভাল তা নিজের জন্য এবং নিজের ভাই এর জন্য, মানে অপরের জন্য ভাল মনে করবেন, দুনিয়া তখনই হয়ে উঠবে সুন্দরের রাজ্য, অসুন্দর দূর হয়ে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে আনন্দের সংসার। অসত্য দূরীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যের। আর সত্যই তো সুন্দর, truth is beauty সত্যই তো শাশ্বত। উপনিশদ বলেছে, আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই জীবন, আর আনন্দেই মৃত্যু। ইসলাম একথা বলেছে : মানুষ তোমার লয় নাই, তুমি অমর, তুমি অক্ষয়, তুমি সত্য—তুমি শাশ্বত, আর তোমার এ মনুষ্যত্ব বিকাশ করবে তারই পুরস্কার পাবে তুমি এ পার্থিব জীবনের পরে ; কাজেই কথায়, কাজে, ভাবে, চিন্তায় বহির্বিশ্বে আর অন্তর জগতে কোথাও তোমার অসুন্দরের স্থান নেই।

ইসলাম তাই জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করে এ জীবনধারা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণ নখকাটা, চুলকাটা থেকে আরম্ভ করে পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত সর্বত্র একটি সভ্যতার ছাপ

www.pathagar.com

ফুটে উঠবে। যে জীবনে তা হয় না—সে ইসলামী জীবন নয়। মানুষ স্বভাবত সুন্দর, তাই তার অসুন্দর থাকার, অসভ্য হওয়ার অধিকার নেই। যে এই অধিকারের অপব্যবহার করে বা সীমা অতিক্রম করে, সে সভ্য জীবন তথা ইসলামী জীবন থেকে বিচ্যুত হয়। এমন জীবন ইসলামে কাম্য নয়। আল্লাহ্ পরিচ্ছন্ন সুন্দরকে ভালবাসেন। Cleanliness is next to godliness এ কথারই প্রতিধ্বনি। ইবাদতের মূল ধারণার নীতিগত ভিত্তিই হলো পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য। যে কোন মানবীয় কর্মে ও চিন্তায় সুন্দর ও সৌন্দর্য চেতনাই 'নূর' এর ধারণায় প্রোজ্জ্বল। জীবনের অভিব্যক্তির ধারণাও এ সৌন্দর্য অনুভূতির অনুগ। আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের নূর বা আলো : আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি। রসূলে করীম (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন : তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্, আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও। সে গুণ আর কিছুই নয়, সৌন্দর্য গুণ। যা কিছু করলে অসুন্দর সুন্দর হয়, সুন্দর হয় সুন্দরতর, সে সব ক্রিয়া কর্মের আনুষ্ঠানিক আচার তথা ইবাদতের অনুশীলনী বিধৃত! মানুষ সুন্দরের অভিসারী। সে নিজে সুন্দর, পরম সুন্দরের দিকে তার অবিরাম যাত্রা। এ যাত্রাই রাব্বানিয়াতের ধারণায় মুক্ত : মানুষের সৌন্দর্য স্পৃহাই মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত করে। আর তারই প্রভাবে তার জীবন হয় সৌন্দর্য মণ্ডিত, সর্বগুণে গুণান্বিত। তখনই ফেরেশতাও তাকে সিজদা করতে বাধ্য হয়। ফেরেশতাও তার খিদমতে এগিয়ে আসে। হালাল পবিত্র সুতরাং সুন্দর; হারাম অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন তাই অসুন্দর। অসুন্দরের লেশ মাত্র থাকলেও সে দেহ বেহেশতে যাবে না। রসূল (সঃ) বলেছেন : তোমার দশ দিরহামের বস্ত্রের এক দিরহামও যদি হারাম অর্জনে কিনে থাকো তাহলে ইবাদত কবুল হবে না। পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন হতে হবে, তাতে বিন্দুমাত্র ময়লাও থাকবে না। অনুপরিমাণ অহঙ্কার হৃদয়ে থাকলেও সে হৃদয়ে আল্লাহ্র স্থান নেই, তা জাহান্নামের অধিবাসী। কাজেই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হৃদয় মন ও দেহ নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করলেই তা কবুল হবে, অন্যথায় নয়।

এতে বুঝা যায় আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূল পবিত্রতা ও পরিষ্কার

www.pathagar.com

পরিচ্ছন্নতা কতখানি ভালবাসেন। হযরত রসূলে করীম (সঃ) সৌন্দর্য এত ভালবাসতেন যে, তিনি মনে করতেন পবিত্রতার সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্কে রয়েছে। তিনি সৌন্দর্য আর সৌন্দর্যের প্রতীক ফুলকে ভাল বাসতেন। তাই তিনি বলেছেন,

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে তারি অর্ধেক ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

আমাদের এ সংসারের জীবনের সংগে পরিচ্ছন্নতা আর সৌন্দর্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। পরম সুন্দরের কাছে যেতে হলে চাই নিজেকে সুন্দর করা। অপরিচ্ছন্নতা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন সুতরাং মানুষও অপছন্দ করবে। পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা সৌন্দর্যবোধ ধর্মের অঙ্গ। মানুষ এর পোষকতা করবে এ-ইতো কাম্য।

www.pathagar.com

আত্ম প্রদর্শনী

আত্ম প্রদর্শনীর ইচ্ছা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি। মানুষ যে কোন ভাল কাজ করুক, দান খয়রাত বা যে কোন ইবাদত করুক, তা লোকে দেখুক এবং তাকে লোকে সেজন্য প্রশংসা করুক—এ ধরনের ইচ্ছা থেকেই মানুষের আত্মপ্রদর্শনীর ইচ্ছা জাগ্রত হয়। মানুষের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করা এবং তার কোন রকমের প্রদর্শনী না হোক এ ধারনা পোষণ করা দৃঢ় সংকল্প লোকের কাজ। এ ধরনের দৃঢ় সংকল্প লোকের অভাব খুবই প্রকট। তাই ইসলামী জীবনবিধানে এ প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের আত্ম প্রদর্শনীতে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার বীজ নিহিত থাকে। আত্মম্ভরিতা ও অহমিকা মানুষকে মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে অমানুষের পর্যায়ে নিয়ে ফেলে। অহংকারই পতনের মূল। অহংকার একবার অন্তরে প্রবেশ লাভ করলে তার থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। আদম মাটির তৈরী আর ইবলিশ আগুনের তৈরী, এ অহংকার বোধইতো তাকে স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল। তারই জন্য তাকে লানত সহ্য করতে হয়েছে। তাই সব কাজে এবং চিন্তায় অহংকারের ভাবটি অবশ্য পরিত্যাজ্য।

আল্লাহ্‌তালা কুরআন মজিদে ফরমিয়েছেন ঃ ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মুতাকাবেরিন, আল্লাহ্‌তালা অহংকারীকে ভালবাসেন না। তিনি আরও এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ ফাবি'সা মাসওয়াল মুতাকাবেরিন, কত মন্দ অহংকারীদের বাসস্থান। হযরত রসূলে করীম (সঃ) ও বলেছেন ঃ যার হৃদয়ে সামান্য সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না।

এ ধরনের প্রদর্শনীকে শরীয়তের ভাষায় রিয়া বলা হয়। রিয়া মানব মনের ক্ষুদ্র এক কোণে লুকিয়ে থাকে এবং উই পোকার মত মানব মনের সদ্‌গুন রাশি ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলে। ধার্মিকদের মনে ধর্ম

www.pathagar.com

প্রবণতার এই রিয়া থাকলে সব ধর্ম কর্ম, সব সদিচ্ছা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই তাদের রিয়া সম্বন্ধে বেশী সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। রিয়া শেরেকীর অন্তর্গত। আল্লাহ্‌র ইবাদতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য থাকলে আল্লাহ্‌র সংগে অংশীদার স্থাপন করার শামিল। এ গুপ্ত ব্যাধি দূর করা অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ।

মানুষের চালচলনে, কথা বার্তায় কাজে কর্মে ভাব ভঙ্গিতে চিন্তায় ভাবনায় সর্বত্র নানাভাবে এ রিয়া বা প্রদর্শনী প্রকাশ পেতে পারে। রিয়ার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌তালা সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন: ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিনাল্লাজিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন, ওয়াল্লাজিনা হুম ইউরাউনা ওয়া য়ামনা উনাল মাউন। সে সব নামাযীর জন্য সর্বনাশ যারা নামায সম্পাদন সম্বন্ধে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করে এবং যারা গার্হস্থ্য কর্মের দ্রব্যাদি অপরকে দিতে মানা করে। যে লোকদেখানোর জন্য ইবাদত করে সে শির্‌কের গুনাহে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্‌ শির্‌কের গুনাহ সহজে ক্ষমা করেন না। হযরত রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন: তোমাদের জন্য আমি যা ভয় করি তা হলো ক্ষুদ্র শিরক। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসুল, ক্ষুদ্র শির্‌ক কি? তিনি বললেন: রিয়া বা আত্ম প্রদর্শনী। প্রত্যেক কাজেরই ভাল মন্দ, দোষ গুণ, দুই-ই আছে। তেমনি প্রদর্শনীরও দোষ গুণ দুই-ই রয়েছে। লোক দেখানোর জন্য বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য যেমন কোন ইবাদত বা মানব সেবা করা অত্যন্ত গর্হিত গোনাহ্‌র কাজ, তেমনি সময় সময় প্রকাশ্যে ইবাদত ও দান খয়রাত করলে অন্য সবাই অনুরূপ কাজে প্রেরণা পায়। এরূপ সৎকাজে প্রেরণা দানও মুমিনের অনন্যাম কর্তব্য। সেজন্যই বলা হয়েছে যে, ইন্নামাল আমানু বিন্নিয়াত, কাজ সংকল্প অনুযায়ী হয়ে থাকে। অন্তরের ইচ্ছাই প্রকৃত কর্ম সম্পাদনের মূল। সে ইচ্ছা যদি সৎ কাজে ও সৎ উদ্দেশ্যে ব্যাপ্ত হয় তখন তা রিয়া বলে গৃহিত হয় না। তাই সব কাজে ও সব চিন্তায় আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। কুরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে: ইন্না সালাতি ওনুসুকি ওমাহইয়ায়াও মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন,

www.pathagar.com

আমার সালাত উপাসনা, নামায দোয়া, আমার সাধনা আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আর খালক বা সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তা ই। আল্লাহ্‌ আশা করেন তাঁর বান্দা তাঁর মনোমত, তাঁর নির্দেশ মত চলে তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দর সুষ্ঠু করে গড়ে তোলায় সাহায্য করবে। কোথাও সৃষ্ট বিধান লংঘন করে সৃষ্টির মধ্যে অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করবে না। তবেই তো বিশ্বে মঙ্গল নেমে আসবে, এবং তা সৃষ্টির মধ্যে প্রবহমান থাকবে। সহজ সুন্দর গতি-প্রবণতা থেকেই তো সমাজ তথা মনুষ্য সম্প্রদায়ের মঙ্গল বা প্রগতির উদ্ভব। এ সাধারণ সত্যটি মনে রাখলে কেউ অহমিকায় মত্ত হয়ে আত্ম প্রদর্শনীর পশরা খুলতে পারে না। আত্ম প্রদর্শনীর কথা তখনই মনে আসে যখন স্রষ্টার সংগে সৃষ্টির সম্পর্ক ভুলে গিয়ে মানুষ আত্ম চিন্তায়, আত্ম বিলাসে, তথা আত্ম গরিমায় মেতে ওঠে কিন্তু আত্ম বিশ্লষণ করলেই মানুষের এ ভুল ভেঙ্গে যেতে সময় লাগে না। যখনই মানুষ নিজেকে ভুলে গিয়ে তার স্রষ্টার উপর খোদকারী করার চেষ্টা করেছে তখনই তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সৃষ্টি-কর্তা রসুল পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ হে মানুষ তোমরা কি তোমাদের সৃষ্টির আদি উপাদানের কথা ভুলে গিয়েছো? জানো না কি যে তোমরা এক বিন্দু পানি থেকে তৈরী হয়েছো? পানি থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস পিণ্ড তা থেকে হাড় এবং মাংস তারপর তোমার এ সুন্দর দেহটি গঠিত হয়েছে। এই যে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর ও পদ্ধতি এতেই কি তোমার জন্য শিক্ষা নেই? এর পরেও কি তুমি তোমাকে চিনবে না? জানবেনা তোমার প্রতিপালক স্রষ্টাকে? সকল অহংকার চূর্ণ করে দেবেনা তারই উদ্দেশ্যে যিনি তোমার সৃষ্টি, পালন ও রক্ষাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন? যিনি তোমার শৈশবে অসহায় অবস্থায় মাতৃ স্নেহ ও পিতৃ স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন, যিনি তোমার জন্মের পূর্বেই তোমার জন্য মাতৃস্তন্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন? তাঁর নির্দেশ পালন কর, তিনিই মাবুদ। পৃথিবীতে ও আকাশে এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে যা তুমি দেখছো, এবং যা তুমি দেখতে পাচ্ছনা, সব আল্লাহ্‌ই তৈরী করেছেন, এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। এই যে স্বীয় কক্ষ-পথে পৃথিবী ঘুরছে, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে; এর কি কোন বিধাতা নেই? যার বিধানের অমোঘ নিয়মে শীত গ্রীষ্ম ঋতুবির্বতন ও মানব

www.pathagar.com

অমানব জন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে। তাঁরই হাতে কর্তৃত্ব যিনি নিজের অভাবমুক্ত যাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, অথচ সবার অভাব মিটানো সবার পালন এবং রক্ষাবেক্ষন তাঁরই কর্তৃত্বে।

তাঁর উপর তো কেউ থাকতে পারে না। তাই লোকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ সদর্পে চলোনা, কেননা, তুমি পাহাড়ের চাইতে উঁচু হতে পারবেনা, কিংবা এ সৃষ্টিকেও ধ্বংস করতে পারবেনা। আত্ম প্রদর্শন আত্ম প্রচারের মাধ্যম আর আত্ম সংযম আত্ম চৈতনোর ফসল। আত্ম সম্মান ও আত্ম মর্যাদা আত্ম সমীক্ষায় বিকশিত, অতএব গ্রহণীয়। আত্ম প্রচারণা আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের ফল, অতএব পরিত্যাজ্য।

যে ইচ্ছাপূর্বক কাউকে ঠকায়, সে তার আল্লাহ্‌কেও ঠকাতে পারে। আত্মপ্রদর্শনীতে আত্ম প্রবঞ্চনা আছে, আর আত্ম প্রবঞ্চনা বিশ্বপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। যারা মুর্খ তারাই পরকে তথা নিজেকে ঠকাতে পারে। নানা সামাজিক উৎসবে আমাদের আত্মপ্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা চলে। ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে, খৎনা উপলক্ষে, জন্ম দিবসে আমাদের জাঁকজমক বাজী পোড়ান বাদ্যাদি—সবকিছুই অপব্যয়ের নামান্তর। আর এসব আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী কর্ম। লোক দেখানোর জন্য এসব করার পরিণতি ভয়াবহ। এমন পরিবার দেখেছি ঃ নাতিনের বিবাহ উপলক্ষে মাত্র হাযার বিশেক টাকা ব্যয় করেছেন। পরে তার জীবনেই মৃত্যুর আগে ফিৎরার পয়সায় দিন যাপন করে গেছেন। এ ভয়াবহ পরিণতি পণ প্রথায়ও নিহিত। কথায় কাজে ও চিন্তায় এমন কোন বিষয়ের প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়, যাতে লোকে তোমাকে 'চোর', 'ঘুষখোর' বা 'কালোবাজারী' মনে করে। যারা তোমার বাড়ীতে নব রসে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করে ধন্য ধন্য করে গেল তারাই তোমাকে সে সব বিশেষণে বিশেষিত করবে, কেবল তোমার অমিত ব্যয়ের বহর দেখে। আর উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপারেও সেরূপ। তোমার নামটি বড় করে উচ্চারিত হোক, এ তুমি চাও। তোমার সম্মান রক্ষার্থে সাধ্যের অতীত ব্যয় করে বন্ধুর মন

www.pathagar.com

রক্ষা করে বস্তুতঃ তুমি আত্মপ্রদর্শনের মোহে পড়েছো। আকাংক্ষা লোভ ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ কর। আত্মপ্রদর্শনীর মোহ থেকে রেহাই পাবে। এসব পাপাচার পরিহারে সমর্থ হলেই মুত্তাকী হতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রতারণা

পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাকে বিবেক ও বিচার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যেন সে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, সুন্দর অসুন্দরের পার্থক্য করতে পারে এবং জ্ঞান প্রয়োগের দ্বারা সে পার্থক্য রক্ষা করে যথাবিহিত আত্মপর সবার কল্যাণ সাধন করতে পারে। এ জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহ্‌র বিশেষণের পরিচর্যা করে আত্ম শুদ্ধি করো। তাখাল্লাকূবি বি আখলাকিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌র গুণে নিজেকে বিভূষিত করো। এতে বুঝা যায়, মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলো গুণের সমন্বয় সাধন সম্ভব যার পরিশীলন করে সাধনার বলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়, সত্যিকার আশরাফুল মাখলুকাত বলে পরিচিত হওয়া যায়। কিন্তু মানুষকে একই সংগে এমন কতকগুলো উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তাকে ইতর প্রাণীর পর্যায়ে একই সমতলে স্থান করে দেয়। আহার নিদ্রা মৈথুন, এসব জৈবিক ধর্মের দিক থেকে মানুষের ও অন্যান্য জীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এসব প্রয়োজন মিটে গেলে মানুষ চিন্তা করে, ভাবে। সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করে তার সঙ্গে তার পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। আর ধাপে ধাপে সে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সংসার প্রতিপালনের জন্যে, জীবধর্ম রক্ষা করার জন্যে তাকে আবার নানা ভাবে রুজির সন্ধান করতে হয়। তার নিজের জন্যে, পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি, বাপ মা, নির্ভরশীল নিঃস্ব আত্মীয় স্বজন, দুঃখী দরিদ্র, প্রতিবেশী, অভাব গ্রস্ত নিরুপায় অসহায় সম্বলহীনদের মানুষ হিসেবে সমাজের সদস্য করে গড়ে তোলার জন্যে এবং যোগ্য ও সুস্থ নাগরিক হিসেবে বাঁচিয়ে রেখে সৎকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্যে জীবিকার অন্বেষণ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। জীবিকার চেষ্টা না করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলতে হালাল রুজীর জন্যে চেষ্টা করতেই হবে। হযরত বলেন ঃ হালাল রুজীর চেষ্টা কর।

www.pathagar.com

সালাত, সিয়াম, জিহাদ ইত্যাদি ফরযের পরই এ ফরজ মানুষের উপর বর্তেছে। কুরআন দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষণা করেছে : ফাইযা কুদিয়াতিস্ সালাতু ফানতাশিরু ফীল আরদে ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ্, সালাত সমাপ্তির পর দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র ফজিলতের অনুসন্ধান কর। আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন : কুলু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহু হালালান তায়েবান, আল্লাহ্ তোমাদের যে হালাল পবিত্র রুজী দিয়েছেন তা থেকে খাও। আর হালাল রুজীর যত রকম উপায় রয়েছে তার মধ্যে ব্যবসায় প্রধান। ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহিত করার জন্য হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন : তোমরা তেজারত কর, এর মধ্যে তোমাদের রেযেকের দশ ভাগের নয় ভাগ রয়েছে। সৎ ব্যবসায়ীরা হাশরের দিন নবী, অলী ও শহীদদের সংগে থাকবেন।

ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নীতি ও বিধান রয়েছে। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছে যে, জীবনে যা কিছু করবে তার মধ্যে ফাঁকি ও প্রতারণার স্থান নাই। প্রতারণা ইসলামে মানবতা বিরোধী অতি গর্হিত কাজ। কোন মুসলিম সত্যের সংগে মিথ্যার মিশ্রন সহ্য করতে পারে না। কুরআন বলেছে : ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু লা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতেলে ওয়া তাকতুমুল হাক্কা ওয়া আনতুম তায়লামুন, হে মুমিনগণ, সত্যের সংগে অসত্যের মিশ্রন ঘটিও না এবং তোমরা জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।

ব্যবসায় বাণিজ্যে সততা রক্ষা করা ফরজ। ওজনে কম দেওয়া বা বেশী নেওয়া, মন্দ জিনিষ ভাল বলে চালিয়ে দেওয়া, ভালর সংগে মন্দের মিশ্রন ঘটিয়ে ধোকা দেওয়া, এসব প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। ইসলামে এসব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

কোন দামী বস্তুর সংগে কম দামের সে বস্তু বা অন্য কোন বস্তু মিশিয়ে খাঁটি জিনিষের দামে বিক্রী করা প্রতারকের কাজ। প্রতারকের প্রতি হযরত রসূলে করীম (সঃ) সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছেন : যে ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দল ভুক্ত নয়। প্রতারণা জাত জীবিকা হারাম। আর যে দেহ হারাম রুজি দ্বারা পরিপুষ্ট তার স্থান বেহেশতে নাই।

www.pathagar.com

প্রতারণা তো মিথ্যারই শামিল। কুরআন বলে: লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবিন, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। মিথ্যা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে লোপ করে দেয়, চরিত্রকে করে দেয় হীন।

ব্যবসায়ের দ্রব্যে ভেজাল মেশানো গর্হিত কাজ। এরূপ প্রতারণা কবিরা গুণাহ। প্রতারক নিজেও ঠকে অপরকেও ঠকায়। দুনিয়া ও আখেরাতে সে কৃতকার্য হতে পারে না। লোকে তাকে বিশ্বাস করে না, কাজেই দুনিয়াতেই তার লোকসান আরম্ভ হয়। সমাজে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়। আর পরকালেও তার জন্য থাকে অশান্তি। কুরআন তাই ভেজাল মিশ্রনকারী প্রতারকদের বলেছে: তারা তাদের নিজের বিরুদ্ধেই প্রতারণা করে। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকার, প্রতারণা ও ঋণ মুক্ত হয়ে মারা যায় তার বেহেশত নসীব হবে। তিনি আরো ফরমিয়েছেন, যে বিশ্বাসীর বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার অনিষ্ট করে, অথবা তাকে প্রতারিত করে সে হতভাগ্য। তার মানে জান্নাত তার অদৃষ্টে নাই।

খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল মিশিয়ে এর গুণ নিম্ন মানের করে দিয়ে যে ব্যক্তি মুনাফা করতে চায় সে স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য বিক্রী করে, আর ব্যক্তি ও জাতি সমষ্টিগত ভাবে এর ফল ভোগ করে। কাজেই এরূপ মিশ্রন মানবতা বিরোধী। অসাধু নীতির আশ্রয় করে মানুষ কোন দিন মানবতার সেবা করতে পারে না। অথচ মানুষের জীবনের সার্থকতাই হলো মানবতার সেবায়। খেদমতে খাল্‌ক ছাড়া কোন কর্মই মানুষকে আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াতে বিশ্বাসী করতে পারে না। ঈমান ও আমলে সালে, এ দুয়ের প্রতিষ্ঠা মানেই প্রকৃত মানবতার প্রতিষ্ঠা। আর প্রকৃত মানবতায় কোন দিন ভেজাল বা প্রতারণার স্থান নাই। প্রতারণা ঈমানের লোকসানী পৌঁছায়, আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অবৈধ রুজী মনকে করে কলুষিত দেহকে করে ঘৃণ্য। অসাধুতা, অন্যায়, অসদুপায় অবলম্বন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ্‌ আমাদের ভেজাল ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক

www.pathagar.com

দিবেন যদি আমরা মনে প্রাণে প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা কি মনে প্রাণে কখনো তার চেষ্টা করেছি? আমরা বরং বিশেষ কায়দায় ঠকানোকে একটা এফিসিয়েন্সি বা ক্রেডিট মনে করি। যে তা পারলো না তাকে আমরা হামবাগ মনে করতে ও হেয় প্রতিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ করি না

ইসলামে প্রতারণা কাকে বলে এবং তার গ্রহনীয়তা বা বর্জনীয়তার সীমা কতখানি তা বুঝা যাবে নিম্নের ঘটনা থেকে। ইমাম বুখারীর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত। তিনি একবার একটি হাদীসের সংবাদ পেয়ে বহু পরিশ্রম করে সুদূর মিশরে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে যার কাছে হাদীসটি রয়েছে তার বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীতে পা দিতেই দেখতে পেলেন যে, সে লোকটি ঘোড়াকে একটি ঝুড়ি দিয়ে খাবার দেওয়ার মতো ভান করছে. অথচ তাতে ঘোড়ার কোন খাবার ছিল না। লোকটি ঘোড়াকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে তার কাছে ডাকার কারণে ইমাম বুখারী তার কাছ থেকে হাদীসটি গ্রহণ করলেন না। কারণ, তার তাকওয়া সন্দেহ-জনক। মিথ্যা প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা পরিত্যাগ না করতে পারলে চরিত্র সংশোধিত হয় না। আর যে চরিত্রে এরূপ প্রতারণার স্থান রয়েছে, সে চরিত্র কখনও আদর্শ চরিত্র নয়। অথচ একজন মুসলিমের চরিত্র হবে নিষ্কলুষ পরিচ্ছন্ন পবিত্র। তাতে কোন ভেজাল থাকবে না। মিথ্যা প্রতারণা মনুষ্য চরিত্রের ঘৃণ্য কলঙ্ক। প্রতারণায় আপাতঃ মধুর প্রলোভন আছে। কিন্তু এর পরিণতি অত্যন্ত মন্দ। মানুষ বা কোন প্রাণীকে ঠকানো মানেই নিজেকে ঠকানো। এ আত্ম প্রবঞ্চনা। মানুষ পরকে যত ঠকায়, নিজেকে ঠকায় তার চেইতেও বেশী। এ কথাও সে বুঝে না যে, বেওকুফ ছাড়া কেউ দুবার ঠকে না। আবার কোথাও দেখা যায়, ঠগকেই ঠকানো হয়। এতে আনন্দও বেশী। এরূপ নিরীহ লোককে ঠকানোতে এবং ঠগকে ঠকানোতে এক ধরণের পৈশাচিক আনন্দ থাকতে পারে কিন্তু তা মুসলিমের জীবন যাপন পদ্ধতির বাইরে। মুত্তাকী চরিত্রে ঠকানোর নাম মাত্রও থাকবে না।

www.pathagar.com

শিক্ষা

মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। জন্মের পরে তার আত্মীয় স্বজন বাপ মা পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। মানুষ তার মনুষ্য-বৃত্তিগুলোর বিকাশ ও প্রয়োগোপযোগিতা সাধনের জন্যে বাইরের এ শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করে। জীব জগতের অন্যান্য শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়; কিন্তু মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে তাকে মানুষে ও পশুতে পার্থক্য করতে হয়। আর সে জ্ঞান লাভ হয় তার শিক্ষার মাধ্যমে। তাই হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ তার শিশুকে সমাজের বাসোপযোগী সদস্য হিসেবে তৈয়ার করার চেষ্টায় নানা পদ্ধতি বের করেছে। যুগে যুগে সমাজ দেহের দুষ্ট ক্ষত দূরীকরণের জন্য ও সমাজে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা আত্মত্যাগ করেও মানুষকে পথ দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন। বলে গেছেনঃ তোমরা মানুষ, পশু নও। অন্যান্য জীবের মতো আহার নিদ্রা মৈথুন ইত্যাদি জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়েই তোমাদের সব কাজ, সব সাধনা শেষ হয়ে যায় না। তোমাদের চেষ্টা নিয়োজিত হবে দশের কল্যাণে। তোমাদের সাধনা হবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ, আশরাফুল মাখলুকাত যাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করে ইহ ও পরকালে তার স্রষ্টার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। আর তার কল্যাণ কামনা ও প্রচেষ্টা পরিব্যাপ্ত হবে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, ব্যক্তি থেকে সমাজে, সমাজ থেকে দেশে, দেশ থেকে জাতিতে, জাতি থেকে বিশ্বে। সে যে কেবল নিজের জন্যই বাঁচে না, পরের জন্যই তার জীবন—একথা বুঝবার ও বুঝাবার পরিশীলনীর নামই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন যাপন শিক্ষাঃ জীবন যাপন প্রণালীর পদ্ধতি শিক্ষা। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন আহার্য বিভিন্ন বাতাবরণ ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে তার জীবন যাপনোপযোগী রসদ সংগ্রহ করে বাঁচার ও বাঁচানোর যে পদ্ধতি তার সম্যক

www.pathagar.com

শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে ভালমন্দ, সুন্দর অসুন্দর, ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্যের মধ্যে তারতম্য বোধ এনে দেয়। এ বোধকে শানিত শক্ত সমর্থ করে এ বোধের ধারা পদ্ধতি অনুসরণই মানব জীবনের লক্ষ্য। অকল্যাণ থেকে কল্যাণে মনুষ্য জীবনের তথা বিশ্ব জীবনের পথ নির্দেশক যে শিক্ষা, তারই পরিশীলনী মানব জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। পরহিতে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গই শিক্ষার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য।

মানুষ বিবেক সম্পন্ন বুদ্ধিমান জীব। অতএব তাকে সমাজে বাস করতে হলে তার মন প্রাণ মস্তিষ্ক এ তিনেরই উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। এ তিনের উৎকর্ষের জন্য যে শিক্ষা সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আল্লাহ্ মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ ওয়ালা তা'তাদু ইন্নাল্লাহা লাইয়ুহিব্বুল মু'তাদিন, তোমরা সীমা অতিক্রম করো না, কেন না আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না। যে শিক্ষা মানুষের ফিৎরাৎ বা স্বভাবের পরিপোষক এবং নিজের ও অপরের কল্যাণকর তাই সবার জন্য ওয়াজিব। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আল ই'লমু ফরিদাতুন আলা কুল্লে মুসলেমিন ওয়া মুসলেমাতিন, প্রতিটি নর এবং নারীর জন্য এলম বা জ্ঞান অর্জন করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের শিক্ষায় জীবন যাপনের সব রকমের ব্যবস্থা থাকবে। কেবল মাত্র জীবিকা অর্জনের শিক্ষাই সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। কেননা মানুষের খাওয়া পরার পরই অন্তরের পিপাসা ও মনের ক্ষুধার কথা আসে। আর তা-ই তাকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করে। তাই রুজীর শিক্ষার সংগে সংগে মানুষের অধ্যাত্ম দিকটিকেও সমানেই উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। মনুষ্যত্ব বোধকে বিকশিত না করলে তার পশুত্বই প্রবল হবে এবং মনুষ্য জীবনের উদ্দিষ্ট ভূমিকা সে সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পারবে না। আবার কেবলমাত্র অধ্যাত্ম শিক্ষাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। যে শিক্ষা তাকে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ শিখাল অথচ তার জৈবিক দিকটিকে অস্বীকার করল, তাও প্রকৃত শিক্ষা নয়। সুতরাং যে শিক্ষায় এ দুয়ের সমন্বয় সাধন করে মানুষকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে এবং স্বার্থ ত্যাগে

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করে, মানবতার কল্যাণে আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, সে শিক্ষাই সবারই কাম্য। কল্যাণকর সুশিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। সেকান্দার জুল কারনাইন বলেছেন, To my father I woe my life but to Aristotle I woe how to live worthily.

যে আদর্শ শিক্ষা সত্যিকার মহৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে তা-ই প্রকৃত শিক্ষা। আর সে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই নিজ গ্রাম, নিজ দেশ ত্যাগ করে বহু দূর দেশে যেতেও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। এ শিক্ষার জন্যই এ জ্ঞান সাধনার জন্যই নির্দেশ রয়েছে ঃ উত্লুবুল ইলমা ওয়া লাও কানা বিস্সিন, সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও বিদ্যার্জন কর। সেকালে জ্ঞানবাহনের প্রাচুর্য ও সুযোগ সুবিধা এ কালের মতো ছিল না। আরব দেশ থেকে চীন বহুদূরে জেনেও ইসলাম এলম হাসেলের জন্য, বিদ্যা অর্জনের জন্য সে দেশে যেতে পরামর্শ দিয়েছে।

মূর্খ লোক পশুর সমান। সে কেবল নির্বোধ ও অজ্ঞানই নয়, সে সমাজের বুকে দুষ্ট ব্রণের মতো। নিজেও অধঃপাতে যায়, অপর সকলকেও অতলে নিমজ্জিত করে। তাই অজ্ঞতা মূর্খতা দূরীকরণের জন্য সব কালে সব দেশে সাধনা চলেছে। আজ আমরা যে বিজ্ঞানের উন্নতি লক্ষ্য করছি তা জ্ঞান সাধনারই এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মানব কল্যাণে জীবন নিয়োজিত হবে, নিজের জীবনকে সুখী সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে এবং সংগে সংগে অপরের কল্যাণও চিন্তা করবে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুন্দর করে তুলবে। আর এ করতে হলে চাই সুশিক্ষিত সুস্থ মস্তিষ্কের যোগ্য নাগরিক। সমাজে যোগ্য নাগরিক এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে বাস করতে হলে, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারস্থ হতেই হবে। শিক্ষাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, সাদায় কালোয়, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এক বিশ্ব মানবতার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে সাহায্য করবে। কর্মহীন শিক্ষা যেমন অবাস্তব, ধর্মহীন শিক্ষা তেমনিই অমার্জনীয়। কর্ম শিক্ষা মানুষকে বাঁচতে শিখায়। কিন্তু ধর্ম শিক্ষায় মানুষকে যোগ্য নাগরিক রূপে বাঁচতে ও চিন্তা করতে শিখায়। কাজেই উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে যে শিক্ষা সে আদর্শ শিক্ষাই সমাজের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে সমর্থ। মহান আল্লাহ্ মানুষকে বিবেক

www.pathagar.com

সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে পয়দা করেছেন। তাকে মানবিকতার সমস্ত গুণ ও পাশবিকতার সব গুণের সমন্বিত আধাররূপে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে ইচ্ছা করেছেন যেন মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রক্ষা করে এবং পশুত্বের দমন করে। মানুষের মধ্যে যে মানবতা দিয়েছেন তার পরিচর্যা করে পশুত্বের ধ্বংস সাধন করে প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টা ও সাধনারই সংগ্রাম এ জীবন। এ জীবনকে সুষ্ঠু সুন্দর করে তুলতে হলে চাই সত্য মিথ্যার সুন্দর অসুন্দরের পার্থক্য সৃষ্টির জ্ঞান। আর যথোপযুক্ত শিক্ষার বা সাধনার পরিশীলনীতেই এ জ্ঞান বিধৃত।

মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়। একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল এ সমাজ মানব বুদ্ধির ও মানব-সংস্কৃতির এক অমোঘ নিয়মে পরিচালিত। আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলতে হলে, প্রকৃতির কোথাও কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রতিটি কাজ যথাযথ পরিচালিত হলেই ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন হয় সহজ সরল ও সুন্দর। এ সুন্দরই পরম সত্য। আর সত্যই সুন্দর। অসত্যই অসুন্দর। এবং অসুন্দর ও অসত্যই মানবতা বিরোধী তথা জীবন বিরোধী। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অশান্তি অন্ধকার দূরীকরণের জন্য সুস্থ সমাজ চেতনা ও মানবতা বোধের জাগৃতি ও উদ্বোধনের জন্য মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক বিশাল দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হয়। আর সে অংশ গ্রহণে বিশৃংখলা থাকলে জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। মানুষকে জীবনে পিতা মাতা, ভাই বোন, স্বামী স্ত্রী, সন্তান সন্ততি ইত্যাদি নানা ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তার এ দায়িত্ব পালনের মহড়ায় অনুশীলন শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের কর্তব্য, এতিম দুঃখীর প্রতি তার দায়িত্ব এবং মনিব ভৃত্য, ছোট বড়, আপনপর সবার সংগে তার জীবন যাপনে কর্তব্য পালন সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষা না পেলে, জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষার মাধ্যমে অনুশীলিত ও পরিচ্ছন্ন না হলে, সে জীবন পশুবৃত্তি পরিচর্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। চরিত্রই মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ চরিত্র একবার পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হয়ে

www.pathagar.com

গেলে জীবন যাপন হয় সুষ্ঠু ও সুন্দর। দেশ সমাজ পরিবার ও ব্যক্তির সেবা থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনিয়ন্তার প্রীতি লাভের স্তর পর্যন্ত নানা ভাবে নানা কর্মের ভিতর দিয়ে পরিচ্ছন্ন মনের সংস্কৃত মানসের বিকাশ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। মানস প্রবৃত্তি শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল না হলে হীন অন্ধকার জীবন যাপনই হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। আর সে জীবনই সত্যিকার মানবতা বিরোধী জীবন।

কেবল ইহকালের এ জীবন যাপনই নয়, পরকালের চিন্তায় নিয়োজিত সত্য সুন্দর জীবন যাপনের জন্যেও এ দুনিয়াই কর্মক্ষেত্র। বলা হয়েছে, আদদুনিয়া মাজরাতুল আখেরা : এ দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এখানকার কর্মের মাধ্যমেই পরকালের পথের সম্বল সঞ্চয় সম্ভব। আর এ কর্ম পদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমে পরিশীলিত না হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে পড়তে বাধ্য।

শিক্ষা মানুষকে এ দুনিয়ায় হালাল রুজির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করবে; সমাজ ও দেশের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত করবে; আর ঈমান ও আকিদার পরিচ্ছন্নতা সাধিত করে বান্দা ও আল্লাহ্‌র হক আদায়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে।

সে জন্যই ইল্‌ম বা জ্ঞান অনুসন্ধান অবশ্য পালনীয় কর্ম বা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবন পদ্ধতি ইসলামে ইল্‌মের বিপরীত ধর্ম বা স্বভাবকে বলা হয়েছে অন্ধকার। তাই কুরআন বারবার তাহকিক করেছে, ইলম বা জ্ঞান হাসিল করার জন্য। এ বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য, সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য, গবেষণা করার জন্য বারবার বলা হয়েছে। জ্ঞান লাভ না করলে নিজকেই চেনা যায় না, বিশ্বকে তথা তার প্রতিপালক স্রষ্টাকে কি করে জানা যাবে? মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু; যে নিজকে চিনেছে সে-ই তার প্রতিপালককে চিনেছে। জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ না করলে তা কখনও সম্ভবপর হয় না।

মানুষকে দুটো কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে : ইবাদত ও খেলাফাৎ। মানুষ স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

www.pathagar.com

আর সে যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র খলিফা, তার পরিচর্যা করবে। আর জ্ঞান ব্যতীত এ দুটোর কোনটাই সম্ভব নয়।

রসূল বলেছেন ঃ জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানব প্রেম। পাপী পুণ্যবান নির্বিশেষে মানব সমাজের মঙ্গল সাধনই হলো জীবনের আদর্শ। তিনি আরও বলেছেন ঃ জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চাইতেও মূল্যবান। জ্ঞান ক্ষুরধার। জ্ঞান মুজাহিদের তরবারীর চাইতেও ধারালো শাণিত। অজ্ঞান তমসা দূর করে আলোর বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে জ্ঞানের তুলনীয় কিছুই নাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ দুনিয়ার দ্বন্দ্ব ফাসাদ হিংসা বিদ্বেষ কলহ বিদূরীত করা যায়। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করা যায়।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানহীনতা দুর্বলতা মৃত্যু। জ্ঞানের মতো ঐশ্বর্য নেই। জ্ঞানের সাহায্যেই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। জ্ঞানই শত্রুকে মিত্র করতে দুশমনকে দোস্ত করতে সাহায্য করে। জ্ঞান জীবন যাপন পদ্ধতি তথা ধর্ম বুঝার সহায়ক। জ্ঞানহীন লোক কোন দিন শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। জ্ঞান আলো, অজ্ঞানতা অন্ধকার। আল্লাহ্‌ তা'লা আল-কুরআনে বলেছেন ঃ আঁধার আর আলো কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করো না? যে নির্বোধ মূক ও বধির অর্থাৎ যে শোনে না, দেখে না, বলে না এবং বোঝে না, আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তি নিরেট পশুর মতো। জ্ঞান মানুষের ভিতর বাহির স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলে, মন ও মস্তিষ্কের মোক্ষণ সাধন করে। বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এ জ্ঞানেরই অধীনে। তাই জ্ঞানার্জনের প্রতি সব মহান মনীষীই জোর দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। জ্ঞানেই কল্যাণ, জ্ঞানেই মুক্তি। তাই জ্ঞান লাভ করার অধিকার সকলেরই। আর সে অধিকারের সদ্ব্যবহারই আমাদের জীবনকে করে তোলে সুন্দর সামঞ্জস্যময়। জ্ঞানানুশীলনকে সারা রাত এবাদতের চাইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। হযরত বলেছেন, যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে তার আগের সব পাপ মাফ হয়ে যায়। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদ্যার্জন করতে করতে অর্থাৎ ছাত্র অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে নিষ্পাপ। কেউ বিদ্যার্জনের জন্য বের

www.pathagar.com

হলে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র পথেই থাকে। তাই জ্ঞান অর্জন কর। মানবের জন্য কল্যাণ কর। জ্ঞানই আমাদের মনুষ্য নামের উপযুক্ত করে, সত্যিকার মনুষ্য জীবন যাপনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার সহায়ক হয়। আমাদের শিক্ষা সত্যিকার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে হবে সহায়ক, সবার প্রতি কর্তব্যবোধে করবে উজ্জীবিত স্রষ্টার প্রতি করবে বিনীত, তবেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার উদ্দেশ্য হবে সার্থক।

www.pathagar.com

জীবন সৌন্দর্য

আর আকাশ থাক বাদ অর্থাৎ পানি আগুন মাটি বাতাস এ চার উপাদানে মানুষ তথা জীবের সৃষ্টি। এ উপাদান গুলোর এদত অঞ্চলীয় নাম ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এ পঞ্চভূত।

মানুষ মাটির তৈরী। তাই তার মধ্যে পাই মাটির গুণাবলী। মাটি বিশ্বের যাবতীয় বস্তু absorb করে, শোষন করে নেয়। সবই তার মধ্যে জীর্ণ হয়, বিলীন হয়, কোন কিছুই তার বদহজম হয় না। বিশ্বের আবিস্কৃত ও অনাবিস্কৃত মূল্যবান শ্রেষ্ঠ ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ থেকে অগণিত জীবদেহ মায় জীব-বিষ্ঠা সব কিছুই তার মধ্যে স্থান করে নেয়। তার মধ্যে রয়েছে অসীম সৃষ্টি ক্ষমতা। সে অবিরাম বিশেষ পরিবেশে জান্তব অজান্তব বিশেষ বস্তুর জন্ম দিয়েই চলেছে। আবার বিশ্বের যত সৃষ্টি সব কিছুই মাটিতে আশ্রয় পাচ্ছে। মাটি থেকেই সব প্রাণী ও অপ্রাণী তার আহার ও পুষ্টি সংগ্রহ করছে। অতি সূক্ষ্ম কীটানু কীট, যা সাদা চোখে দেখা যায় না এবং যার লক্ষাধিক একটি আলপিনের ডগায় স্থান করে নিতে পারে, তা থেকে আরম্ভ করে বিশাল দেহ প্রাগৈতিহাসিক জন্তু সবারই জন্য মাটি আহার উৎপাদন করে দিয়ে, সৃজন পোষণ ও পালন করে জীবজগতের গতিধারা অব্যাহত রেখে চলেছে। এর যেমন সৃষ্টি-ক্ষমতা তেমনি ধ্বংস-ক্ষমতা। নব নব জন্মের জন্যই ধ্বংস করতে হয়। জন্মের পর ধ্বংস, ধ্বংসের পর আবার জন্ম এই তার খেলা।

মাটির মধ্যে রয়েছে অপরিসীম ধৈর্য সহনশীলতা ঔদার্য পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি মহৎ গুণের সমাহার। এর বুক চিরে মানুষ লাঙ্গল চালায়, আর এ নির্বিবাদে ফসল ফলিয়ে দুঃখ দাতারই উপকার করে। মাটি খুঁড়ে গর্ত করে মাইলের পর মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মানুষ তার মধ্যে থেকে বহুমূল্য তেল গ্যাস কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, হীরক প্রভৃতি বহু মূল্য রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করছে। কতভাবে আঘাত হানছে

www.pathagar.com

কত দানবীয় জন্তু কত মানুষ। কিন্তু মাটি বিনা প্রতিবাদে বিনীত ভাবে তার কর্তব্য করেই যাচ্ছে। সবার স্নেহরস যুগিয়ে তাদের জীবন অবসানে অতিশয় স্নেহে আবার নিজেরই বক্ষে ধারণ করছে। লক্ষ্য কোটি বছরে মানুষ সহ কোটি কোটি জীব এর উপর জন্মলাভ, জীবন ধারণ ও মৃত্যু বরণ করেছে। শাহান শাহ্ থেকে দীনাতিদীনকেও সে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। যেখানে একদা আমারই বিষ্ঠা বিলীন হয়ে গেছে, তার মধ্যেই এত যত্নে লালিত আমার এ দেহও মিশে যাচ্ছে। জীবের জীবৎ কালেও কিভাবে মাটি থেকে ফল ভোগ করে এবং মরনের পরেও কিভাবে তারই কোলে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে চির বিশ্রাম লাভ করে, সব ক্লান্তির হয় অবসান, এ কথা কি আমরা কেউ ভেবে দেখেছি? মাটি থেকে উৎপন্ন শস্য আহার করি। শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রেখে তার মধ্য থেকে উচ্ছিষ্ট মলমূত্র রূপে মাটি-কেই ফিরিয়ে দিই। মাটি তা থেকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করে আবার আমাকে ফসল ফলিয়ে দেয়। এ এক অপরিবর্তিত আবর্তন, এক অমোঘ নিয়তি-চক্র সাইক্লিক অর্ডারে ঘুরে ঘুরে আমিই আমাকে খাই। আমিই আমাতে বিলীন হই। আমিই আমাতে বার বার জন্ম লাভ করি, আবার সে আমাতেই আমি বারবার বিলোপ হই। তাই বলা হয়েছে ঃ মিনহা খালাকনা কুম ওয়া ফীহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরেজুকুম তারা তান ওখরা, এ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি, আবার এ থেকেই তোমাদের বের করব।

আগুন পানি আর বাতাসই তো জীবনকে সচল সজীব রাখার অপরিহার্য উপাদান। পানি যখন শেষ হয়ে যায় তখন আগুন আর বাতাস জীবনকে সচল রাখতে পারে না। আবার আগুন নির্বাপিত হলে কেবল বাতাস ও পানিতে কোন কাজই হয় না। আবার আগুন আর পানি শেষ হয়ে গেলে কেবল বাতাস তো 'ফুস' করে বেরিয়ে গেলেই শেষ। আমাদের প্রাণ মানেই তো একটুকু বাতাস।

মানুষ সহ প্রাণীকুল এ চার পদার্থের তৈরী বলেই তার মধ্যে জৈবিক দিক থেকে এসব ভৌতিক গুণাগুণ অপরিহার্য রূপেই বিদ্যমান। মাটির সৃষ্টি ক্ষমতা ও ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যেমন মানুষের মধ্যে রয়েছে,

www.pathagar.com

তেমনি তার মধ্যে রয়েছে প্রভঞ্জন অগ্নিতেজ, সৃষ্টিশীল ও ধ্বংসশীল প্রবৃত্তি। আবার এদের যে নিগূঢ় আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য তা থেকেও মানুষ মুক্ত নয়। তার মধ্যে রয়েছে এক দিকে রাগ দ্বেষ হিংসা ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ভোগস্পৃহা আহার নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি জৈব গুণাবলীর সমাবেশ। তেমনি অপর দিকে তার মধ্যে স্নেহ মায়া মমতা বাৎসল্য প্রীতি দয়া লালন পালন পরোপচিকীর্ষা মহানুভবতা মহত্ত্ব, এ সবেরও সমন্বয় ঘটেছে। ইতর প্রাণীর জগতে দৈহিক প্রয়োজনই মুখ্য। কিন্তু মানুষ যেহেতু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, তাই তার মধ্যে এসব গুণের উন্নত বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। জীব জগতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যর সমন্বয় থাকা সত্বেও সে এক বিশেষ গুণে বিভূষিত। মানুষ কেবল দেহের প্রয়োজনেই বাঁচে না। কেবল ডাল ভাতই তার একমাত্র কাম্য নয়। তার মধ্যে রয়েছে উচ্চাকাঙ্খা, ভাবনা চিন্তা। দৈহিক প্রয়োজন মিটে গেলেই তাকে তার নিজের ও পরের জন্য ভাবতে হয় ও চিন্তা করতে হয়। ভাবতে হয় সৃষ্টি রহস্য, স্রষ্টা ও তার সংগে সৃষ্টির অপরাপরদের সম্পর্ক। জীব জগতের অন্যান্য-দের মধ্যে সামান্য বুদ্ধির বিকাশ দেখা গেলেও মোটামুটি স্থূল বুদ্ধিই সেখানে প্রকট। কিন্তু মানুষকে করা হয়েছে বুদ্ধিমান জীব, বিবেক সম্পন্ন জীব, তার বুদ্ধিমত্তা বিচার ক্ষমতা বিবেক ও বুদ্ধিই তাকে জীব জগতে করে তুলেছে শ্রেষ্ঠ। আর তারই জন্য তাকে বলা হয়েছে আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আপনা আপনি আসে না। কঠোর সাধনা দ্বারা, সারা জীবন অনুশীলনী দ্বারা তাকে তা অর্জন করতে হয়। আপন চরিত্র থেকে পশুত্ব দূর করে মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরম করুণাময় স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করে তার মধ্যে তাঁর আপন গুণের সমাবেশ মনুষ্য গুণের বিকাশ ঘটিয়ে আপন খলিফা বা vice gerund করেছেন। তাই সৃষ্টির আদি দিবসেই ফেরেশ্‌তা দিয়ে তাকে সেজদা করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। এ সৃষ্টির কেউ তার চাইতে শ্রেয়ঃ নয়। এক-মাত্র স্রষ্টার পরেই তার স্থান। ফেরেশ্‌তা সহ আর সব সৃষ্টি তার তাবেদার তার খেদমতগার।

www.pathagar.com

মানুষকে এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য তার প্রয়োজন মানবীয় গুণ অর্জনের ও পাশবিক গুণ পরিত্যাগের সচেতন অনুশীলনীর। রসুল বলেছেন ঃ তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্ আল্লাহ্র গুণে বিভূষিত হও। এইতো তার চরম লক্ষ্য। স্রষ্টা বলেছেন ঃ ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন, জিন ও ইনসানকে আমি কেবল আমার ইবাদত অর্থাৎ বিধান পালনের জন্যই সৃষ্টি করেছি। স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই মানুষকে হতে হবে সচেতন কর্মব্রতী সাধন ব্রতী। কেননা আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন ঃ লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মাসায়া, মানুষ যার জন্য চেষ্টা করে না তা পাবে না।

মানুষের জীবনের চলার পথে যা কিছু প্রয়োজন, তার আহার বিহার থেকে আরম্ভ করে তার চিন্তা ধ্যান ইত্যাদি তার জৈবিক প্রয়োজন থেকে আত্মিক প্রয়োজন পর্যন্ত, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু করণীয় তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং স্রষ্টা শিক্ষক পাঠিয়েছেন যুগে যুগে। আর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ শিক্ষক হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আর সব বিধিবিধান আদেশ নিষেধ পাঠিয়েছেন তাঁরই মাধ্যমে আল-কুরআন রূপে। তাঁর বিধি নিষেধ সম্বলিত জীবন বিধানকেই বলা হয়েছে দীনইসলাম। দীন মানে বিধান। ইসলাম মানে স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে আত্ম নিবেদন, শান্তির ছায়ায় আত্মোৎসর্গ। আল-কুরআন তাই বলেছে ঃ 'ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহ্র কাছে জীবন বিধান বলতে একটিই বুঝায়, এবং তা হলো ইসলাম।

মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সংগে জীব জগতের সম্পর্ক, তার পরিপার্শ্বস্থ জড় অজড় জগতের সব কিছুর সম্পর্ক এবং এদের যথাযথ প্রাপ্য ও দেয় হক, সব কিছুই তাঁর বিধানে নির্দেশিত হয়েছে। মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী প্রবাসী দুঃখী আর্ত এতিম নিঃস্ব পথিক ও গৃহীর সংগে মনুষ্য উপযোগী ব্যবহার করে তার কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হলে প্রত্যেকের হক পুরোপুরি আদায় করতে হবে। সে সত্য অসত্য ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় সুন্দর অসুন্দরের পার্থক্য জেনে মানবতা বোধের উদ্বোধন করবে। জীবন থেকে মিথ্যা অন্যায় অসুন্দর দূর করে সত্য ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করতে হবে। সুন্দর সহজ সরল, বিনয় নম্রতা মহত্বে উজ্জীবিত আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত জীবনই সত্যিকার জীবন। আর তা-ই আমাদের কাম্য। তাতেই জীবন হবে সৌন্দর্য-মণ্ডিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

অ

অনিলবরণ রায়—শ্রী মদ্ভাগবদগীতা

আ

আইভর এল, টাকেট—এভিডেন্স ফর দি সুপারন্যাচারাল
আর্থার এডিংটন—দি এক্সপ্যানডিং ইউনিভার্স
—দি নেচার অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড
আলবার্ট আইনস্টাইন—দি থিওরি অব রিলেটিভিটি
আহমদ হোসেন (স্যার)—দি ফিলসফি অব দি ফকির্স
আর্থার সি, ক্লার্ক— একসপ্লোরেশন অব স্পেস
আল্লামা ইউসুফ আলী—দি হোলি কুরআন
আবদুল হক বিদ্যারথী—প্রফেট ইন দি ওয়ার্লড স্ক্রিপচার্স
অ্যানি বেসান্ত—ম্যান এণ্ড হিজ বডিজ

ই

ইবনে ইসহাক—সীরাতে রাসূলুল্লাহ
ইল্লোশন—ইজি লেসনস ইন আইনস্টাইন
ইবনে হিসাম—সীরাতু মুহাম্মদিন

উ

উদ্বোধন কার্যালয়—উপনিষৎ গ্রন্থাবলী
উইলিয়ম মুইর—লাইফ অব মুহম্মদ

এ

এ. এন. হোয়াইটহেড—সায়েন্স এণ্ড দি মডার্ণ ওয়ার্লড

www.pathagar.com

ও

ওয়াশিংটন আইরভিং—লাইফ অব মুহম্মদ

ক

কে, এল, গোওবা—দি প্রফেট অব দি ডেজার্ট
—এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রটানিকা

খ

খাজা কামালুদ্দীন—দি আইডিয়েল প্রফেট

গ

গোলাম সারওয়ার—মুহম্মদ
গিবন—দি ডিকলাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার

চ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বেদবাণী

জ

জন ক্লার্ক আর্চার—মিসটিক্যাল এলেমেন্ট্স ইন মুহম্মদ
জে ডবলিউ এন সুলিভান—বেসেস অব মডার্ণ সায়েন্স
—লিমিটেশন অব সায়েন্স
জর্জ গ্যামো—অন টু থ্রি ইনফিনিটি
জে এন লিউন্যাণ্ড—ফাইট ইনটু স্পেস

প

প্রফেসর ইন্দ্র—স্টেটাস অব উইমেন ইন অ্যানশেন্ট ইণ্ডিয়া

ব

বার্টাণ্ড রাসেল—দি এ বি সি অব রিলেটিভিটি

www.pathagar.com

ভ

ভন ব্রন এণ্ড হ্ইপল—ম্যান অব দি মুন

ম

মাইকেল হার্টস—দি হানড্রেড
মাওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী—আসাহুসসিয়ার
মাওলানা ফজলুল করিম—মিশকাতুল মাসাবিহ
—বোখারী শরীফ
মাওলানা শিবলী নোমানী—সীরাতুন্নবী
মাওলানা মোহাম্মদ আলী—মুহম্মদ
—দি হোলি কুরআন
মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ—মোস্তফা চরিত
ম্যাকস মুলার—দি সিক্স্ সিস্টেমস অব ইণ্ডিয়ান ফিলসফি
মারগলিথ—মুহম্মদ
মারমাডিউক পিকথল—দি গ্লোরিয়াস কুরআন
—ইসলামিক কালচার
মাদারেজুন নবুয়ত
মায়ারেজুন নবুয়ত

শ

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ—ইকবাল

স

সরদার ইকবাল আলী শাহ—অ্যারাবিয়া
দি শন্যাক হার গ্রাম জে—মক্কা
স্যার জেমস জিনস্—দি মিসটেরিয়াস ইউনিভার্স
—দি ইউনিভার্স এরাউণ্ড আস
—দি নিউ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব সায়েন্স
—দি গ্রোথ অব ফিজিক্যাল সায়েন্স

www.pathagar.com

স্যার রাধাকৃষ্ণ—ইণ্ডিয়ান ফিলসফি
স্বামী পরমানন্দ—হিন্দু দর্শন ও খ্রীস্টীয় দর্শন

হ

হরেন্দ্রনাথ দত্ত—গীতায় ঈশ্বরবাদ
হ্যারল্ড লেন্যাণ্ড গডউইন—স্পেস ট্রাভেল

www.pathagar.com

উদ্ধৃতি

আল-কুরআন

অ

আউফু বিল আহদা ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা। ৫৫

আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খালাকনাহু মিন নুৎফাতিন ফাইযা হুযা খাসীমুম মুবিন। ৩২

আতী'উল্লাহা ওয়ার রাসূলা। ৭৯

আদ্দুনইয়া মাযরাআতুল আখেরাত। ১৩৪

আনতুমুল 'আলাওনা ইনকুনতুম মু'মিনীন।

আফাতুমেনূনা বি-বা'দল কিতাবি ওয়া তাকফুরূনা বি-বাদ। ১৫০

আফালা তা'কেলূন, আফাল।তাদাববারূন, আফালা তাফা-ক্কারূন, আফালা তানযুরূন। ২১

আমরি বিল মারুফ ওয়া নিহি আনিল মুনকার। ১৩, ১৮, ৫৪

আরাইতাল্লাযী ইউকায্যিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু' উলইয়াতীমা ওয়া লাইয়াহুদ্দু 'আলা তা' আমিল মিসকীন। ৯৫, ১২৪

আলজান্নাতু তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম। ৯৬

আল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফী সাবীলিল্লাহে ছুম্মা লা ইউতবি'উনা মা আনফাকু মান্নাওঁওয়ালা আযান্ লাহুম আজরুহুম 'ইনদা রাব্বিহিম ওয়ালা খাওফুন 'আলায়-হিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানুন। ২৭

আল্লাহু নূরুস সামাওয়াহি ওয়াল আরদি। ১৬৭

www.pathagar.com

আল্লাহুম্মাগফির ওয়াইয়াহদি কাওমী ফাইন্নাহুম লাইয়া' লামুন। ৩৮, ৫১

আহিব্বা লিন্নাসে মা তুহিব্বু লিনাফসিকা। ৬৮

আসফালা সাফেলীন। ২২

আস্‌সুলহু খায়রুন। ১১৩

আহসিনিন নাসা কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা। ২৫

ই

ইন্নামাল মু'মিনুনাল্লাযীনা আমানু বিল্লাহে ওয়া রাসুলিহি ছুম্মা লাইয়ারাতাবু ওয়া জাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফী সাবিলিল্লাহে উলাইকা হুমুস্ সাদেকুন। ৪৬

ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসরিন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমেলুস্ সালেহাতে ওয়া তাওয়াসাওবিল হাক্কে ওয়া তাওয়াসাওবিস্ সাব্‌রে। ৩৬

ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বুল কাযেবীন। ৮

ইন্নাল্লাহা মা'আস্ সাবেরীন। ৩৯

ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুবিল আদলে ওয়াল ইহ্‌সান ওয়াইতায়ে যিলকুরবা।

ইন্নাল্লাহা ইয়া মুরুকুম আনতাওয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। ৫৮

ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু। ৪৭

ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বুল মুতাকাব্বেরীন। ৩০

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। ৪০

ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতিমা যুলমান ইন্নামা ইয়া কুলুনা ফী বুতুনিহিম নারান ওয়া সাইয়াসলাওনা-সায়ীরান। ১২৫

www.pathagar.com

ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বুল মুতাকাব্বেরীন। ১৬৯

ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাসলেহু বাইনা আখওয়াইকুম। ১০৭, ১১৪

ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ১১০, ১৭০

ইন্নাকা আন তাযার ওয়ারাছাকা আগনিয়ায়া খায়রুম মিন আনতাযারহুম আলাতান ইউকাফ্ফিফুননাসা। ১১৭

ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ১৮৮

ইন্নাল ইনসানা লা ফী খুসরিন ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া 'আমিলুস সালিহাত। ১০৫

ইন্নী জায়েলুন কীল আরদে খলীফা। ৬, ১৩৩

ইযা নূদীয়া লিস্ সালাতি মিইয়াওমিল জুমু'য়াতি ফাসাও ইলা যিকরিল্লাহে ওয়াযারুল বাই'য়া। ১৬০

ইয়া আইউহান্নাসু কুলু মিম্মা ফীল আরদে হালালান তাইয়েবান ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইয়াতীন, ইন্নাহু লাকুম আদুবুম্ মুবিন। ১৫৫

ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানু আউফু বিল'উকুদ। ৫৫, ১৫০

ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ হাল আদুল্লুকুম আলা তেজারাতিন তুনজীকুম মিন আযাবিন আলীম, তুমিনুনা বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি। ৪৭

ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ লিমা তাকুলুনা মালা তাফ-'আলুন। ৫৬

ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ লাতাখুনূল্লাহা ওয়ার রাসূলা ওয়াতাখুনু আমানাতিকুম ওয়া আনতুম তা'লামুন। ৬১

ইয়া আইউহার রাসূলু কুলু মিনাত্ তাইয়েবাতি ওয়ামালু সালেহান। ১৫৩

ইয়া আইউহাল্লাযিনা আমানু লাতালবিসূলহাক্কা বিল বাতেলে

www.pathagar.com

ওয়া তাকতুমুলহাক্কা ওয়া আনতুম তা'লামুন। ১৭৫

ইন্না আইউহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মালা তাফ'আলুন। ২৫০

ইন্না আইউহাল্লাযীনা আমানু লাতুবতিলু সাদাকাতিকুম বিল মান্নে ওয়াল আযা। ২৬

ইন্না আইউহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াকুনু মা' আস সাদেকীন। ৩

ও

ওয়া আনতা'ফু আকরাবু লিত্তাকওয়া। ৫১

ওয়া আল্মাস্ সায়েলা ফালা তানহার। ৯৩

ওয়া আম্মা ইযা মাবতালাহু ফাকাদ্রা আলাইহে রিযকাহু ফাইয়া কুলু রাব্বি আহানানি, কাল্লা, বাল লা তুকরিমুনা ইয়াতীমা ওয়ালা তাহাদ্দুন 'আলা তা'য়ামিল মিসকীন। ১২৫

ওয়া আতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম ওয়ালা তাতাবাদ্দালুল খাবিছা বিততাইয়েবে, ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম, ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরান। ১২৫

ওয়া আন লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা'আ। ৪৪

ওয়া ইয়ানহা 'আনেল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকারে ওয়াল বাগইয়ে ইয়েযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। ১৩

ওয়া তাসিমু বিহাবলিল্লাহে জামিয়াওঁ ওয়ালা তাফাররাকু। ৭৮

ওয়া আবুদুল্লাহা ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়ান ওয়াবিল ওয়ালিদাইনে ইহসানা ওয়া বিযিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনা ওয়াল জারি যিল কুরবা ওয়াল জারিল জামবে ওয়াস সাহেবে বিল জামবে ওয়াব্নিস সাবীলে ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম। ১২৯

ওয়ালা তা'তাদ ইন্নালাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন। ১৭৯

www.pathagar.com

ওয়া মাইয়াগলুল ইয়াতে বিমা গালা ইয়াওমালা কেয়ামাতিক আযাবে। ৫৯

ওয়া মিনান্নাসে মাঁইয়া কুলু আমান্নাবিল্লাহি ও বিল ইয়াওমিল আখেরে ও মাহুম বিমুমিনীন। ৪৬

ওয়া লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা'আ। ১৫৮

ওয়া লাতুবাযযির তাবযিরা ইন্নাল মুবাযযিরীনা কানু এখওয়ানাশ শাইয়াতীন। ৬৩

ওয়া লা তামশি ফীল আরদে মারাহান ইন্নাল্লাহা লাইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাখুর। ৩২

ওয়া লা তাকুনু কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফু মিমবা'দি মা জাআ হুমুল বাইয়েনাতু ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম। ৩৩

ওয়ালতাকুন মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদ'উনা ইলাল খায়রে ওয়া ইয়ামুরুনা বিল মারুফে ওয়া ইয়াস হাওনা আনিল মুনকারে ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। ৩৪

ওয়াসতা'য়ীনু বিস্‌সাবরে ওয়াস্‌সালাতে। ৪০

ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুতাত্তাহ্‌হেরিন। ১৬৪, ১৬৬

ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। ২৮

ওয়া ছিয়াবাকা ফাত্তাহ্‌হের। ১৬৫

ওয়ামাখালাকতুলজিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন। ১৮৮

ওয়া লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফী আহসানে তাকবীম। ১৬৫

ওয়া কুল জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতেলু। ৪

ওয়া ইবাদুর রাহমানিল্লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদে হাওনান। ৫০

ওয়া লাতালবিসুল হাক্কা বিল বাতিলে ওয়া তাকতুমুল হাক্কা ওয়া আনতুম তা'লামুন। ১

ওয়াহ্‌সিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনীন। ১২০

www.pathagar.com

ক

কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা। ১৬৫

কানান্নাসু উম্মাতান ওয়াহেদাহ্। ৮৭

কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসে তামুরূনা বিলমারূফে ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার। ৯৩

কুল ইন্না সালাতি ওয়ানুসুকি ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। ১৪৯

কুলু মিম্মা রাযাকা কুমুল্লাহু হালালান তাইয়েবান। ১৫৫, ১৭৫

কুল্লু মুসলিমিন ইখওয়াতুন। ৬৮

খ

খুযু যীনাতাকুন 'ইনদা কুল্লে মাসজিদিন ওয়াকুলু ওয়াশারাবু ওয়ালা তুসরিফু। ১৫৮, ১৬৪

ফ

ফাইন আমেনা বা'দুকুম বা'দান ফালইউয়াদ্দিল্লাযী তুমেনা আমানাতাহু ওয়াল ইয়াত্তাকিল্লাহা রাব্বাহু। ৬১

ফাইযা কুদিয়াতিস্ সালাতু ফানতাশিরূ ফীল আরদে ওয়াবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ্। ১৫৪, ১৭৫

ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লিনাল্লাযীনা হুম'আন সালাতিহিম সাহুন আল্লাযীনাহুম ইউরাউনা ওয়াইয়ামনা'উনাল মা'উন। ১৭০

ফাত্তাকুল্লাহা ওয়াসলেহু যাতা বাইনেকুম ওয়া 'আতিউল্লাহা ওয়াররাসূলা ইনকুনতুম মুমিনীন। ১১৩

ফাবিসা মাসওয়ালমুতাকাবেরীন। ১৬৯

www.pathagar.com

য

যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফীহে হুদাললিল মুত্তাকীনা ল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বে ওয়া ইউকিমুনাস্ সালাতা ও মিম্মা রাযাকনা হুম ইউনফিকূন। ৫২

হু

হাল জাযাউল ইহ্সানে ইল্লাল ইহসান।

ল

লাইকরাহা ফীদ্দীন। ৩৫

লাইসাল বিররা আন তুওয়াল্লু ওজুহাকুম কেবালাল মাশ-রিকে ওয়াল মাগরিবে ওয়ালাকিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল মালাইকাতে ওয়াল কিতাবে ওয়ান্নাবিয়্যিনা ওয়া আতাল মালা আলা হুব্বিহি যাবিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনে ওয়াবনাস্ সাবীলে ওয়াস্ সায়েলিনা ওয়া ফীররিকাবে। ১০৫, ১০৬

লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মাসাআ। ১৮৮

লাওলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিইউনা ওয়াল আহবারু আন কাওলিহিমুল ইছমা ওয়া আকলিহিমুস্ সুহতা লাবিসা মা কানূ ইয়াসনাউন। ১৫৬

লাকাদ খালাকনাল ইনসানে ফী আহসানে তাকবীম। ১৬৫

লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়াদীন। ৩৫

লা তাকনাতু মিররাহমতিল্লাহ। ৪৩, ৯৭

লাতাকুলু আমওয়ালাকুম বায়নাকুম বিল বাতেলে। ৫৬

লাতুফসিদূ ফীল আরদে। ৭৭

লা রুহবানিয়াতা ফীল ইসলাম। ১৫৭

লা'নাতুল্লাহে 'আলাল কাযেবীন। ১৭৬

www.pathagar.com

তরজমারূপে ব্যবহৃত

আ

আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর বা আলো। ১৬৭

আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধে আক্রমণকারী হয়ো না। ১৩৮

আঁধার আর আলো কি সমান? ১৮৩

এ

কল্যাণের কাজ করতে এবং অকল্যাণকে দূর করতে নির্দেশ দাও, এ তোমার অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। ১০০

ত

তাদের কাছ থেকে উপকার হাসিল কর। ১৫৩

তাদের উপর দয়া যেন ধর্মের নামে তোমাদের অভিভূত না করে। ২৮

তারা তাদের নিজের বিরুদ্ধেই প্রতারণা করে। ১৭৬

তুমি সত্য সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না, যদি তোমার পিতার বিরুদ্ধেও হয়। ১৪৭

তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাক। ৩

তোমাদের অন্তর কলুষিত করো না। ৮

তোমাদের মানব জাতির আদর্শ করা হলো, যেন তোমরা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান করতে পার এবং তাদের অকল্যাণের পথ থেকে বিরত রাখতে পার। ৯২

ন

নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, মূর্তিপূজা, পাশাখেলা ঘৃণ্য শয়তানের

www.pathagar.com

কাজ। ১৫১

প

পবিত্র বস্তুকে তাদের নবী (সঃ) তাদের জন্য হালাল রাখেন আর অপবিত্র বস্তুকে তাদের জন্য অবৈধ রাখেন। ১৫৫

পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোতে ধর্ম নেই। প্রকৃত ধার্মিক সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্, আখেরাত, ফেরেশতা, আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ১১

ভ

ভাল কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। ১০০

ম

মড়া, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত, যা ফাঁস লেগে, উপর থেকে পড়ে কিংবা পাথর বা লাঠির আঘাতে বা অন্য জন্তুর শিং এর আঘাতে বা অন্য জন্তুর আঘাতে মরেছে, সে সব হারাম। ১৫৫

স

সে-ই প্রকৃত ধার্মিক যে আল্লাহ্‌র প্রিয়, আর আল্লাহ্‌র প্রিয় সে-ই যে সৎপথে চলে। ১৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাদীস

আ

আত্‌তাহুরু শাতরুল ঈমান। ১৬৫

আল'ইলম ফরিদাতুন 'আলাকুল্লে মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন। ১৭৯

আলমুসলিমু মাযউহিব্বু লি নাফসিহি ইউহিব্বু লি আখিহি। ১০৮

আলমুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমু মিন লেসানিহি ওয়াবি ইয়াদিহি। ৭৭

আহিব্বুল ইয়াতামা কামা তুহিব্বু আবনাআকুম ওয়া আতা'ইমুহুম কামা তাকুলুন। ১২৪

ই

ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াৎ। ১৭০

উ

উতলুবুল 'ইলমা ওয়া লাও কানা বিস্ সীন। ১৮০

ও

ওয়াল্লাহে লা ইউমিনু, ওয়াল্লাহে লা ইউমিনু, ওয়াল্লাহে লা ইউমিনু, কীলা মান রাসূলাল্লাহ? কালা আল্লাযী লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়ায়েকাহু। ১৩০

www.pathagar.com

ক

কুলিল হাক্কা ওয়া লাও কানা মুরয়ান। ৮

খ

খায়রুল উমূরে আওসাতুহা। ২৮

ত

তাখাল্লাকূ ফি আখলাকিল্লাহ। ২, ১০৭, ১৬৭

ফ

ফামাতাকুনূনা ফাকামালিকা ইউমারু আলায়কুম। ৯১

ব

বাল্লিগূ আন্নি ওয়া'লাও আয়াতান। ৭৭

ম

মান কানা ইউমিনু বিল্লাহে ওয়া বিল ইয়াওমিল আখেরে ফালা ইউযি জারাহু। ১৩০

মামিন মাওলিদিন ইল্লা ইউলাদু 'আলাল ফিৎরাতে ফা আবাওয়াহু ইয়াহুদানিহি ওয়া ইউনাস্ সিরানিহি ওয়া মাজজি সানিহি। ১১৫

ল

লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বু লে আখিহে মা ইউহিব্বু লে নাফসিহি। ৪৬, ১২১

লাইসাল মুমিনুল্লাযী ইয়াশ বায়ু ওয়া জারুহু জায়েয়ুন ইলা জামবিহি। ১৩১

লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহু ওয়া লা দীনা লিমান লা আহ্দা লাহু। ১৫০, ১৫১

www.pathagar.com

তরজমারূপে ব্যবহৃত

অ

অত্যাচারে লিপ্ত শাসকের সম্মুখে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। ৯২

আ

আনসারদের ভালবাসা ঈমানের চিহ্ন। ৪৬

আমিতো মানুষের প্রতি অভিশাপ নিয়ে অবতীর্ণ হইনি, অবতীর্ণ হয়েছি রহমত নিয়ে, আশীর্বাদ নিয়ে। ৩৮

এ

একজন তোমার অমঙ্গল চাইলে বা করলে তোমার উচিত তার মঙ্গল কামনা করা। ৩৮, ৫১

একটি মাত্র বাক্যও যদি হয়, তুমি তা লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। ৭৭

এতিম দুস্থকে ভালবাসো, আল্লাহর রহমত তোমার উপর আসবে। ৭৭

একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, কি করে বুঝব আমি ভাল কাজ করছি, না মন্দ কাজ করছি? নবী করীম (সঃ) তার উত্তরে বললেন, প্রতিবেশীর কাছে শুনবে তুমি ভাল কাজ করছ, কি মন্দ কাজ করছ। তা থেকেই বুঝবে তোমার কাজ মন্দ, না ভাল। ১৩১

ক

কবিরা গুনাহের মধ্যে নিকৃষ্ট গুণাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে কারো শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা বলা। ১১

কেউ যদি অন্যের স্বত্ব বা সম্মান নষ্ট করে তবে যে পর্যন্ত সে বান্দা তাকে ক্ষমা না করে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবে না। ৬৭

www.pathagar.com

কুকুরের মূল্যে দেহ বিক্রয় ও বিনিময় এবং জ্যোতিষী গণনার পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ। ১৫৬

গ

গরীব দুঃখী ও বিধবা অসহায়দের সাহায্যে যারা আত্মনিয়োগ করে, তারা, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদকারী অথবা সারারাত ভরে সালাত কায়েমকারী, অথবা নফল রোযাদারের সমান মর্যাদার অধিকারী হয়। ১০৫

ঘ

ঘুষ গ্রহিতা ও ঘুষদাতা এ দু'জনই দোযখে যাবে। ১৫৬

জ

জীবরাইল (আঃ) প্রতিবেশী সম্বন্ধে এত বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হতো যেন তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করে দেবেন। ১৩১

জুটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দু'টি যদি জোটে তারি অর্ধেক ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী। ১৬৮

জ্ঞানীর কালি শহীদের রক্তের চাইতেও মূল্যবান। ১৮৩

জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানব-প্রেম। ১৮৩

ত

তিনটি বিষয়ে মুসলিমের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না : আল্লাহর ওয়াস্তে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা, পরোপকার করা, অপর মুসলিমকে সৎকর্মের উপদেশ দেওয়া এবং সম্মিলিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা। ৬৮

তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভালবাস? তবে মানুষকে ভালবাসতে শিখ। ১০১

www.pathagar.com

তোমরা অপব্যয় করো না, অপব্যয়ীরা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। ৬৩

তোমরা তোমাদের সন্তানদের গরীব রেখে যেয়ো না। ৭২

তোমরা তেজারত কর। এর মধ্যে তোমাদের রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগ রয়েছে। সৎ ব্যবসায়ীরা হাশরের দিন ওলী ও শহীদের সংগে থাকবেন। ১৫৬, ১৭৫

তোমাদের জন্য আমি যা ভয় করি, তা হলো ক্ষুদ্র শির্‌ক। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রসূল ক্ষুদ্র শির্‌ক কি? তিনি বললেন, রিয়া বা আত্মপ্রদর্শনী। ১৭০

তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে। ২৬

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন অবাঞ্ছিত কিছু দেখে, তখন তার উচিত নিজ হাতে তার প্রতিকার করা, যদি সে তাতে অক্ষম হয়, তবে তার উচিত অন্তত মুখে তার প্রতিবাদ করা, যদি তাতে সে অক্ষম হয়, তবে সে অন্তরের সংগে তা ঘৃণা করবে। কিন্তু এ শেষোক্ত অবস্থা অর্থাৎ ঘৃণা করা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। ১৫

তোমার দশ দিহরামের বস্ত্রের এক দিহরামও যদি হারাম অর্জনে কিনে থাকো তা হলে ইবাদত কবুল হবে না। ১৬৭

ন

নিজের অর্জিত আয়ের দ্বারা খাদ্য গ্রহণই সবচাইতে পবিত্র আহার্য। ১৬০

প

পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দাও। কোন বান্দার কাছে কেউ ঋণী থাকলে সে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন না। ৭৭

www.pathagar.com

ফ

ফজরের সালাতের পরে নিদ্রায় যেন তোমাদের রিযিকের অন্বেষণে গাফেলতি না করায়। ১৬১

ব

বিশ্বাসঘাতকতা ও সত্যবাদিতা এ দুটো ব্যতীত মুমিনের জীবনে অন্যান্য দোষ আসতেও পারে। সত্য ও অসত্য একত্রে থাকতে পারে না। মুমিনের মধ্যেও তাই মিথ্যা আসতে পারে না। ১১

ভ

ভাল কাজ করাই সত্যিকার ঈমান। ৪৬

ম

মানুষের জীবনের বিভিন্ন রকমের গুণাহের মধ্যে এমন অনেক গুণাহ আছে যার কাফ্ফারা জীবিকা অর্জনের পথে দুঃখ কষ্ট বহন করা ছাড়া আর কিছুতে আদায় হয় না। ১৫৪

মানুষের মধ্যে সে-ই সবচাইতে ভাল, যে মানুষের প্রতি সবচাইতে ভাল। ৩৬

মুমিন ঐ ব্যক্তি যিনি সমগ্র মানব জাতির জান ও মালের জিম্মাদারী করতে পারে, যার দ্বারা কারো এতটুকু ক্ষতি হওয়ার আশংকা নাই। ৬৭

মুমিনগণ পরস্পরের প্রতি প্রেম ও দয়ার একটি দেহতুল্য। দেহের বিশেষ অঙ্গে ব্যথা পেলে সমস্ত দেহটাই বিষিয়ে যায়, সমাজের এক জনের দুঃখ তাই গোটা সমাজটারই ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। ১২২

য

যদি নিম্নোক্ত মানুষের কেউ হলফুল ফুজুলের উদ্যোক্তাদের আহবান করে, আমি অবশ্যই তার সে আহবানে সাড়া দিব,

www.pathagar.com

কারণ ইসলাম তো সত্য ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছে। ১২২

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করে কিয়ামতের দিন তার সাতগুণ জমি তার গলায় শিকল-রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে। ১৫৬

যার হৃদয় পবিত্র ও রসনা সত্যবাদী সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। ১১

যার হৃদয়ে সামান্য সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে, সে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। ১৬৯

যারা গচ্ছিত ধন রক্ষা করে, কথামত কাজ করে এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তারাই আদর্শ মুসলিম। ৫৭

যে গৃহে এতিমকে উত্তম ব্যবহার করা হয়, মুসলমানদের পক্ষে সেটাই উত্তম গৃহ। আর যে গৃহে এতিমদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করা হয় সে গৃহ মুসলমানদের পক্ষে নিকৃষ্ট গৃহ। ১২৬

যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে তার আগের সব পাপ মাফ হয়ে যায়। ১৮৩

যে ন্যায় নীতির জন্য নয়, বিদ্বেষবশত ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়ায়, জনসাধারণকে প্ররোচিত করে বা বিদ্রোহ করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যুর মতো। ৯২

যে বিশ্ব-মানবের হিত সাধন করে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ। মানবতার সেবায় যিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন তিনিই মহামানব। ১০১

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তা হলে প্রত্যেকবার অজুর সময় তাদের মিসওয়াক করতে আদেশ দিতাম। ১৬৪

যার অন্তরে সামান্য অণু পরিমাণ অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে, তাকে জান্নাতে নেওয়া হবে না। ৩২

www.pathagar.com

যে আমাকে মান্য করে, সে আল্লাহ্‌কে মান্য করে, আর যে আমার অবাধ্য হয়, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়। যে শাসন-কর্তাকে মান্য করে, সে আমাকে মান্য করে আর যে শাসন কর্তাকে অমান্য করে সে অমাকে অমান্য করে। নিশ্চয়ই নেতা ঢালস্বরূপ। সে তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ করে তাকে রক্ষা করে। যদি সে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে আদেশ দেয় আর সুবিচার করে তবে সে পুরস্কৃত হবে, অন্যথা করলে শাস্তি পাবে। ৮১

যে দেহ হারাম রুজির দ্বারা পরিপুষ্ট তার স্থান বেহেশতে নাই। ১৫৬

যে নিজেকে বিনম্র করে এবং মৃত্যুর পর যা ঘটবে তার জন্য অর্থাৎ হিসাবের দিনের জন্য কাজ করে, সে-ই পরম জ্ঞানী। ২৯

যে পর্যন্ত কোন পাপ কাজের আদেশ দেওয়া না হয়, সে পর্যন্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় শাসনকর্তাকে মানতে হবে। পাপের কাজের হুকুম দিলে মানা কর্তব্য নয়। ৮১

যে ব্যক্তি অহংকার প্রতারণা ও ঋণমুক্ত হয়ে মারা যায় তার বেহেশত নসীব হবে। ১৭৬

যে ব্যক্তি ক্ষমতাসীনের নির্দেশের বিরোধিতা করে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, জনসাধারণের একতায় ভাঙ্গন-সৃষ্টি করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তার মৃত্যু অন্ধকার যুগের মৃত্যুর ন্যায়। ৮১

যে বিশ্বাসীর বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তার অনিষ্ট করে, অথবা তাকে প্রতারিত করে সে হতভাগ্য। ১৭৬

যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করে এবং সে কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে মারা যায় নিশ্চয়ই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৪৭

যে লোক অভাবগ্রস্ত, আশ্রয়হীন ও দরিদ্রকে সাহায্য করে তার সে সাহায্য সমস্ত রাত জেগে ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম

www.pathagar.com

না করে একজন আবেদের ইবাদত করার সমান। ৯৯

যে ব্যক্তি আহার্য ও পানীয় দিয়ে এতিমকে আশ্রয় দেয়, সে অমার্জনীয় গুনাহ না করলে তার জন্য বেহেশত সুনিশ্চিত। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা ভগ্নিকে পালন করে তাদের আদব কায়দা ও জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দেয়, তার জন্য বেহেশত সুনিশ্চিত। ১২৬

যে ব্যক্তি স্নেহভরে কোন এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে, আদর করে, সে তার মাথায় যত চুল আছে তত সওয়াব পাবে। অর্থাৎ অসংখ্য সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী আত্মীয় এতিম বালক-বালিকাদের প্রতি দয়া দেখাবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে সে এবং আমি জান্নাতে এরূপভাবে বাস করব; এই বলে তিনি দুটো আঙ্গুল একত্র করে দেখালেন। ১২৬

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে না সে মুমিন নয়। ১৩০

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসে, সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে। ৪৮

যে ব্যক্তি বিদ্যার্জন করতে করতে অর্থাৎ ছাত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে নিষ্পাপ। ১৮৩

যে ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ১৭৫

যে ব্যক্তি আমাকে কথা দেবে যে, সে ভিক্ষা করবে না, আমি তাকে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দিই। ১৫৬

যে ব্যক্তি নিজে কামাই করে খায়, আল্লাহ তার প্রতি প্রসন্ন। ১৫৮

যে শ্রমিক কাজ করেছে তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। ৭৭

www.pathagar.com

র

রসূল (সঃ) পোষাক পরিচ্ছদ কাপড় চোপড় সব কিছু পরিচচ্ছন্ন রাখার কথা বলেছেন। একবার এক ব্যক্তির আলুথালু কেশ দেখে তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যক্তি কি চুল দুরস্ত করার কিছু পেল না? আর এক ব্যক্তির অপরিষ্কার কাপড় দেখে বলেছিলেন ঃ লোকটি কি কাপড় পরিষ্কার করার কোন বস্তু পেল না? ১৬৫

স

সকল কাজের মধ্যে সমাজ কল্যাণের কাজ শ্রেষ্ঠ। ৯৯

সবাই আদম থেকে সৃষ্ট হয়েছে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। ৬৬

হ

হারাম বস্তু আহারের দ্বারা যে শরীর বর্ধিত তা দোযখে যাবে। ১৫৩

হালাল রুজির চেষ্টা কর। নামায, রোযা, জিহাদ ইত্যাদি ফরজের পরেই এ অতি বড় ফরয। ১৫৪

www.pathagar.com

বিবিধ

অ

অহঙ্কারই পতনের মূল। ৩১

আ

আল ইসলামু হাককুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন। ইসলাম সত্য ও কুফরী বাতিল। ১৫১

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে তাদের ধন প্রাণ ও ধর্ম সংরক্ষণের ভার নিয়েছি। তাদের ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে কোনরূপ বাধা দেওয়া হবে না। কোন সম্প্রদায়কেই তাদের পথ থেকে সরানো হবে না তারা আগের মতো তাদের সব অধিকার ভোগ করতে থাকবে। ৬৭

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। ৫৪

আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি। ৮৫

ই

ইকবাল বলেছেন ঃ

খুদীকু কার বুলন্দ এতনা কে
হর তাকদীর সে পহলে
খোদা খোদ বান্দাসে পুছে
বাতা তেরী রেজা কিয়া হায়। ৪৪

মুসলিম হ্যায় হাম, ওয়াতান হ্যায় সারা জাহাঁ হামারা। ৮৭

www.pathagar.com

ঃ প্রেমও ভ্রাতৃত্বের আসন মানুষের হৃদয়।
এর মূল হৃদয় জুড়ে, কাদা বা পানিতে নয়। ৭৩

তোমার বীণায় বাজাও ভ্রাতৃত্বের সুর,
সবায় বিলাও তোমার প্রেম সুমধুর। ৭৩

ইসলাম জীবনের ধর্ম, সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান বা Complete code of life. ৩৬

ইসলামের নির্দেশ ঃ হে মানুষ তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌র পথে ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম কর। ৭

উ

উপনিষদ বলে ঃ মানুষ আলোর সন্তান, আনন্দেই তার জন্ম, আনন্দেই তার জীবন, আনন্দেই তার মৃত্যু। ১৫১

এ

এইচ, এম, ফিল্ড বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত মানুষের ভ্রাতৃত্ব অনস্বীকার্য। ৭৩

একদা একজন লোক মহান লোকমান হেকিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হুজুর, আপনার এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলেন? তিনি জবাবে বললেন ঃ আহমকের কাছ থেকে। ৩৪

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তাঁর চাকরকে একটি বকরী জবেহ করে প্রতিবেশী ইহুদীকে কিছু গোশ্‌ত দিতে বললেন, চাকর বললো যে, সে আমাদের ক্ষতি করে, তাকে না দিলে হয় না? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন ঃ তুমি কি বুঝবে? হযরত (সঃ) কত তাগিদ করেছেন প্রতিবেশীর হকের জন্যে। এক্ষুনি গোশত দিয়ে এসো। তাকে সেভাবেই দেওয়া হলো। ১৩২

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। ৮৮

www.pathagar.com

ও

ওমর (রাঃ) বলেছেন ঃ হে মানুষ, তোমরা নম্র হও কেননা আমি আল্লার রসূলকে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী ও নম্র হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন, যে অহংকারী, আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন। সে নিজের কাছে বড় কিন্তু লোক চক্ষে হেয়। ৩১

ওমর (রাঃ) এর উক্তি ঃ

ভাই মুসলিমগণ আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের অনুসারী থাকব ততক্ষণ আমাকে আপনারা অনুসরণ করবেন। তা থেকে বিচ্যুত হলে আমাকে মান্য করার প্রশ্নই ওঠে না। ৯২

ক

কবি বলেছেন ঃ

আন্নাসু মিন জিহাতি তামসালি আকফাউ
আবুহুম আদামু ওয়া উম্মুহুমু হাওয়াউ। ১১১

কবি বলেছেন ঃ

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙ্গা। ১৩

কোন মনীষী বলেছেন ঃ তোমরা এমন কথা বলবে না বা এমন আচরণ করবে না, যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হয়। ১৪৬

গ

গতিময়তাই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু। ৪৪

গতিতেই আমার জীবন, গতিহীনতাতেই আমার মৃত্যু। ১৫৭

জ

জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি। ৮৭

www.pathagar.com

জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। ১০১

ত

তরিকত বজুজ খেদমতে খালকে নিস্ত,
বতসবীহ ও সাজ্জাদাহ ও দালকে নিস্ত। ১২৩

তিনি থাকেন, যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বার মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে। ৮৭

দ

দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ। ৪০

ধ

ধর্ম তো খেদমতে খালকেই,
জায়নামায তসবীহ ও আবাকাবায় ধর্ম নেই। ১০১

ন

নহে আশরাফ যার আছে শুধু
বংশের পরিচয়,
সে-ই আশরাফ জীবন যাহার
পুণ্য কর্মময়।

হাবশী যদি সত্যের পথে
বরণীয় হয়, তবু এ জগতে
তারি নির্দেশ নত মস্তকে
মানিবে সুনিশ্চয়। ৩৬

www.pathagar.com

প

পরাগেন্দা রুজি পরাগেন্দা দিল : রুজির সংকোচন দিলকেও সংকুচিত করে দেয়। ৭০, ১৬১

পরের সঞ্চিত ধনে হয়ে ধনবান ;
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান। ৬১

পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, পাপীতো মানুষই। ৭৩

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হেনরী ফোর্ড বলেছিলেন, আমাকে যে আধাবাসন গোশত হজম করাতে পারবে তাকে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারি। আর এক ধনকুবের বলেছিলেন : ঘুম কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ? ১৬৩

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও। ৫৪, ১০৮, ১১৮, ১৩৬

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করা যার স্বভাব, সে পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করবেই। ১৪০

ব

বিখ্যাত ঐতিহাসিক খলীল জিবরান বলেছেন, অন্যে যদি তোমাকে আঘাত দেয় তা ভুলে যাবে ; তুমি যদি অন্যকে আঘাত দাও তা চিরকাল স্মরণ রাখবে, তবে তুমি সংশোধনের সুযোগ পাবে। ১৪৭

বুজুর্গানে দীন বলেছেন : জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ কর। ১৫৭

মহৎ লোক মহত্ত্ব দ্বারা অমহত্ত্ব দূর করে। ৫১

www.pathagar.com

ম

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জীবন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা। ৬৫

য

যে চাষা আলস্য ভরে, বীজ না বপন করে
পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়? ৬৫

যা সত্য তা-ই তো সুন্দর। ৫

র

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

সক্ষমে দিওনা ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া করহ দলন
অপমানিতের করে ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে। ১৪০

ল

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ। ৫৯

লোকমান হেকীমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনার সম্মান অর্জনের উৎস কি? তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ সত্যবাদিতা, আমানত আদায় ও অনাবশ্যক দ্রব্য বর্জন। ১২

শ

শেকসপীয়র বলেছেন ঃ

শত্রুর জন্য আগুন এত বেশী উত্তপ্ত করো না যাতে তোমার নিজের পা-ই পুড়ে যায়। কিন্তু তাই বলে শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিও না। ১৪০

www.pathagar.com

স

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। ১০১

সেই ত্যাগ বীর বুকের রুধীর
হেলায় যে দিতে পারে। ১৬

সে বিচারই উত্তম বিচার, যা বিচারকের চোখে অশ্রু আনে। ১৪৭

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : যদি জগতে কিছু পাপ থাকে তবে দুর্বলতাই সে পাপ। ১৪৭

হ

হযরত আলী (রাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ক্ষমতা না থাকলে দুশমনের মোকাবেলা করো না, দুশমনকে আপন কর তাতে তোমার মহত্ত্ব বাড়বে, সেও আপন হবে। ১৪০

হযরত লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বৎস! দুনিয়ায় পা ঠুকে চলো না। কারণ তুমি পর্বতের চাইতে উচু হতে পারবে না, কিংবা দুনিয়াকে ধ্বংসও করে দিতে পারবে না। ৩০

'হাইয়া আলাল ফালাহ : পুণ্য কল্যাণ শান্তি ও সৎ কার্যের প্রতি অগ্রসর হও। ১০০

হাস্তাম আগার মিরাওয়াম
আপার নামিরাওয়াম নিস্তাম। ৪৪

হে মানুষ, তোমরা কী নিয়ে অহংকার কর, তোমরা কি ভুলে গেছো যে, তোমাদের নগন্য পুতিগন্ধময় শুক্রবিন্দু থেকে তৈরী করা হয়েছে? ৩২

হাবার্ট স্পেনসর বলেছেন : সবাই মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষকেই সম্পূর্ণ মুক্ত বলতে পারি না। সবাই

www.pathagar.com

সুনীতিবান না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষই সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। ৭৩

Civilization means consideration for others. ৫৩, ১৫৩

Cleanliness is next to godliness. ২৬৭

Honesty is the best policy. ৭

Man is born free but everywhere he is in bondage. ৭৯

Survival of the fittest. ৭৪

Time and tide wait for none. ৬২

Truth is beauty, beauty is truth. ৫

To my father I woe my life but to Aristotle I woe how to live worthily. ১৮০

IFP : 82-83 : P-1621 : 5250 : 31-8-1982

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ